অন্তরালের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী

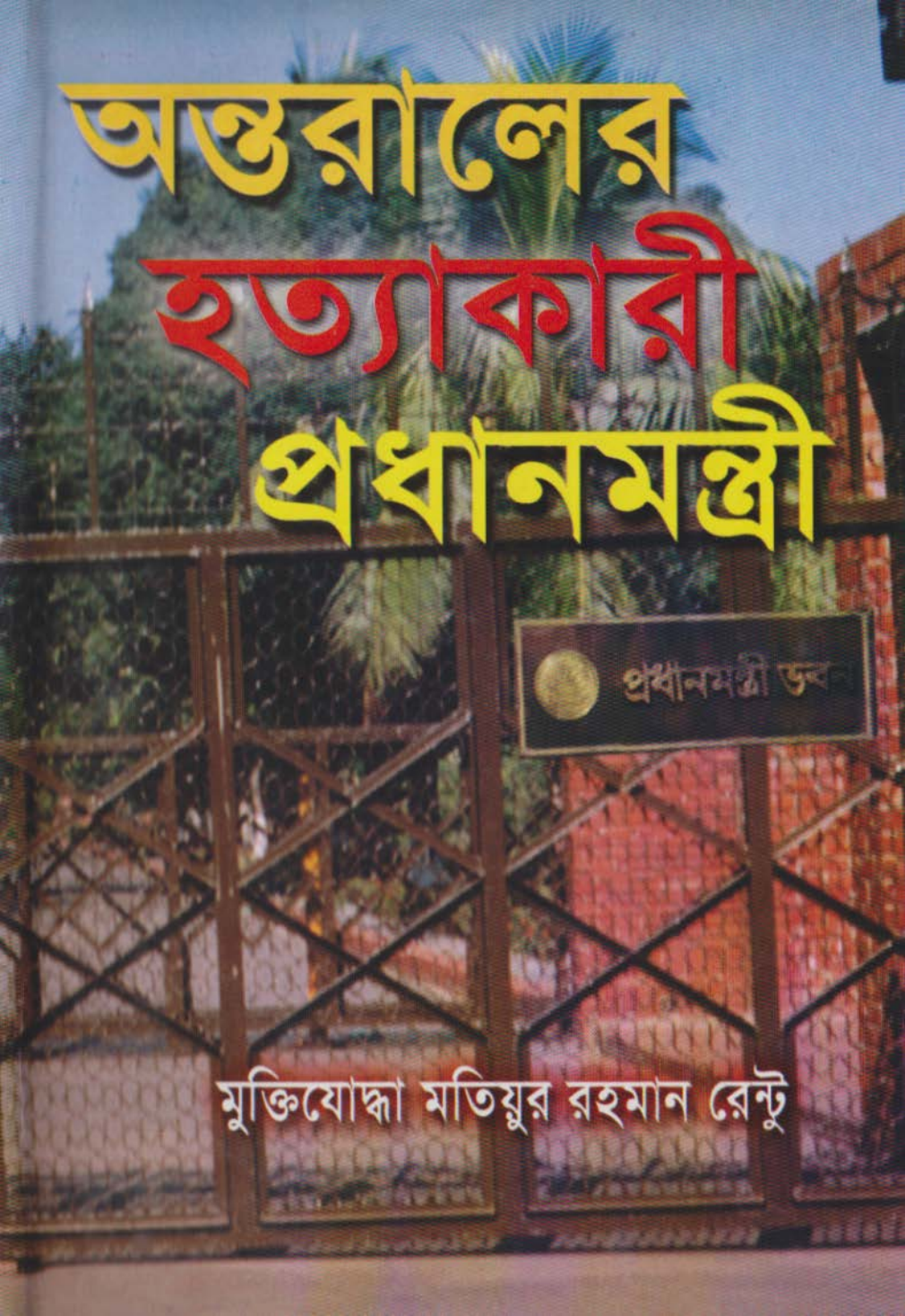

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু

অন্তরালের
হত্যাকারী
প্রধানমন্ত্রী

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু

স্বর্ণলতা বনলতা প্রকাশন
৬২ বি. কে. দাস রোড, বাংলাবাজার
শ্যামবাজার, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৮১১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকাল
বিজয় দিবস ২০০৩

প্রকাশক
স্বর্ণলতা বনলতা প্রকাশন
৬২ বি. কে. দাস রোড
বাংলাবাজার, শ্যামবাজার, ঢাকা-১১০০

দাম
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁরা অন্যায় অত্যাচারকে প্রতিহত করবে,
যাঁরা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে,
যাঁরা অপরাধীকে মনে মনে হলেও ঘৃণা করবে,
"অন্তরালের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী" গ্রন্থটি তাদের জন্য।

www.pathagar.com

অনাগত যুগে কে আপনি আঁখি তলে মেলিয়া ধরিয়াছেন
মোর ("অন্তরালের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী") গ্রন্থখানি।
আপনারই বিবেকতলে আমি আসিব বারম্বার,
যে সকল সংবাদপত্র সত্য প্রকাশ করিল না,
অন্যায়কে ধিক্কার দিল না,
তাহাদের তরে ঘৃণা মাগি আমি দুয়ারে আপনার।
আমি জানিনে কভু আপনারে,
তাহারা তোষামোদ করিল ক্ষমতাবান অত্যাচারী বলদর্পিরে।
আমি জানিনে কভু আপনারে,
নালিশ করিলাম কবি গুরু রবীন্দ্রনাথরে।
অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি / প্রকাশকের কথা

মতিয়ুর রহমান রেন্টু একজন মুক্তিযোদ্ধা। ৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করে আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মদাতা স্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি একজন।

সম্ভবত তিনিই একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা যাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত প্রবাসী সরকারের সনদ রয়েছে।

এই সনদ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত আছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারত সরকার-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করা মুক্তিযোদ্ধা তালিকার ১নং ভলিউম-এর ৪৬২ নং নামটি মতিয়ুর রহমান রেন্টুর। এই তালিকা ঢাকা ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাক্ষরিত ০৪২৭৬ নং মুক্তিযোদ্ধা "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থের লেখক মতিয়ুর রহমান রেন্টুর।

৭১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দেয়া সনদ-এ মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে সার্বিক সহযোগিতা ও তাঁর নিরাপত্তা বিধান করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ, লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর নিরাপত্তা বিধানের পরিবর্তে, রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে "আমার ফাঁসি চাই" নামক বই লেখার কারণে বিনা বিচারে হত্যা করার পরিকল্পনা ও চেষ্টা করেছিলেন।

পরিকল্পনা মাফিক থানা পুলিশ, এসবি এবং এনএসআই-এর সহযোগিতায় ২০শে জুন ২০০০ সাল বিকেল তিনটায় তাঁর বাসার সম্মুখে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নিয়োজিত ভাড়াটিয়া ঘাতকরা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করলে তাঁর দেহে চারটি গুলি বিদ্ধ হয়। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের কৃপায় দেহে চারটি বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পালিয়ে জীবন বাঁচানো! এবং বিভীষিকাময় পলাতক জীবনের লোমহর্ষক বিশেষ বিশেষ

www.pathagar.com

বাস্তব কাহিনীর অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনাসমূহ নিয়েই মূলত রচিত হয়েছে "অন্তরালের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী" গ্রন্থটি।

আমরা আশা করছি, আপাত দৃষ্টিতে একজন মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব, তাও যে সম্ভব এবং কিছু আইন আদালতের বিষয় "অন্তরালের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী" গ্রন্থটি পড়লে জানা যাবে।

জানামতে "আমার ফাঁসি চাই" বইটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নয় (৯) ধরনের নকল হয়েছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও এই বইটি নকল হয়েছে।

"আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি এবং তাঁর লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু আসল গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকের কাছে তেমন পরিচিত নয়।

মূলত নকল বই দ্বারাই এই গ্রন্থ ও লেখক পাঠক সমাজে পরিচিত। পাঠককূল নকলের মাঝেই আসল খুঁজতেন। অনেক রকমের নকলের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব বিবেচনায়, একেক জন, একেক রকম নকল বইকেই আসল হিসেবে সনাক্ত করতেন।

যে যেটাকেই আসল বলে সনাক্ত করুক না কেন, আসলে সবই নকল।

এই নকলকৃত বইগুলোর সাথে আসল বইয়ের খুব বেশী পার্থক্য না থাকলেও কোন নকল বই-ই আসল বইয়ের মত পূর্ণাঙ্গ রূপে ছিল না।

সব ধরনের নকল বই-ই অসম্পূর্ণ এবং এতে কিছু কিছু শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন রয়েছে।

"আমার ফাঁসি চাই" বইয়ের লেখক এবং প্রকাশকের নকলকারীদের প্রতি কোন অভিযোগ তো নেই-ই, বরং নকলকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞ, এই কারণে যে, এই নকল বইয়ের দ্বারাই "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি এবং লেখক হিসেবে মতিয়ুর রহমান রেন্টু বিশাল পরিচিতি, আলোচিত-সমালোচিত, নিন্দিত-অভিনন্দিত, প্রিয়-অপ্রিয়, সম্মানিত-অসম্মানিত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কুশাসন আমলে নকলকারীর দল যদি এই গ্রন্থটি নকল করে ছড়িয়ে না দিতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় "আমার ফাঁসি চাই" নামক এই গ্রন্থটি জনতার দৃষ্টির আড়ালেই পড়ে থাকতো।

নকল করা অপরাধ এবং নিন্দনীয় না হইলে, নিঃসঙ্কোচে নকলকারীগণ ধন্যবাদ পাইবার অধিকারী হইতেন।

স্বর্ণলতা বনলতা প্রকাশন

www.pathagar.com

কৈফিয়ত

আমি একজন সাহিত্যিক, এমনটি দাবি করা বাতুলতাই শুধু নহে, রীতিমত অসত্যও বটে।

সাহিত্যিকের তো প্রশ্নই উঠেনা, বাস্তবে আমি একজন ক্ষুদ্র লেখকও নই।

কিন্তু উপখ্যানে বর্ণিত নিষ্ঠুর বাস্তব ঘটনাবলি অনাদিকাল ধরিয়া জাগ্রত রাখিবার প্রয়োজনে, কালের সাক্ষী হিসেবে একান্ত বাধ্য হইয়াই "অন্তরালের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী" গ্রন্থখানি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।

ইহাতে ভুল ত্রুটির অজস্র ছড়াছড়ি যে রহিয়াছে, তাহাতে আর কাহারো না হইলেও, আমার সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। আমি সাহিত্যিক বা লেখক কোনটাই নই, শুধু এই বিবেচনায় "মান্যবর পাঠককূল আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

কেবলমাত্র এই বিশ্বাসকেই সম্বল করিয়া কলম ধরিতে সাহস করিয়াছি।

আশা করিতেছি, ইনশাল্লাহ্ আমার এই বিশ্বাস হোচ্ট খাইবেনা।

"জগতের সুহাস্য সকল বিষাদ কালিমা রেখায় মলিন হইয়া গেল।"

এই সংলাপটির চলতি ভাষা করা গেল না বিধায় গ্রন্থটি সাধু ভাষায় করা হইল।

লেখক

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা

বাস্তব ঘটনাবলি সাহিত্যে চিত্রায়িত করা সাধ্যে কুলাইল-না।

বহু বই-পুস্তক ঘাঁটাঘাটি করিয়া একমাত্র মীর মোশাররফ হোসেন-এর "বিষাদ সিন্ধু"র সাহিত্য রসের সাহায্য লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মীর মোশাররফ হোসেন এবং তাঁর কালজয়ী উপন্যাস "বিষাদ সিন্ধু"র প্রতি কৃতজ্ঞ।

যাঁহারা আমার বিভীষিকাময় পলাতক জীবনে মৃত্যুর ঝুঁকি লইয়া প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে আমার প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করিয়াছেন, সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহাদের সকলের প্রতি যারপর নাই কৃতজ্ঞ।

যাহারা আমাকে লইয়া সওদা করিয়াছেন, ঐ নরাধম নাফরমান পাপিষ্ঠদের প্রতি ঘৃণা জ্ঞাপন করিলাম।

ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়।

লেখক

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সংবিধান- এর তফসিল— শপথ ও ঘোষণা

আমি ..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব; আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব, "আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব, এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বহু বাঁধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎড়াই পার হইয়া ২০০০ সালের মে মাসের ২৮/২৯ তারিখে ছাপা এবং বাঁধাই হইয়া "আমার ফাঁসি চাই" নামক একটি বই প্রকাশিত হইল।

জুন মাসের ১ তারিখ হইতে বইটি অতি সংগোপনে একজন দুইজন করিয়া আস্তে আস্তে মানুষের হাতে পৌঁছাইতে লাগিল।

প্রথমে পত্রিকার সম্পাদক, দূতাবাস, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট বইটি পৌঁছানো হইল।

"আমার ফাঁসি চাই" বইটি অনেকেই এক নিঃশ্বাসেই পড়িয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ আবার বইটিকে কোন গুরুত্বই দিলেন না। খুলিয়াও দেখিলেন না।

তিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে বইটি ব্যাপক আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। গ্রন্থটি পাইতে অনেকেই আগ্রহী হইলেন এবং ব্যাপকভাবে বইটি সন্ধান করিতে লাগিলেন। বইটি লইয়া চারিদিকে তোলপাড় শুরু হইল। সচেতন শিক্ষিত মহলের বিপুল অংশে "আমার ফাঁসি চাই" বইটিকে ঘিরিয়া মুক্তিযুদ্ধকালীন চেতনা, অনুভূতি ও কর্মতৎপরতা এবং আবেগের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা সকলেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ন্যায় বইটিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। অতি সন্তর্পনে গোপনে গোপনে সতর্কতার সহিত বইটি ঘণ্টা হিসেবে এক হাত হইতে অপর হাতে ঘুরিতে লাগিল। কেহ কেহ বইটির অংশ বিশেষ, আবার কেহ সম্পূর্ণ বইটি, যে যেইভাবে পারিল ফটোকপি করিয়া ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। এ যেন মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় আর একটি যুদ্ধ শুরু হইল। কেহ মুখ খুলিলেন না। শুধু "আমার ফাঁসি চাই" বইটি লইয়া নীরবে নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাক-হানাদার কবলিত অঞ্চলে, মুক্তিযুদ্ধের প্রচারপত্র লইয়া নীরবে নিঃশব্দে যেইরূপ গোপনে পড়া আর গোপনে প্রচার চালানো হইত, এক্ষণে "আমার ফাঁসি চাই" বই লইয়া অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইল। সর্বত্র সাবধানতার সহিত ফিস-ফাঁস, আলাপ আলোচনা, সবকিছুই হইতে লাগিল। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে গোপনে হইতে লাগিল। এই বইটিকে বীর জনতা আমানত স্বরূপ মনে করিলেন এবং ইহাকে রক্ষা করিতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। লেখকের লেখনি স্বার্থক হইল। লেখক ধন্য হইল।

www.pathagar.com

৭ই জুন, ২০০০ সাল। খরাঝরা দ্বিপ্রহর গড়াইয়া অগ্নিদেবতা সূর্য তাহার তাপদাহ কিরণ সামান্য গুটাইয়া পশ্চিম গগণে কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে।

"আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি হাতে লইয়া হন্যতন্য হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রীর সুবিশাল সরকারি বাসভবন গণভবনে প্রবেশ করিল শেখ হাসিনার পিতার ফুফাতো ভাইয়ের পুত্র প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রধান নিরাপত্তারক্ষী নজিব আহম্মেদ নজিব।

গণভবনের দোতলার ড্রইংরুমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে নজিব বইটি তুলিয়া দিল।

প্রধানমন্ত্রী : এইটা কিসের বই?

নজিব : রেন্টুর লেখা বই।

প্রধানমন্ত্রী : কপাল কুচকাইয়া বলিলেন, কি রহিয়াছে ইহাতে?

নজিব : অনেক কিছুই রহিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী : তাহার মানে?

নজিব "আমার ফাঁসি চাই" বইয়ের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্ণনা শুনিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কহিয়া উঠিলেন, রেন্টু এখনো দুনিয়ার বুকে রহিয়াছে কী প্রকারে? তোমরাই বা কী করিতেছো? রেন্টু এখনো বাঁচিয়া রহিয়াছে! আর তোমরা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছো? আগে রেন্টুকে খুন কর। তাহার পর কথা হইবে।

ছায়া ঘেরা নির্জন গণভবনের বকুল গাছেরা আপনি প্রধানমন্ত্রী! আপনি প্রধানমন্ত্রী, আপনি সংবিধান রক্ষার, নাগরিক রক্ষার শপথ লইয়াছেন। সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিবার শপথ লইয়াছেন। এ অন্যায়, এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুরতা, এ পৈশাচিকতা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

কিন্তু না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আর নজিবের কর্ণে সে চিৎকার পৌঁছাইল না। তাহারা হত্যার নেশায়, রেন্টুর খুনের নেশায় এতোই বিভোর হইল যে, বকুল গাছের আত্মচিৎকার তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না।

পরের দিন ৮ জুন। দুপুর যাইয়া বিকাল পার হইয়া সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিল। আকাশ সবে গোধূলী রাঙা রং-এ রাঙা হইতে শুরু করিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন, গণভবনের নিচ তলার পূর্ব দিকের ড্রয়িং রুমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই পরিকল্পনা হইতেছে।

না, প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা নহে। পররাষ্ট্র বিষয়ক পরিকল্পনা নহে। বিরোধী দলকে মোকাবিলা করিবার পরিকল্পনা নহে। পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাও নহে।

হত্যা পরিকল্পনা হইতেছে! দেশের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নাগরিক হত্যার পরিকল্পনা। "আমার ফাঁসি চাই" বই লেখিবার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান

www.pathagar.com

রেন্টুকে খুন করিবার চূড়ান্ত পরিকল্পনা, চূড়ান্ত নীলনক্সা। চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র। নাগরিক হত্যার আনুষ্ঠানিক নির্দেশ। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত। ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার পর লাশ পুড়াইয়া ফেলিবার আদেশ।

এই হত্যার পরিকল্পনা বৈঠক এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরিয়া চলিল। বৈঠকে অনেক আলোচনা হইল। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিতগণের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন হইল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট সার্বক্ষণিক নিয়োজিত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা"র"-এর সদস্য রাম মোহন দাস ওরফে মানু মজুমদারকে এই হত্যা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়িত করিবার নেতৃত্ব প্রদান করা হইল।

হত্যা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়িত করিবার অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করিবার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব দেওয়া হইল নজিব আহম্মেদ নজিবকে। হত্যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিষয়ে তদারকী ও সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার দায়িত্ব দেওয়া হইল, যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস(২) এপিএস (২) এবং লিঁয়াজো অফিসার যথাক্রমে মোক্তাদির চৌধুরী, বাহাউদ্দিন নাসিম এবং বজলুর রহমানকে।

শুরু হইল "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার মহাউৎসব। চতুর্দিক হত্যার সাজ-সাজ রব ধ্বনিত হইল।

সংবিধান রক্ষার এবং নাগরিক রক্ষার শপথ লইয়া প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া অন্যায় নির্দেশ দিতে শেখ হাসিনার কণ্ঠ কম্পিত হইল না। জিহ্বায় জড়তা আসিল না।

হিংসার এমনই শক্তি যে, সংবিধান রক্ষার, নাগরিক রক্ষার অমর বাণী, পবিত্র শপথ, কিছুই প্রধানমন্ত্রীকে বিরত করিতে পারিল না। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব, ইতিহাসের ঘৃণ্য কালো অধ্যায় কিছুই শেখ হাসিনার বিন্দুমাত্র মনে হইল না। এরূপ বেআইনি, অমানবিক, নিষ্ঠুর আদেশ দানে বিবেক বিন্দুমাত্র দগ্ধীভূত হইল না। কণ্ঠ কম্পিত হইল না। উপরন্তু তাহার মনের আগুণ প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রী মা কালী দেবীর মূর্তির মতো রক্তিম হইয়া চক্ষুদ্বয়ে খুনের নেশা প্রকাশ পাইল।

শেখ হাসিনা কহিলেন, রেন্টুকে হত্যা করিতেই হইবে। তাহার জন্য শক্তি ও অর্থের অনটন হইবে না। প্রধানমন্ত্রীর শক্তি, রাষ্ট্রের শক্তি ও অর্থের ভাণ্ডার সবই অবারিতভাবে খোলা থাকিবে। হত্যা কার্যসিদ্ধি হইতেই হইবে।

এই সকল কথা শুনিয়া প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব মোক্তাদির চৌধুরী ধীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় ধীর স্থির ভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এমনভাবে কার্য সমাধা করিতে হইবে যাহাতে হিতে বিপরীত না হইয়া যায়। আবার সর্পও মরিয়া যায়, লাঠিও ভাঙ্গিয়া না যায়।

www.pathagar.com

আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে রেন্টুকে হত্যা করা জরুরি প্রয়োজন কিনা? আবার হত্যা করিলে বদনাম আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে কি না?

শেখ হাসিনা কহিলেন প্রথমতো, প্রতিশোধ লইতে হত্যা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, হত্যার পর "আমার ফাঁসি চাই" বইটি রেন্টু যে লিখিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ থাকিবে না। তৃতীয়ত, আমাকে জনসম্মুখে হেয় করিবার জন্য রেন্টুর নামে খালেদা জিয়া* মিথ্যা প্রচারণা চালাইতেছে। চতুর্থত, রেন্টু আমার ভাই, তাহার নামে মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে আমরা এই মর্মে প্রচারণা চালাইব। এবং প্রয়োজনে রেন্টুর স্ত্রী ময়না এবং অন্যান্য আত্মীয়দের টাকা পয়সা দিয়া, কিংবা জোর করিয়া আমাদের পক্ষে প্রচারণা চালাইতে বাধ্য করিব।

হত্যা পরিকল্পনায় উপস্থিত সকলেই প্রফুল্লচিত্তে শেখ হাসিনার পরিকল্পনা, নির্দেশ এবং সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইলো।

পূর্ণমাত্রায় নাগরিক হত্যার আয়োজন শুরু হইয়া গেল। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে মানবতার হৃদয়তন্ত্রী ছিড়িয়া গেল। সকল মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত মৃত্যু হইল।

আড়ালে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শোনা করিমের (পাঠকগণ এই শ্রোতার নিরাপত্তার কারণে ছদ্মনাম করিম ব্যবহার করা হইল) বুকের ভিতর হায়! হায়! করিয়া উঠিল। জলে ভরা আঁখি দুইটি জলে ডুবিয়া গেল।

সরোষে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আদেশ করিলেন, রেন্টুর বুকে গুলিবিদ্ধ করিয়া পৃষ্ট ভেদ করিয়া বাহির করিয়া দিবে এবং তাহার লাশ কোন চিতায় অথবা, ইটের ভাটায় লইয়া পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে। তাহার কোনই চিহ্ন যেন খুঁজিয়া না পাওয়া যায়। তিনি সগৌরবে আরো বলিলেন, আমার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। অনুপরিমাণও ইহার নড়চড় হইবে না।

রেন্টুর এতো বড় সাহস, এতো বড় স্পর্ধা; সামান্য এক ব্যক্তি হইয়া আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা! প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা! প্রজা হইয়া রাজপরিবারের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা! আমি উহার বিশ্বাস ঘাতকতার সাধ চিরতরে মিটাইয়া দিব।

আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া স্ত্রী কন্যাদের লইয়া সুখে দিন কাটাইবে? ময়নাকে আমি বিধবা করিব। সন্তানদের এতিম করিব। কে রক্ষা করিবে? খালেদা জিয়া রক্ষা করিবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

রেন্টুকে হত্যা করিতেই হইবে। এই আদেশ দিয়া পাষাণ গঠিত নির্দয় হৃদয়, কটা দৃশ্য নয়ন, মুখশ্রীতে ও ললাটে হিংসার ভাব অঙ্কিত, ভষ্মিভূত বিকৃত ধাতুর উপর তৈরি একমূর্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাগরিক হত্যা ষড়যন্ত্র আঁটিতে লাগিলেন।

---

* তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা কহিলেন, কি আশ্চর্য! রেন্টু আমাকে একের পর এক আক্রমণ করিতেছে। আমার বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা করিয়াছে। স্ত্রী, কন্যাদের লইয়া প্রেসক্লাবে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করিয়াছে। দেশবাসীর কাছে সারা দুনিয়ার কাছে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য, আমার পতন ঘটাইবার জন্য এখন বই লিখিয়াছে। আমাকে হত্যা করিতে কতটুকুই বা বাকি রাখিয়াছে? অথচ সে এখনও জীবিত আছে! এমন কোন যোগ্য পুরুষ কি তোমাদের মাঝে নাই, যে রেন্টুকে চিরকালের জন্য শেষ করিয়া দিতে পারে? খুন করিতে পারে? ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা'র'-এর এজেন্ট রাম মোহন দাস ওরফে মানু মজুমদার শেখ হাসিনার কথা শেষ না হইতেই রোষভরে বলিতে লাগিল, কেন নাই! কেবল আদেশের অপেক্ষা। রেন্টুর মতো তুচ্ছ ব্যক্তিকে হত্যা করা কতক্ষণের কাজ?

হৃদয় লৌহ নির্মিত দেহ পাষাণে গঠিত প্রধানমন্ত্রী বলিলেন, যাহা তোমাদের প্রয়োজন হয় লইয়া লও। যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয় কর। এক্ষণে রেন্টুর মৃত্যু সংবাদ শুনিতে আমি উৎসুক রহিলাম।

ভারতীয় গোয়েন্দা রাম মোহন দাস ওরফে মানু মজুমদার বলিতে লাগিল তিলার্ধকাল বিলম্ব না করিয়া হত্যার আদেশ কার্যকর করাই এখন আমাদের উচিত এবং কর্তব্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থির জলন্ত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। বিষাদ কালিমা মুখে ঈষৎ হাসির আভা প্রকাশ পাইল। প্রধানমন্ত্রী কহিলেন রাম মোহন দাস যাহা বলিতেছে তাহাই যুক্তি সঙ্গত। যত বিলম্ব হইবে ততই অমঙ্গল হইবে। এইকথা বলিয়াই রাম মোহন দাসকে রেন্টু হত্যা চক্রান্ত ও পরিকল্পনার প্রধান দায়িত্বে নিযুক্ত করিলেন। এবং হত্যার পর রেন্টুর লাশ চিতা খোলা (শ্মশান ঘাট) ; অথবা ইটের ভাটায় লইয়া পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবার পুনরায় আদেশ করিয়া পাষাণ গঠিত নির্দয় হৃদয় শেখ হাসিনা সভা মূলতবি করিলেন।

জগতের সুহাস্য সকল বিষাদ কালিমা রেখায় মলিন হইয়া গেল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপযুক্ত আদেশ পাইয়া বৈঠক শেষে রাম মোহন দাস ঐ সময়ই রেন্টু হত্যায় যাত্রা করিল। যাত্রা পূর্বে শেখ হাসিনাকে বলিয়া গেল আজ রাতেই হউক, কি কাল প্রত্যুষেই হউক রেন্টু হত্যার শুভসংবাদ আপনাকে আমি শোনাইব। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে নাগরিক হত্যার আদেশ পাইয়া রাম মোহন দাস মহাবেগে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার মনে আশা অনেক। ইতিমধ্যে সে কলকাতার বালিগঞ্জে একখানি অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছে। রেন্টুকে হত্যা করার পর যে বিশেষ পুরস্কার পাইবে, যে মান মর্যাদা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে প্রথমে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে ও আসামের রাজধানী গোহাটিতে এবং শেষে হরিয়ানার রাজধানী চণ্ডিগড়ে তিনখানা বাড়ি আপাতত করিবে। ভারতীয় গোয়েন্দা"র" এর আরো উচ্চ পদে পদোন্নতি হইবে। এইরূপ নানা প্রাপ্তির নানা শাখা-প্রশাখা রাম মোহন দাসের চিন্তা ও অন্তরে উদয় হইতেছে।

www.pathagar.com

ঢাকা মঙ্গলবার
মার্চ ২১
২০০০
২০ পৃষ্ঠা : ৬ টাকা

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

আলোর নাচন

খেলার মেলা

গতকাল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে সাদর অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -নবীন

এই সেই ভারতীয় গুপ্তচর রাম মোহন দাস।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর উপর কড়া নজর রেখে চলেছে। (ক্রশ চিহ্নিত)

www.pathagar.com

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহতালা তাঁর বান্দাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিলে, সেই বান্দার জন্য নানা পথ এবং উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখেন। বিশেষ সময়ে বিশেষ ব্যক্তিও হাজির হইয়া যায়। ভাল কর্ম থাকিলে কেহ না কেহ বিপদের ঝুঁকি লইয়াও সাহায্যে আগাইয়া আসে। আচার আচারণে মুগ্ধ হইয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া রেন্টুর ভক্ত করিম।*

আড়ালে থাকিয়া এই ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, আদেশ আর নির্দেশ শুনিয়া করিমের হৃদয় কাঁপিয়ে উঠিল। আপন মনের গভীরে উচ্চারিত হইল কি সর্বনাশ! কি অন্যায়! কি অবিচার! কি পাষাণ হৃদয়! এ নিষ্ঠুরতা! এ পৈশাচিকতা! আপনি প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশ রক্ষার, নাগরিক রক্ষার দায়িত্ব আপনার। আপনি নাগরিক রক্ষার কসম (শপথ) লইয়া প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন।

করিমের মনের এই আহাজারী, এই আকুতি শেখ হাসিনাদের কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছিল না।

রেন্টুর ভাগ্যে কি হয়! রেন্টু কখন নিহত হয়! রেন্টুর পরিবারের কি হয়! ইহা ভাবিয়া করিম ব্যাকুল ও বিস্ময়াপন্ন হইল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গংয়েরা ভাবিল, কঠিন শিলায় নির্মিত সহস্র প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত গণভবনের সিরামিকের চার দেয়ালের বাহিরে কোন দিন কেহ এ কথা জানিতে পারিবে না। শুনিতে পারিবে না। কাহারও একথা বলিবার সাধ্যও হইবে না।

করিমের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, ভয়ে আত্মা কাঁপিয়া উঠিল। আকণ্ঠ শুকাইয়া একেবারে বোবা বধির হইয়া গেল। পরিশেষে রেন্টুর সহিত যোগাযোগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সপরিবারে পালাইয়া যাইবার জন্য রেন্টুকে যারপরনাই অনুনয় বিনয় করিল। তাঁহার কান্না আর অনুরোধে বুঝা গেল তাঁহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে।

হে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ! ধন্য তোমার মহিমা। ধন্য তোমার কারিগরি। ধন্য তোমার লিলা।

রেন্টু, ময়নার বিপদ সময়ে তাহাদের চিত্ত চাঞ্চল্যের প্রকৃত ছবি, প্রকৃত রূপে চিত্রিত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না। কারণ তাহা বর্ণনার অতীত, লেখনী শক্তি বহির্ভূত।

নাগরিকের ধনমান, ইজ্জত, প্রাণ এইসবের রক্ষাকর্তা প্রধানমন্ত্রী আইনানুযায়ী

---

* নিরাপত্তার কারণে রেন্টুর এই ভক্তের ছদ্মনাম করিম রাখা হইল।

www.pathagar.com

ব্যথিত কোন নাগরিকের সহিত আচরণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী শুধু রাষ্ট্র সংবিধান এবং আইনের ধারায়ই দণ্ডিত হইবেন না, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকটও দায়ী হইবেন। দোযকের অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইবেন। ইহা হইতে নিস্তার নাই।

সকল পরিচিত অপরিচিত পেশাদার অপেশাদার সন্ত্রাসী খুনিদের রেন্টুকে হত্যা করিতে নিয়োজিত করা হইল। তাহারা চতুর্দিকে পাগলের ন্যায় রেন্টুকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবৈধ অস্ত্রধারী ঘাতকদের খোঁজাখুঁজিতে সর্ব মহলে শোরগোল পড়িয়া গেল। সাবধান! সাবধান! রব উঠিল, রেন্টুর নিজ মহল্লার যুবকেরা রেন্টুকে হুশিয়ারী সংকেত দিয়া পালাইয়া যাইবার পরামর্শ দিল। সর্ব মহলের এই সকল সংবাদ আর সতর্ক সংকেত শুনিয়া রেন্টু চক্ষুকর্ণ সজাগ সতর্ক করিয়া যথাসম্ভব সাবধানে থাকিতে লাগিল।

প্রকৃতি স্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে না না শব্দে বারণ করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া খুনির দল অর্থের লোভে, খুনের নেশায় এই না না বারণ শুনিবে কেন ?

রাত্রি গভীর হইল। মনুষ্যকূল শয়ন করিল। নিশাচর প্রাণী জাগিয়া উঠিল। নগরস্থ মসজিদে প্রভাত হইবার আযান হইল, আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান নাউম– নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তম। বিশ্রামদায়িণী বিভাবরীকে বিদায় দান করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই জাগিয়া উঠিল। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহতালাকে স্মরণ করিল। নামাজ আদায় করিল। আল্লাহ প্রেমে মশগুল ব্যতিব্যস্ত সকলে; তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোর নিদ্রায় নিমজ্জিত। গতরাতেই রেন্টুকে হত্যার ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, চক্রান্ত ও নির্দেশ দিয়া নিশ্চিন্তে শয়ন করিয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গের পরই নাগরিক হত্যার ভয়ানক সাংঘাতিক সুসংবাদ শুনিবার মনবাসনা লইয়া সুখ নিদ্রাযাপন করিতেছেন।

ও পাষাণীর প্রাণ কি পাষাণ অপেক্ষা কঠিন ? বিনা বিচারে নিরাপরাধ নাগরিক হত্যা করিবেন, এ পাপ কি একটুও তাহার মনে হইতেছে না? একটুও মনে হইতেছে না তাহা নহে, মনে হইলেই বার বার মনকে বলিতেছে , **যেই দেশের মানুষ আমার পিতা মাতা ভাইদের হত্যা করিয়াছে, সেই দেশের সকল মানুষকেই হত্যা করিতে পারিলে আমার হৃদয়ের সর্ব প্রশান্তি।**

কি আশ্চার্য! এ রমনীর হৃদয় কি এতই কঠিন যে, অকাতরে নিদ্রাসুখ যাইতেছেন! প্রধানমন্ত্রী নিদ্রিত অবস্থাতেই হাসিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, কেমন হইল? আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফল কেমন ভোগ করিলে? আমার গোপন তথ্য ফাঁস করিবার একটাই শাস্তি, আর তাহা হইল মৃত্যুদণ্ড। বলিতে বলিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

www.pathagar.com

নূতন চিন্তায় নূতন ভাবনায় মুচকি হাসিতে হাসিতে, দর্পণে নিজেকে ভাল করিয়া দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রধানমন্ত্রী গণভবন হইতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গমন করিলেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ উন্মাদিনী। শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত পারে। কিন্তু মিত্র যদি শত্রু হয়, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষত স্বজাতি শত্রুতা সাধনে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। শেখ হাসিনা ক্ষান্ত হইবেন কেন ?

রেন্টু ময়নাকে কহিল, মনে হয় শেখ হাসিনার হস্ত হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইব না। ভুলেই লোকের সর্বনাশ হয়; ভুলেই লোক মহাবিপদগ্রস্থ হয়, ভুলে পড়িয়াই লোক কষ্ট ভোগ করে প্রাণও হারায়। লোকে ইচ্ছা করিয়া বিপদ মাথায় তুলিয়া লয় না, দুঃখিতও হইতে চায় না; কিন্তু রেন্টুর আর ময়নার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইল, তাহারা জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এমন সর্বনাশা মহাবিপদ মাথায় তুলিয়া লইল। নিদারূণ কষ্টে পড়িল। প্রাণ হারানই স্বাভাবিক হইল।

ইচ্ছা করিয়া মহাবিপদ মাথায় লইয়া মৃত্যু দ্বারে পৌঁছাইল। মাতা-স্ত্রী-কন্যাদের দুঃখ কষ্টের বিপদ সাগরে ভাসাইল। নিজেও ভাসিল।

প্রধানমন্ত্রী হইবার কালে শেখ হাসিনা নাগরিক রক্ষা করিবার, সংবিধান রক্ষা করিবার, আইনানুযায়ী সকলের প্রতি আচরণ করিবার যতই শপথ লইয়া থাকুক না কেন, তাহার প্রকৃত চরিত্র তো রেন্টুর জানিবার বাকি ছিল না। শেখ হাসিনার স্বরূপ আর যাই হোক, রেন্টুর তো চিনিবার বুঝিবার বাকি ছিল না।

তাহা হইলেও কেন রেন্টু "আমার ফাঁসি চাই" এমন বই লেখিতে গেল? লেখিল তো, লেখিল, শেখ হাসিনা যখন দোর্দাণ্ড ক্ষমতাশালী, দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন লেখিল।

দেশের ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতার বাহিরে রহিল না, নিয়ন্ত্রণের বাহিরে রহিল না, রেন্টু তখনই "আমার ফাঁসি চাই" বই লেখিল, তখনই গোমর ফাঁস করিল।

তবে কি রেন্টুর মরিবার স্বাধ হইয়াছিল ? সে ভাবিল গোপন তথ্য যদি প্রকাশ করিতেই হয়, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা কালেই করিতে হইবে। তাহাতে যত ঝুকি হয়, এমন কি মৃত্যু ঝুঁকিও যদি হয়, সে ঝুকি লইতে হইবে। তা না হইলে মানুষের কাছে ইহা গ্রহণযোগ্যতা হারাইবে আর গ্রহণযোগ্যতা হারাইলে তাহার কার্যকারিতাও হারাইবে।

www.pathagar.com

পরিচিত জন, শুভাকাঙ্ক্ষী, সর্ব মহল হইতে তুমি খুন হইবে, তুমি খুন হইবে সংবাদ আসিতে থাকিলে রেন্টু ভিতরে ভিতরে দুর্বল হইতে শুরু করিল। একদিন বাহির হইতে বাসায় ভাড়াটিয়ার ঘরে ফোন করিলে, রেন্টুর স্ত্রী ময়না জানাইল বাসায় এসবি (গোয়েন্দা পুলিশ) আসিয়া তোমাকে এবং "আমার ফাঁসি চাই" বই তল্লাশি করিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রেন্টু ময়নাকে কহিল এক্ষণে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় গোছাইয়া স্বর্ণলতা ও বনলতাকে সঙ্গে লইয়া কল্যাণপুর কবিরদের বাসায় চলিয়া যাও। ঐ বাসায় তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হইবে। বাসা হইতে সরাসরি কল্যাণপুর যাইবে না। বাসা হইতে লক্ষিবাজার সেলোনীদের বাসার সম্মুখের রাস্তা দিয়া ঢুকিয়া, পিছনের রাস্তা দিয়া কলতাবাজারের দিকে বাহির হইয়া, তাহার পর কল্যাণপুর কবিরদের বাসায় যাত্রা করিবে। ইহাতে প্রধানমন্ত্রীর লেলাইয়া দেওয়া লোকেরা তোমার পিছন পিছন অনুসরণ করিতে পারিবে না। ময়না দুই কন্যা স্বর্ণলতা ও বনলতাকে সঙ্গে লইয়া কবিরদের কল্যাণপুরের বাসায় আসিল। ঐ বাসাতেই রেন্টুর সহিত তাহারা মিলিত হইল। প্রধানমন্ত্রীর লেলাইয়া দেওয়া খুনিঘাতকদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এই বাসাতেই তাহারা সকলে আত্মগোপন করিয়া রহিল। ১৩ জুন ২০০০ সাল রাত আটটার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া ঘাতক খুনির দল এ এলাকা ঘেরাও করিল। এই সংবাদ শুনিবার এবং ছাদ হইতে দেখিবার পর, রেন্টু ছেড়া লুঙ্গি, ছেড়া পাঞ্জাবী, মাথায় ময়লা টুপি, হস্তে প্লাষ্টিকের থালা লইয়া, থালায় কিছু টাকা পয়সা রাখিয়া, ভিক্ষুকের বেশে, উচ্চস্বরে আল্লাহ্ দে, আল্লাহ্ দে, বলিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে স্ত্রী কন্যা ফেলিয়া ঘাতকদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় এক ঘাতককে চিনিল।

কবিরদের কল্যাণপুরের বাসা হইতে পালাইয়া যাইয়া, রেন্টু সবুজবাগে আলাউদ্দিনের বাসায় আসিয়া লুকাইয়া রহিল। স্ত্রী কন্যাদের সহিত তিনদিন বিচ্ছিন্ন থাকিবার পর, ১৬ই জুন আলাউদ্দিনদের সবুজবাগের বাসায় তাহারা পুনরায় একত্রিত হইল। এই বাড়ি আসিয়া তাহারা বড়ই কষ্টে পড়িয়া গেল। প্রথম কষ্ট হইল, পানি নাই। বাহির হইতে পানি টানিয়া কার্য সমাধা করিতে হয়। দ্বিতীয় কষ্ট, মাত্র দুইটি কক্ষের বাসা এইটি। একটি কক্ষে আলাউদ্দিনরা স্বামী-স্ত্রী ঘুমায়। অন্যটিতে খাওয়া দাওয়া করা হয়। কক্ষ দুইটি আকারে খুবই ছোট। বড় কষ্ট, বড় কন্যা স্বর্ণলতা স্কুলে যাইবার জন্য এবং নিজ বাড়িতে যাইবার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ছোট কন্যা বনলতার দুই আড়াই বছর বয়স হইয়াছে। নূতন হাঁটা শিখিয়াছে, নূতন ধরা শিখিয়াছে, যখন তখন বিনা নোটিশে আলাউদ্দিনদের বেড রুমে ঢুকিয়া যাইতেছে, যাহা খুশি ধরিতেছে। ছুড়িয়া মারিতেছে। ভাঙ্গিতেছে। এই একটি কক্ষে সে বন্ধ থাকিতে অপারগ। আলাউদ্দিনদের দুইজনের ছোট

www.pathagar.com

একটি সংসার, তার উপর রেন্টুদের চার সদস্যের এক বিশাল বোঝা। দাঁড়াইবার জায়গা নাই। বসিবার জায়গা নাই ; শুইবার জায়গার তো প্রশ্নই আসে না। নানাবিধ সমস্যায় ইহারা জর্জরিত হইল, কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। ১৯শে জুন ২০০০ সকাল বেলা রেন্টুর মাতার অসুস্থ হওয়ার সংবাদ আসিল। রেন্টু ময়না যুক্তি করিল। ময়না কন্যা দুইটি লইয়া বাড়ির মেইন গেইট, সিড়িতে উঠিবার কেচি গেইট, তিন তলায় কেচি গেইট এবং চার তলার গ্রীলের গেইট সর্বক্ষণ তালা লাগাইয়া বাড়ির ভিতরে লুকাইয়া থাকিবে। শেখ হাসিনা যতদিন প্রধানমন্ত্রী থাকিবে, ততদিন বাহির হইবে না। আর রেন্টু অসুস্থ মাতাকে একবার দেখিয়াই পালাইয়া যাইবে। ইহাও ঠিক হইল আজ রাত এগারোটার পর যাইয়া, হঠাৎ করিয়া দ্রুত বাসার ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে হইবে। যাহাতে লোক চক্ষুর বাহিরে থাকা যায়, তাই রাত এগারোটার নির্জন সময়ে বাড়িতে যাইতে হইবে।

আল্লাহ্‌র মহিমার অন্ত নাই। ক্ষুদ্র একটি প্রজাপতির গায়ে তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার শিল্পকার্য বিভাসিত হইতেছে। একটি শিশির কণাতেও তাঁহার সমস্ত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার সৃষ্টি জগত তাঁহারই করুণার সাক্ষী দিতেছে। আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। মহান সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতাকে ভয় করিতেছি না। সামান্য নড়াচড়া করিবার ক্ষমতা পাইয়াই, মহাপ্রভুর মহাক্ষমতার কথা ভুলিয়া যাইতেছি। ভবিষ্যৎ গর্ভে কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে ? কোন জ্ঞানী গুণিজন বলিতে পারেন এক পলক অন্তে তিনি কি ঘটাইবেন ? প্রধানমন্ত্রী কি তাঁহার কৌশলের অনুমাত্র বুঝিয়া তদ্বিপরীত কার্যে সক্ষম হইতে পারেন ? জগতের সকল কিছুই বুদ্ধির আয়ত্ত্বাধীন, কিন্তু মহান আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত কার্যে বুদ্ধি অচল, শক্তি অচল, অক্ষম এবং অতি তুচ্ছ।

কাহার জন্য কোথায় কোন সময় হইবে। কাহার মৃত্যু কোন সময় কোথায় হইবে, জগত মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক তাহা নিশ্চয় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। জগত স্রষ্টা মৃত্যু না দিলে, বান্দাকে বাঁচাইতে চাহিলে, বান্দার জন্য পথ খোলা রাখিবেন। উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিবেন। সে বান্দাকে হত্যা করা যাইবে না।

কিন্তু হায়! প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্ধ, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। রেন্টুকে হত্যা করিতে প্রধানমন্ত্রী বহুজনকে নিয়োজিত করিয়াছেন। রেন্টুকে হত্যা করিবার নিমিত্তে তাহারা হন্যে হইয়া ঘুরিতেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবার আশায় কাহার আগে কে হত্যা করিবে, তাহারা নিজেদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়াছে। হায়! তাহারা মহাশক্তির কিঞ্চিৎ শক্তিও বুঝিতে পারে নাই।

সর্বশক্তিমান পূর্ণ কৌশলীর কৌশল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দম্ভে তাহারা ধারণাও করিতে পারিল না। প্রধানমন্ত্রীর অস্ত্রধারী হত্যাকারীরা হত্যার নেশায় চতুর্দিকে

www.pathagar.com

কিলবিল করিতে লাগিল। সরকারি প্রশাসনের পুলিশ, এসবি, এনএসআই-এর লোকেরাও অবৈধ অস্ত্রধারী খুনিদের সহযোগির ভূমিকায় নামিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অলংঘনীয়, বাক্য অব্যর্থ।

প্রধানমন্ত্রীর আদেশ পাইয়া, পুরস্কৃত হইবার ঘোষণা পাইয়া, হত্যাকারী খুনিরা বাদানুবাদ শুরু করিল, অতি দর্পে বলিতে লাগিল, আমিই হত্যা করিত পারিব, আর কেহই পারিবে না, কেহ বলিল আমি গুলি করিয়া রেন্টুর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিব। অন্যজন কহিল, আমি রেন্টুর বক্ষ ঝাঁঝরা করিয়া দিব। পুরস্কার আমিই লইবো, আর কেহই পাইবে না।

রাত্রি সাড়ে এগারোটা। ১৯ জুন ২০০০ সাল। রজনী ঘোর অন্ধকার। স্কুটারে করিয়া রেন্টু, ময়না, স্বর্ণলতা ও বনলতা বাসার গেইটে নামিয়া দ্রুত গতিতে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বাড়ির দারোয়ান কাসেম কহিল "ভাই, দলে দলে যুবক আসিয়া আমাকে ধমকাইতেছে আর জিজ্ঞাসা করিতেছে, আপনি (রেন্টু) কখন বাসায় থাকেন, কখন বাসা হইতে বাহির হন ? কখন বাসায় ফিরিয়া আসেন ? ইত্যাদি। তাহারা কে ? জানিতে চাহিলে, আমার কান ধরিয়া তাহারা আমাকে চপটাঘাত করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কিছু না বলিয়া রেন্টু সোজা তিন তলায় আসিয়া মাতার পায়ে চুম্বন করিল, মাতা শয্যা হইতে উঠিয়া পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দোয়া করিলেন। রুমে যাইয়া রেন্টু ময়নাকে ঘরে বাতি জ্বালাইতে নিষেধ করিল। বাতি জ্বালাইলে বাহির হইতে লোকে বুঝিয়া ফেলিবে রেন্টু আসিয়াছে। ঘরে আলো জ্বালানো হইল না। চিকন ছোট একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া বাথরুমের দরজায় রাখিয়া তাহার যৎসামান্য আলোর সাহায্যে, সামান্য গোছ গাছের কাজ শেষ করিয়া তাহারা শুইয়া পড়িল। অনেকদিন ধরিয়া নিজ গৃহে নিজ পালং-এ ঘুমায় না। আজ এক্ষণে শুইয়া তৃপ্তি পাইতে লাগিল। রেন্টু ময়নাকে কহিল দেখিয়াছো মা আমাদিগকে দেখিয়াই কেমন সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আসলে মার অসুস্থতা আমরাই। আমাদের চিন্তায়ই মা অসুস্থ হইয়া পড়েন।

আগামীকাল সারাদিন বিশ্রাম লইব এবং রাত্রি গভীর হইলে তোমাদিগকে রাখিয়া আমি একা চলিয়া যাইব। তুমি বাড়ির সমস্ত গেইটগুলি সকল সময়ে তালা বন্ধ রাখিবে। ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। ইহা ঘুম নহে। ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলাইয়া রাখিয়া চোখ বন্ধ করিয়া রহিল। ঘুম বলিতে যাহা বুঝায় ইহা তাহা নয়। মাথার ভিতর নানা শঙ্কা, নানা দুশ্চিন্তা, নানা কথা, নানা প্রশ্ন বিড়বিড় করিতে লাগিল। মনের গভীরে হৃদয়ের তন্ত্রীতে কি যেন এক অশনি সংকেত বাজিতে লাগিল। বিপদ অত্যাসন্ন হইলে হৃদয় তন্ত্রীমাতে এ সংকেত সকলেরই বাজিতে থাকে। কেহ ইহা বুঝিতে পারে, কেহ বুঝিতে পারে না। রেন্টু এক্ষণে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে। তাহার মনন জগতে জানান দিয়াছে, প্রধানমন্ত্রীর নিয়োজিত খুনি ঘাতকেরা তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘিরিয়া

www.pathagar.com

ফেলিয়াছে। রাত্রি পোহাইল মসজিদে ফজরের আযান ধ্বনিত হইল? রেন্টু শয্যা ছাড়িয়া নামাজ আদায় করিয়া পুনরায় বিছানায় শুইয়া রহিল। সময় তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। তিনতলা হইতে কাজের মেয়ে সোমা আসিয়া ডাকিয়া বলিল "মামা আপনাকে একটি লোক ডাকিতেছে।"

"রেন্টু কহিল, আমি বাসায় আছি তুই বললি কেন? কে এই লোক? কোথা হইতে আসিয়াছে?

সোমা কহিল, জানিনা। রেন্টু সিড়ির কাছে আসিয়া দেখিল আগন্তক যুবকটি তাহার মাতাকে বলিতেছে "আমি ধানমন্ডির মধু।" ততক্ষণে রেন্টু আগন্তক যুবকের চেহারা দেখিয়া বলিল : ও তুমি! কি বিষয় ভাই? এতো ভোরেই তুমি আসিলে? মধুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য রাখিয়া গ্রিলের তালা খুলিয়া তাহাকে ভিতরে ঢুকাইয়া আবার গ্রিলে তালা লাগাইয়া দিল। মধুকে রেন্টু চেহারায় ও নামে চেনে। কোথায় থাকে তাহাও শুনিয়াছে। সে ছাত্রলীগের ছেলে।

মধু কহিল, ভাই আপনাকে তো পাওয়াই যায় না। সকাল ৭টায় আসিলে বলে নাই। ১০টায় আসিলে বলে নাই। দুপুরে আসিলে বলে নাই। বৈকালে আসিলে বলে নাই। রাতে আসিলে বলে নাই। তাই আজ নাস্তা না খাইয়াই এই সাজ সকালে আসিয়াছি। গত কয়েক দিন ধরিয়াই আমি আপনাকে খুঁজিতেছি।

রেন্টু কহিল হ্যাঁ, গত কয়েক দিন আমি বাসায় ছিলাম না। কিন্তু কিসের জন্য তুমি আমাকে খুঁজিতেছো?

মধু কহিল, না, তেমন কিছু না, বহু দিন হইল দেখা হয় না তাই। রেন্টু কহিল, দেখা হয় না তাই দেখিতে আসিয়াছো! আমার সঙ্গে কেউ দেখা করিতে আসিতে পারে তাহা তো আমি চিন্তাও করিতে পারি না মধু!

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের কি ইচ্ছা তাহা তিনিই ভাল জানেন। অতীতে অনেকেই রেন্টুর সহিত দেখা করিতে আসিত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হইয়া রেন্টুর কথা শুনিত। মধুর এক্ষণে আসাটা রেন্টু সহজ করিয়া না লইলেও কঠিন করিয়া লইল না।

মধু কহিল, শেখ হাসিনা আস্তা একটি বিশ্বাসঘাতক বেঈমান। আপনার সহিত বেঈমানী করিয়াছে। আমাকে ছাত্রলীগের সভাপতি করিবার ওয়াদা করিয়াও করিল না। বেঈমান নিমোখ হারাম। বেঈমানীই তাহার এক নাম্বার পেশা ও নেশা।

রেন্টু কহিল, তুমি আমার নিকট কেন আসিয়াছো ?

মধু : আমি তো এখন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করিয়াছি তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। স্ত্রী পরিবার লইয়া আর্থিক অনটনে রহিয়াছি। কষ্টে রহিয়াছি।

রেন্টু : আমার নিকট! আমি নিজেই এখন বেকার জীবন যাপন করিতেছি।

মধু : আপনার বড় দুলা ভাই এলাহীবক্স সিটি করপোরেশনের প্রধান ক্রয় কর্মকর্তা, তাহার নিকট একটি চিরকুট লিখিয়া দিলে আমি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া চলিতে পারিতাম।

www.pathagar.com

রেন্টু : শুধু চিরকুটই নহে একটি লম্বা চিঠিই লিখিয়া দিব। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমি যতদূর জানি সিটি কর্পোরেশনে কাজ করিতে হইলে মেয়র হানিফের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

মধু : মেয়র হানিফ! ইহা তো কোন বিষয়ই নহে। ইহা তো আমার ওয়ান টু ব্যাপার। মেয়রকে যাহা বলিব সে তাহাই করিবে।

রেন্টু বিস্ময়ের সাথে কহিল বলিতেছো কি? তবে ওহেতুক আমার নিকট আসিয়াছো কেন?

মধু : না, একটা চিরকুট লইয়া গেলাম এই যা। এখন আর আমি ছোট খাটো ব্যবসায়ী নহে। এই কয়েক দিন আগেই আমাকে দশ কোটি টাকার একটা সাপ্লাই আর সাড়ে এগারো কোটি টাকার কনস্ট্রাকশন কাজ দেওয়ার বিষয় চূড়ান্ত হইয়াছে। আমাকে যে কোন ধরনের কাজ দিতে মেয়র হানিফ বাধ্য। আমার কর্মেই মেয়র কাজ দিতে বাধ্য হইবে।

রেন্টুর মনে খটকা লাগিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, মধুর কথাগুলি কেমন খাপছাড়া ঠেকিতেছে! অসংলগ্ন, অসামঞ্জস্য লাগিতেছে। এই বলিতেছে অর্থের অভাবে আছি। কষ্টে আছি। আবার বলিতেছে কোটি কোটি টাকার কাজ চলিতেছে! মেয়র হানিফ তাহাকে কাজ দিতে বাধ্য! আবার রেন্টুর কাছে একটি চিরকুটের জন্য নাস্তা না খাইয়া এই সাজ সকালে আসিল! আসলে মধুর কোন কথাটা সঠিক তাহা রেন্টু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এমন সময় রেন্টুর মা কাজের মেয়ে সোমার হাতে মধুর নাস্তার জন্য পরোটা ডিমভাজি এবং চা পাঠাইলেন।

রেন্টু : মধু নাস্তা খাও।

মধু : না আমি নাস্তা খাইয়া আসিয়াছি।

রেন্টু : আরে এই নাস্তা তোমার জন্যই এই মাত্র আমার "মা" নিজ হাতে বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। তোমার ভাবী এখন ঘুমাইতেছে। তুমি বলিয়াছো নাস্তা না খাইয়া আসিয়াছ। তাই, আমার "মা" তোমার জন্য নাস্তা বানাইয়াছেন।

মধু : না, আমি নাস্তা খাইয়া আসিয়াছি।

রেন্টু : তুমি না আসিয়াই আমার "মা"র সম্মুখে বলিলে, "আজ নাস্তা না খাইয়া আসিয়াছি?"

মধু : তাই নাকি? আসলে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি।

রেন্টু : লও। নাস্তা খাইয়া লও।

মধু : না, আমি নাস্তা খাইব না।

রেন্টু : আরে আজ না হয় নাস্তা দুইবার খাইলে। খাও।

মধু : না, না, আমি খাইতে পারিব না।

www.pathagar.com

রেন্টু : একবার খাইয়াছো বলিয়া আর একবার নাস্তা খাওয়া যাইবে না? আমার "মা" নিজ হস্তে তোমারই জন্য নাস্তা বানাইয়াছেন; আর তুমি তাহা খাইবে না? আরে বোকা, মুরব্বীর কথা ভাবিয়াই না হয় খাও।

মধু : ঠিক আছে. ঠিক আছে, আমি চা পান করিব।

রেন্টু : ঠিক আছে। নাস্তা আমি একাই খাই।

কথার শব্দ পাইয়া পাশের ঘর হইতে রেন্টুর শিশু কন্যা বনলতা ঘুম হইতে উঠিয়া সোজা রেন্টুর কোলের ভিতরে আসিয়া বসিল।

রেন্টু : জান মধু! এইটা আমার ছোট কন্যা, আমি দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের নিকট ইহাকে চাহিয়া আনিয়াছি।

প্রধানমন্ত্রী যখন আমাকে আর তোমার ভাবীকে সরকারি ভাবে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করিলেন, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি আমরা আর শেখ হাসিনার নিকট ফিরিয়া যাইব না। আমরা তাহার গোপন কথা পুস্তক আকারে ফাঁস করিয়া দিব। তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিব। এ লড়াইয়ে আমার একটি কন্যা সন্তান যথেষ্ট নহে। তখন দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নিকট আমরা আর একটি সন্তান প্রার্থনা করিলাম। দয়াময় দয়া করিয়া আমাদেরকে এই সন্তান দান করিলেন।

মধু ঃ আর বলিবেন না। শেখ হাসিনা একটি প্রতারক ছাড়া আর কিছুই নহে। ছাত্রলীগের সভাপতি করিবে বলিয়া আমাকে দিয়া কত কাজ করাইয়াছে। কত অস্ত্র দিয়া কত জায়গায় সন্ত্রাস করাইয়াছে। অথচ আমাকে ছাত্রলীগের সভাপতি করিল না। কথা দিয়া কথা রাখিল না।

রেন্টু : জান মধু, এইসব কাহিনী প্রকাশ করিয়া আমি একটি বই লিখিয়াছি।

মধু : তাই নাকি, কই দেখি, বইটা দেখি।

রেন্টু : বইটা এই মুহূর্তে বাসায় নাই। ঐ গ্রন্থে আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনেক গোপন কাহিনী ফাঁস করিয়া দিয়াছি। আমি শুনিয়াছি, জানিয়াছি এবং দেখিতেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন! **আল্লাহ্ পাক বাঁচাইয়া রাখিলে তো আর হত্যা করিতে পারিবেন না।**

মধু : ভাই, আমাকে একটা বই দিন। আপনার কথা শুনিয়া আমার দারুণ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাকে একটা বই দিন।

রেন্টু : সত্যিই আমার নিকট এখন বই নাই। থাকিলে আমি তোমাকে অবশ্যই দিতাম। মধু, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ?

মধু : করিয়াছি।

রেন্টু : বাচ্চা হইয়াছে?

মধু : এক মেয়ে।

রেন্টু : আমার দুই মেয়ে। তোমার এক মেয়ে। মেয়েই ভাল। মেয়ে না

www.pathagar.com

হইলে বাবার আদর বোঝা যায় না। স্বাদও বোঝা যায় না। এই যে দেখনা ঘুম হইতে উঠিয়া মায়ের খোঁজ নাই, সোজা বাবার কাছে আসিয়া হাজির।

মধু : আমি একটু বাথরুমে যাইব।

রেন্টু : চল, ঐ যে সোজা বাথরুম। মধু বাথরুমে গেল। মধুকে প্রথম হইতেই কেমন অস্থির চঞ্চল মনে হইতেছে। মধু কথা বলিতেছে ঠিকই, কিন্তু তাহাকে স্বাভাবিক সুস্থ্য মনে হইতেছে না। কি একটা অস্থিরতা, একটা অস্বাভাবিকতা তাহার ভিতরে বিরাজ করিতেছে। এতো কথার মাঝেও মনে হইতেছে, মধু তাহার ভিতরে কিছু একটা লুকাইয়া রাখিয়াছে। যাহা সে বলিতেছে না।

বাথরুমে হইতে মধু বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু মধুর প্যান্টের চেইন খোলা। মধু সোফার উপর বসিল। প্যান্টের খোলা চেইন হা করিয়া রহিল। খোলা চেইন-এর ফাঁক দিয়া তাহার জাঙ্গিয়া দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই দিকে তাহার কোন খেয়াল নাই।

মধু : আপনি বাইরে যাইবেন কখন? কোথায় যাইবেন? কখন ফিরিবেন?

রেন্টু : না, আজ আমি বাইরে যাইবো না।

মধু : সারা দিন ঘরেই থাকিবেন?

রেন্টু : তোমার প্যান্টের চেইনটা লাগাইয়া লও।

মধু : থমমত খাইয়া "ও"।

রেন্টু : আমি আজ বাহিরে যাইবো না। কেন! তুমি কি কোথায়ও যাইতে চাহিতেছো?

মধু : না, এমনিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম।

রেন্টু : আচ্ছা মধু, প্রধানমন্ত্রী আমাকে জেলে না লইয়া সত্যিই মারিয়া ফেলিবেন?

মধু : না, না, শেখ হাসিনা হত্যা করিবার লোক পাইবে কোথায় ? কে শেখ হাসিনার কথা শুনিবে? শেখ হাসিনা বলিল হত্যা করিয়া ফেলো, আর এমনি একজন আসিয়া হত্যা করিয়া ফেলিবে, ইহা হইতেই পারে না। কে শেখ হাসিনার কথায় মানুষ খুন করিবে? আমাকে কহিলে আমিই তো শুনিব না। ইহা হইতেই পারে না। প্রধানমন্ত্রী চাহিলেও কেউ-ই আপনাকে খুন করিতে আসিবে না। যে আপনাকে খুন করিবে তাহার লাভ কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। এমন কিছু করিতে চাহিলেও, করিতে পারিবে না। আপনি কি বাহিরে যাইবেন না?

রেন্টু : না, আমি বাহিরে যাইব না। তবে শুধু বাসার বিপরীত দিকের সিমেন্টের দোকানে ফোন করিতে যাইব।

মধু : আপনার বাসার ফোন কি হইল?

www.pathagar.com

রেন্টু : আমার বাসার ফোন-এ শেখ হাসিনার সরকার টেপ রেকর্ডার ফিট করিয়াছে। তাই, বাসা হইতে ফোন করা ঠিক হইবে না।

মধু : ও, ফোন করিতে যাওয়া ছাড়া আজ আর বাইরে যাইবেন না?

রেন্টু : না, আজ আর আমি বাইরে কোথায়ও যাইবো না। আচ্ছা মধু, যদি বড় ধরনের লোভ বা টোপ প্রধানমন্ত্রী দেন, তাহা হইলে তো কেউ না কেউ আমাকে হত্যা করিতে রাজি হইতেও পারে।

মধু : আরে না। কাহারও মাথা খারাপ হয় নাই।

রেন্টু একখানি চিঠি লিখিয়া মধুকে দিল। মধু চিঠিটা নিয়া চলিয়া গেল। এমন তাচ্ছিল্যতার সহিত সে চিঠিখানি লইল যে, তাহাতে বুঝিতে অসুবিধা হইল না যে, এই চিঠিখানির কোনই মূল্য নাই, গুরুত্ব নাই।

গত দশদিন পলাতক থাকিবার সময় রেন্টুর কাপড়-চোপড় সবই ময়লা হইয়া গিয়াছে। এইসব জামা কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া সঙ্গে লইয়া রাতের আধারে আবার পালাইয়া যাইবে। এই চিন্তা হইতেই কাপড় ধুইবার জন্য রেন্টু ছাদে উঠিল। সে ছোট বেলা হইতে নিজের কাপড় নিজেই ধুইয়া থাকে। কাপড় ধুইবার জন্য ছাদে একটা বিশেষ ব্যবস্থাও রহিয়াছে। রেন্টুদের বাসার ভৌগোলিক অবস্থান হইল, বি, কে, দাস রোড, ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ যাইবার এক সময়ের মেইন রোড। এই বি, কে, দাস রোডের উত্তর পাশের ৬২নং বাড়িটি রেন্টুদের। রাস্তার দক্ষিণে মহল্লার অন্যাদের বাসা। দক্ষিণের এই সকল বাসার (দক্ষিণে) পিছনেই ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বুড়ীগঙ্গা নদী। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষিয়াই রেন্টুদের মহল্লা। বি, কে, দাস রোড হইতে বুড়ীগঙ্গা নদী দেখা যায় না, বুঝাও যায় না যে, ইহা নদীর কুল। রেন্টুর মনটা ভীষণ উতলা, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। চারিদিক হইতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে খুনি ঘাতকেরা রেন্টুকে হত্যা করিবার জন্য ঘিরিয়া ধরিয়াছে। ছাদে উঠিয়া রাস্তার দিকে যাইতেই সে দেখিল দুইটি যুবক তাহাদের বাসার উল্টো দিকে দাঁড়াইয়া বাসার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিয়াছে। রেন্টু যুবক দুইটির চক্ষু এড়াইতে পারিল না। তাহারা তাহাকে দেখিয়া ফেলিল। তিনটি মটর সাইকেলে করিয়া সাত জন আরোহী রেন্টুদের বাসার সম্মুখে থামিল। প্রথম মটর সাইকেলে তিনজন, ২য় মটর সাইকেলে দুই জন, ৩য় মটর সাইকেলে দুই জন, মোট সাতজন আসিল। দণ্ডায়মান যুবক দুইটি রাস্তার অপর পার হইতে মটর সাইকেলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে মিলিয়া কিছু একটা পরামর্শ করিতে লাগিল। এক্ষণেই বাসার ভিতরে ঢুকিয়া সবাইকে মার ধর করিয়া, সকলের সম্মুখে গুলি করিয়া রেন্টুকে হত্যা করিবে, না অপেক্ষা করিবে, বাহিরে আসিলে তারপর হত্যা করিবে, তাহারা কি এই পরামর্শই করিল কিনা, তাহা জগৎ শ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহ তালা আর উহারা ভিন্ন কেহ-ই জানিল না। রেন্টু চক্ষু অন্যদিকে

www.pathagar.com

ঘুরাইয়া পুনরায় ঐ স্থানে ফিরাইলে দেখিল উক্ত স্থানে কেহ-ই নাই। সকলেই উধাও। তাহারা গেল কোথায়? এইদিক ওইদিক তাকাইল। না, কোথায়ও তাহাদের ছায়াও দেখা গেল না।

মনের গভীরে আরো তোলপাড় শুরু হইল। রেন্টু প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কাপড় ধুইল, গোসল করিল। তারপর চারতলায় জোহরের নামাজ পরিয়া তিন তলায় মায়ের কাছে বসিয়া দুপুরের খাবার খাইয়া "মা"কে বলিল "মা" আমি ভুলুদের দোকান হইতে একটি জরুরি ফোন করিয়া আসিতেছি।

সূর্যদেব পূর্ব দিগন্ত হইতে দক্ষিণ কোন ঘুরিয়া পশ্চিম দিগন্তে হেলিতেছে। রেন্টু নীচে নামিয়া গেইটের ভিতরে থাকিয়াই কেবল মাথা বাহির করিয়া প্রথমে পশ্চিমে তারপর পূর্বে শেষে দক্ষিণে খুব ভাল করিয়া দেখিয়া, বাহিরে আসিয়া পুনরায় দেখিল। না কাহাকেও দেখা গেল না। তবে কি ইহা মনের ভুল! হইতেই পারে। খুব ভাল করিয়া দেখা সত্ত্বেও কোন খুনিই চক্ষে পড়িল না। রেন্টু রাস্তা পার হইয়া ৯নং বি, কে, দাস রোড মিনা ট্রেডার্স ভুলুদের সিমেন্টের দোকানে প্রবেশ করিল।

কবি আব্দুল হাই সিকদারের সহিত রেন্টুর কথা হইয়াছিল, তিনি একটি দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। রেন্টু ভাবিতেছে, তাহার আর সময় নাই। যতদ্রুত সম্ভব "আমার ফাঁসি চাই" বইটির বিষয়বস্তু মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়, ততই দেশ ও জাতির কল্যাণ। তাহার জীবন নির্বাপিত হইতে আর বেশি সময় বাকি নাই। টেলিফোন উঠাইয়া ডায়াল করিলে অপর প্রান্ত হইতে আব্দুল হাই সিকদার ধরিতেই রেন্টু আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়াই কহিল ছোটবেলায় "বেঙলী টু ইংলিশে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রুগি মারা গিয়াছিল। এক্ষণে দেখিতেছি "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থ পত্রিকায় ছাপাইবার আগেই লেখক নিহত হইবে। অথচ আপনি "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি কোন পত্রিকায় এখনও ছাপাইতে পারিলেন না। এদিকে আমি যে কোন মুহূর্তে খুন হইয়া যাইব। খুনিরা আমার চর্তুপার্শ্ব ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাড়াতাড়ি ছাপাইবার ব্যবস্থা করুন। অন্তত খুন হইবার আগে পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে দেখিয়া মরি। কবি আবদুল হাই সিকদার তাঁর স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় হাঁসিয়া কহিলেন, না, না, মরিবেন কেন? আমি তাহার আগেই পত্রিকায় আপনার বই ছাপাইব। রেন্টু কহিল, তাহা দেখিয়া যাওয়া আমার ভাগ্যে রহিয়াছে কিনা, তাহা আল্লাহ পাকই বলিতে পারেন। সে দোকানের দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া রাস্তার দিকে পিঠ দিয়া ফোনে কথা বলিতেছিল। কবি আবদুল হাই সিকদার কি বলিলেন, বা কিছুই বলিলেন না, কিংবা ফোন রাখিয়া দিলেন। ইহা বুঝিবার, কোনই সুযোগ রহিল না। অবকাশ থাকিল না। ঠাস! ঠাস!! গুলির শব্দ হইল।

www.pathagar.com

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাক তাঁহার বান্দাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিলে কেহ-ই সেই বান্দাকে হত্যা করিতে পারে না। দয়াময় আল্লাহ তালা তার বান্দার বাঁচিবার পথ খোলা রাখেন, উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখেন। আক্রান্ত বান্দাকে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত দিয়া থাকেন। মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাক রেন্টুর ভিতরে এই চিন্তা ও বোধ জন্ম দিলেন, ইহারা খুনি। তোমাকে খুন করিতে আসিয়াছে। বাঁচিতে চাহিলে ইহাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করিয়া ইহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া, ঐ অস্ত্র দ্বারা উহাদের হত্যা করিয়া বাঁচিতে হইবে!

রাস্তার অপর পার হইতে তিনজন ভাড়াটিয়া খুনি রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে তিনটি পিস্তল হইতে ঠাস! ঠাস!! শব্দে সম্মিলিত ভাবে উপর্যোপরি গুলিবর্ষণ করিতে করিতে যে ঘরে বসিয়া রেন্টু টেলিফোনে কথা বলিতেছে, সেই ঘরের দিকে তুফান বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রথম গুলির ঠাস! শব্দেই রেন্টু চকিত রাস্তার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল ঘাতক খুনির দল পাশ্চাৎ দিক হইতে, গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথমে রেন্টু একটুখানি চিন্তা করিল-ইহারা কি সাদা পোশাকধারী পুলিশের লোক? পরক্ষণেই বুঝিল, না,না, আক্রমনকারীরা পুলিশের লোক নয়। হত্যাকারী খুনির দল। খুনিদের এলোপাথারী গুলি বর্ষণ দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, প্রধানমন্ত্রীর লেলাইয়া দেওয়া ঘাতক খুনিদের কবল হইতে আজ আর রক্ষা নাই। দয়াময় পরমদয়ালু আল্লাহ পাক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাপুরুষের ন্যায় কাকুতি মিনতি করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিয়া, মরিবার চাইতে, বীরের ন্যায় বক্ষ বিস্তার করিয়া শেষ লড়াই করিয়া মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করিল।

বিরামহীনভাবে গুলি চালাইতে চালাইতে প্রথমোক্ত খুনি প্রথমেই ঘরে প্রবেশ করিল, যেই প্রবেশ অমনি রেন্টু ডাকাত ডাকাত বলিয়া চিৎকার তুলিয়া, খালি হাতেই পাল্টা আক্রমন করিয়া বসিল। খুনিদের প্রথম জনের উপর বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার নাইন, এম এম পিস্তলটি নিজ নিয়ন্ত্রনে লইবার লড়াই শুরু

www.pathagar.com

করিল। উদ্দেশ্য প্রথম খুনির পিস্তল কাড়িয়া লইয়া তাহা দ্বারা সকল খুনিকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করা।

সরকার প্রধান স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রেন্টুকে হত্যার সকল আয়োজন সু-সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহার পরও কি বাঁচিয়া যাওয়া সম্ভব? তবুও যতক্ষণ বাঁচিতে হইবে, লড়াই করিয়াই বাঁচিতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন পন্থা নাই। ধস্তাধস্তি! মল্ল যুদ্ধ প্রাণপণ লড়াই। বাঁচিবার লড়াই। যথাসাধ্য লড়াই। এ লড়াইয়ে হয় রেন্টুর প্রাণবধ হইবে। না হয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়োজিত খুনিদের প্রাণবধ হইবে। প্রাণ বাঁচাইতে উভয়েই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করিতেছে। কেহ কাহারে নাহি ছাড়ে সমানে সমানে লড়াই করিতেছে।

রেন্টু লড়িতেছে প্রাণ বাঁচাইবার শক্তিতে। আর ঘাতক লড়িতেছে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি শক্তিতে এবং পুরস্কৃত হইবার আশায়। এই দৃশ্য অনেকেই দেখেন নাই। যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাও তারপর কি ঘটিয়াছে, কি হইয়াছে তাহা কিছুই দেখেন নাই। উপস্থিত সকলে কাহার আগে কে প্রাণ লইয়া ছুটিয়া পালাইবেন, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সকলেই পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া প্রাণ ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রেন্টু মৃত্যুমুখে দণ্ডায়মান হইয়া আজরাইল সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়া জীবন বাঁচাইবার লড়াই করিতেছে।

প্রথমেই দক্ষিণ হস্তে পিস্তল চাপিয়া ধরিয়া, বাম হস্তে খুনির মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড বজ্রমুষ্টি ঘাত করিল। কিন্তু না, খুনি ইহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও টলিল না। ইহার পর দক্ষিণ পা দ্বারা খুনির বুক বরাবরে সজোরে লাথি হাকিল। ইহাতে খুনি সামান্য বিচলিত হইল। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রশিক্ষণের কথা রেন্টুর স্মরণ হইলো। আদতেই কোন শিক্ষাই বিফলে যায় না। শিক্ষা থাকিলে কোন না কোন মুহূর্তে সে শিক্ষা কাজে লাগিয়া যায়। এক্ষণে সেই শিক্ষার কথা স্মরণ হইতেই রেন্টু দক্ষিণ পা দ্বারা সজোরে প্রচণ্ড বেগে ঘাতক খুনির বাম হাটুতে আঘাত করিল। খুনি পরাভব মানিল। রেন্টু ঘাতকের পিস্তলটি নিজ নিয়ন্ত্রনে কাড়িয়া লইল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই পিস্তল খানি বাম পাশে ভূতলে পড়িয়া গেল। আক্রমণকারী খুনিও দক্ষিণ পাশে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। পিছনের অন্য আততায়ী সকলে ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গুলি চালনা বন্ধ করিয়া হত বিহ্বল দাঁড়াইয়া রহিল। পালটা আক্রমণের আকস্মিকতায় অপ্রস্তুত, হতবাগ, ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া খুনিরা খানিক পিছু হটিল।

www.pathagar.com

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, তাঁহার কার্যও মহৎ । কিভাবে কোন সময়ে কাহার প্রতি তিনি কি ব্যবস্থা করেন, আদেশ করেন, তাহা তিনিই জানেন। দয়াময় পরমদয়ালু আল্লাহ পাক এইক্ষণে রেন্টুকে অতিদ্রুত পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। আল্লাহ কর্তৃক আদ্দিষ্ট হইয়া রেন্টু শত্রুদিগকে নিধনের পুনরায় কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া, মাটিতে পড়িয়া থাকা নাইন এম এম পিস্তলটি নিজ নিয়ন্ত্রনে লইবার চেষ্টা না করিয়া, পালাইয়া জীবন বাঁচাইতে অগ্রসর হইলো।

শত্রু অপ্রস্তুত এক্ষণেই পলায়ন শ্রেয়! ভূতলে ধরাশায়ী শত্রুর দেহের উপর দিয়া এক লম্ফে রেন্টু ঘরের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। রাস্তার বিপরীত পাশেই পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরেই নিজ গৃহ। নিজ গৃহে যাওয়া সমীচীন কিনা ভাবিতে না ভাবিতেই একদল পোষাকধারী পুলিশ নয়ন গোচর হইল। রেন্টুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদেশেই ঘাতক খুনির দল বিপুল ও বিস্তর পরিমাণ শক্তি লইয়া তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে। নিজ গৃহে লুকাইলে ঘাতকদল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতা, স্ত্রী, কন্যাদের সম্মুখেই তাহাকে হত্যা করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যে ঘরে (৯ নং বি, কে দাস রোড, ঢাকা ১১০০) গুলি করা হইয়াছে, রেন্টু সেই বাড়ির ভিতর দিকে ঢুকিয়া পড়িল, তাহাকে দেখিতে দেখিতে আর দেখা গেল না। সে শত্রু চক্ষুর অগোচর হইল। আর কোন সন্ধান নাই। সংবাদ নাই।

প্রাণ বাঁচাইতেই প্রাণ লইয়া পালাইতে হইতেছে। এই সময়ে অন্য কারো কথা, অন্য কোন চিন্তা মনে উদয় হওয়ার কথা নহে। শুধু প্রাণ বাঁচাইবার নানা কৌশল, নানা কথাই মনে মনে উদ্ভাবন করিতেছে।

ঘাতক খুনিদের দ্বিতীয় দল, যাহাদের উপর রেন্টুর লাশ লইয়া গুম করার দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহারা দুইখানি মাইক্রোবাস, একখানি পিকাপ ভ্যান লইয়া লাশ লইবার জন্য ঘটনা স্থলে হাজির হইল। পূর্ব হইতেই পোষাকধারি পুলিশ ও এস, বি-এন, এস, আই-এর লোকেরা ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার এই সকল সদস্যগণ এইখানে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিবে, রেন্টুকে এইখানে হত্যা করা হইবে, ইহা জানিতে পারিয়াই এইখানে হাজির থাকিয়াছে। না, হত্যাকাণ্ড রহিত করিতে ইহারা এইখানে হাজির হয় নাই। আক্রান্ত ব্যাক্তির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য হাজির হয় নাই। আবার হত্যাকারীদের প্রতিহত কিম্বা গ্রেপ্তার করিতেও

www.pathagar.com

তাহারা এইখানে হাজির হয় নাই। তাহারা সকলেই আসিয়াছে হত্যাকাণ্ড যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, হত্যাকারীগণ হত্যাকাণ্ডের পর যাহাতে স্বাচ্ছন্দে, নিশ্চিন্তে, নিরাপদে ঘটনাস্থল হইতে চলিয়া যাইতে পারে এবং খুনিরা যাহাতে নিহতের লাশ লইয়া গুম করিতে পারে। সর্বোপরি খুনের কোন আলামত বা চিহ্ন যাহাতে না থাকিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে, সেই আয়োজন করিতে।

সম্মিলিত সকলেই লাশ খুঁজিতেছে। কিন্তু লাশ চক্ষুর গোচর হইতেছে না। ৯ নং বি, কে, দাস রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ১১০০, মিনা ট্রেডার্স এর ম্যানেজার শহিদুলকে ঘাতকেরা সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া ধরিল। তাহাদের চক্ষুদ্বয় হইতে ঘোর রক্তবর্ণের তেজ সহস্র শিখায় বহির্গত হইতেছে। তাহাদের সম্মিলিত মুখে লাশ কৈ? লাশ কৈ? রব হইতেছে। ভয়ে শহিদুল–এর আত্মা খাচা হইতে বাহির হইবার উপক্রম হইল। সে বলিল, আমি বলিতে পারিবনা। সঙ্গে সঙ্গে খুনির দল কেহ শহিদুল এর মাথায় অস্ত্র ঠেকাইল। কেহ বুকে ঠেকাইল, কেহ পিঠে, কেহ বা ঠেকাইল পেটে। বেচারা শহিদুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আমি জানি না। আমি দেখি নাই। আমি পালাইয়া গিয়াছিলাম। আমাকে মারিবেন না। আমার জীবন ভিক্ষা চাই। বলিতে বলিতে শহিদুল জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

তাহারা দোকানের পর দোকান, ঘরের পর ঘর, শেষে বাড়ি ঘরের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কি আশ্চার্য, কোথায়ও লাশ দেখিতে পাইল না। কক্ষে কক্ষে সন্ধান করিয়াও লাশের দেখা পাইল না।

সকলেই দেখিতেছে, ঘটনাস্থল রক্তে প্লাবিত। অথচ লাশের সন্ধান মিলিতেছে না! খুনিরা ভাবিল নিশ্চয়ই কোন গুপ্তস্থানে লাশ লুকাইয়া রাখিয়াছে। কোথায় সে গুপ্তস্থান ? তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও সেই গুপ্তস্থান সন্ধান করিতে পারিল না।

পুলিশ, ও এস, বি, এন, এস. আই এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত ভাড়াটিয়া খুনির দল সকলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, গত দশদিন ধরিয়া আমরা সকল ওলি-গলি রাজপথসহ গোটা এলাকা নিচ্ছিদ্ররুপে ঘিরিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সম্মুখ দিয়া আমাদের চক্ষুদ্বয়কে ফাঁকি দিয়া, মনুষ্য প্রাণী তো দূরে থাকুক কাক–পক্ষি, কিট–পতঙ্গও পর্যন্ত বাহির হইয়া যাইতে পারিবে না। রেন্টুর পালাইয়া যাওয়ার কোনরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ভূমিতে উষ্ণ রক্তধারা গড়াইতেছে। হয় মরিয়া লাশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে, না হয় মুমূর্ষু হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া থাকিবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকারে। কি আশ্চর্য কাণ্ড! নাসিম, নজিব, মোক্তাদির, বজলু ও দাসদের চিন্তার অন্ত নাই।

শেষ ঘটনায় মহান সৃষ্টিকর্তা যে কোন দৃশ্য দেখাইয়া এ অভিনয়ের যবনিকা শেষ করিবেন তাহা তিনিই জানেন।

রাত্রি আট ঘটিকায় নজিব ও রাম মোহন দাস (ভারতীয় গুপ্তচর) প্রধানমন্ত্রীকে জানাইল, রেন্টু খুন হয় নাই। ধরা পড়িয়া বন্দিও হয় নাই। কি কৌশলে অতিদ্রুত ক্ষিপ্ত পদে সকলের চক্ষু ফাঁকি দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, ইহা কেহই বুঝিতেও পারিল না। বলিতেও পারিল না। সে এ পর্যন্ত জীবিত আছে। এই ঢাকা শহরেই আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়াছে। আমরা সমস্ত সড়ক পথে, নৌপথে ও বিমান বন্দরে এবং বাস টার্মিনালসমূহে আমাদের লোক বসাইয়া রাখিয়াছি। সে নগরের বাহিরে যাইতে পারে নাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতিব্যস্তভাবে বলিতে লাগিলেন, সে কি কথা! রেন্টু জীবিত! ভারতীয় গুপ্তচর রাম মোহন দাসকে* প্রধানমন্ত্রী কহিলেন, ওহে? একি ভয়ানক কথা! মৃত লাশের চাইতে গুলিতে আহত রেন্টু যে আমার জন্য অত্যাধিক মারাত্মক তাহা কি তোমরা জান না? জীবিত তো জীবিতই, আবার আহত অবস্থায় সাংবাদিক সম্মেলন! যাও। যাও। এই মূহুর্তে যাও। এখনই সমস্ত শহর ঘেরাও কর। সরকারী-বেসরকারী সমস্ত হাসপাতাল, প্রাইভেট ক্লিনিক, সকল ডাক্তার খানা, নগরের প্রতি রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ, প্রকাশ্য স্থান, নগরের প্রতিটি মহল্লা, প্রতিঘর ঘেরাও করিয়া রাখ। দলের সমস্ত সশস্ত্র ক্যাডারদের নিকট ঘোষণা করিয়া দাও, যে রেন্টুকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়া দিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ সে নগদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে উচ্চ মর্যাদার চাকুরি পাইবে। অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা তো পাইবেই। যে যাহা চাইবে, তাহাই পাইবে। আর যে ব্যক্তি রেন্টুকে আশ্রয় দিয়া গোপন রাখিবে, প্রকাশ মাত্রই কোন আচার-বিচার ছাড়াই তাহাকে হত্যা করা হইবে। কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হইবে না। হত্যাই তাহার একমাত্র শাস্তি হইবে। গুলিবিদ্ধ হইয়াই তাহাকে মরিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো কহিলেন, যে সকল পত্র-পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিক যাহারা আমাদের মাসোহারা লয়। যে করিয়াই হউক রেন্টুর এই সাংবাদিক সম্মেলন তাহাদের গোপন করিতেই হইবে। অন্যান্য সাংবাদিকদের নগদ অর্থ প্রদান কর, যেন সাংবাদিক সম্মেলনে রেন্টুর বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়।

---

* 'মানু মজুমদার' এই ছদ্মনামে সে পরিচিত

www.pathagar.com

দৈনিক
মানবজমিন
সময়ের সাহসী সংবাদপত্র

রেন্টুর পায়ে গুলি লেগেছে

স্টাফ রিপোর্টার : 'আমার ফাঁসি চাই' বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টুর ওপর হামলা হয়েছে। তাকে উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টাও হয়েছিলো। রেন্টুর স্ত্রী ময়না বলেছেন, আমি এখনো জানি না রেন্টু কোথায়। গতকাল বিকেল ৩টায় [illegible] বিকে দাস রোডের বাসভবন থেকে বের হয়ে রেন্টু পাশের একটি দোকানে টেলিফোন করতে গিয়েছিলেন। এমন সময় তিনটি মোটর সাইকেলযোগে ৬/৭ জন যুবক রেন্টুর ওপর হামলা চালায়। রেন্টুর পায়ে গুলি লেগেছে বলে তার স্ত্রী জানিয়েছেন। বিস্তারিত কিছু জানতে পারেননি। মুক্তিযোদ্ধা রেন্টু কিছুদিন আগে সরকারিভাবে সস্ত্রীক অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিলো। কিন্তু রেন্টুর বাসায় যায়নি। রেন্টুর স্ত্রী আরো জানিয়েছেন, কয়েকদিন যাবৎ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এসে নানাভাবে হয়রানির চেষ্টা করেছে।

Extra 4-page Special SPORTS and CULTURE every day
The Daily Star

Author claims he was shot for his book

By Staff Correspondent

Mothur Rahman Rentu, author of a controversial book, "Amar Phashi Chai" (I want my hanging), was shot in his leg by unidentified gunmen at BK Das Road in Sutrapur area in the city yesterday.

An armed gang attacked Rentu while he was passing through the area. Four bullets struck his left leg, Rentu told newsmen at DRU office in the evening.

Rentu, a freedom fighter who worked very closely within the inner circle of Awami League from 1981 to 1997, had made some critical observations in his book about the working of ruling party including its leaders.

Son of late Bari of Mokshedpur thana of Gopalganj, Rentu is one of the six who were barred from entering the Prime Minister's office or attend any function of the PM in 1997 as an "undesirable element".

He accused ruling party supporters of attacking him for writing the book published earlier this month. He also appealed to the people to save him from the armed attackers.

Sutrapur police said they were informed about a shootout at BK Road. But police could not confirm who was shot and who were the attackers. "We are investing the incident," a thana official said at 9 pm.

www.pathagar.com

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB নগর সংস্করণ
১৫তম বর্ষ ।। ১৭তম সংখ্যা ।। ঢাকা ।। বুধবার ৭ আষাঢ় ১৪০৭ ।। ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী ।। 21 JUNE 2000

'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক গুলীবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক মতিউর রহমান রেন্টু (৪৬) গতকাল (মঙ্গলবার) বিকেলে রাজধানীর সূত্রাপুর থানার বি কে দাস রোড এলাকায় গুলীবিদ্ধ হয়েছেন। মতিউর রহমান জানান, "ঐ গ্রন্থটি লেখার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা তাকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে গুলী করে।" তিনি জানান, ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় ৯ নম্বর বি কে দাস রোডে। ঐ সময় তিনি ৯ নম্বর বি কে দাস রোডের একটি ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে বসে ফোন করছিলেন। এসময় তিন যুবক দোকানে ঢুকে পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলী করে। একটি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আর বাকী চার রাউন্ড গুলী তার বাম পায়ে বিদ্ধ হয়। এসময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসলে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেলে তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, " '৭১-এ দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ করেছি। আজ জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আপনাদের সাথে এই কথা বলছি। একটু পরে বাঁচবো কিনা জানি না। এখন আমি যদি মারা যাই তবে আপনারা মনে রাখবেন আমার মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই দায়ী থাকবেন।" তিনি বলেন, " '৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ছয় ব্যক্তিকে 'অবাঞ্ছিত' করা হয়। ঐ ছয় ব্যক্তির মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাকে কেন অবাঞ্ছিত করা হয়েছে আমি জানি না।" এই ঘটনার পর থেকেই আওয়ামী লীগের [illegible] মিথ্যা কাহিনী নিয়ে তিনি

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ 'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক মতিউর রহমান রেন্টুর গুলীবিদ্ধ পা। ইনসেটে মতিউর রহমানের ছবি

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর আদেশ মতো তখনই সকল ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হইল। ঘোষণা প্রচারিত হইল। অর্থলোভে অনেক সাংবাদিক, অনেক সংবাদপত্র, রেন্টুর সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিল না। কোন কোন পত্রিকা আবার ভিতরের পাতায় ক্ষুদ্রাকারে ভগ্নাংশ প্রকাশ করিল। এমনভাবে প্রকাশ করিল যে, সংবাদের আগা মাথা কিছুই বুঝা গেল না।

কত সন্ত্রাসী অর্থলোভে রেন্টুর অন্বেষণে ছুটিল। তাহারা নানা স্থানে, নানা জায়গায়, চারিদিকে সন্ধান করিয়া ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যদিও এই মুহূর্তে কাহারো মুখোচ্ছবি চোখের আয়নায় ভাসিয়া উঠিবার কথা নয়। তথাপিও একটি ছবি। একটি মুখশ্রী বার বার রেন্টুর চক্ষের পর্দায় উদিত হইতে লাগিল এবং আপন মস্তিষ্কও বার বার তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। কোন মুখোশ্রী চিনিবার ইহা সময় নয়, কিন্তু মস্তিষ্ক তাহা চিনাইয়াই ছাড়িবে। মস্তিষ্কের উপর্যোপরি পিড়া পিড়িতে হঠাৎ রেন্টু খেয়াল করিল। ঐ মুখখানী তাহাকে খুন করিতে আসা প্রথম খুনির! যাহাকে মারিয়া ভুতলে ফেলিয়া পিস্তল কাড়িয়া লইয়াছিল। এই মুখোচ্ছবিখানি সেই খুনির। যাহার নাম মধু। যে মধু ভোর বেলায় আসিয়া রেন্টুর সঙ্গে অনেক কথা কহিয়া গিয়াছিল। প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার পাইবার লোভে মধু নিজেই দলবল লইয়া রেন্টুকে হত্যা করিবার চেষ্টা চালাইয়াছিল। মধু কি বুঝিল না রেন্টু তাহাকে চিনিয়া ফেলিবে? কেন বুঝিবেনা? নিশ্চয় বুঝিয়াছিল। তখন সে নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল, রেন্টুকে তো মারিয়াই ফেলিব। সে তো নিহত হইবেই। সুতরাং মৃত লোক চিনিলেই কি? আর না চিনিলেই কি?

রেন্টুর নিজ গৃহে যাইতে এক মিনিটও সময় লাগিত না। তথাপিও সে নিজ গৃহে প্রবেশ না করিয়া, পোষাক পরিহিত পুলিশ দেখিয়া ৯নং বি. কে. দাস রোড-এর বাড়িতেই ঢুকিয়া পড়িল। এ বাড়িতে ঢুকিবার সময় উদ্দেশ্য ছিল এই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় এই পরিবারের আশ্রয় লইয়া থাকিবে। কিন্তু পুলিশ দেখিয়া রেন্টু পরিষ্কার বুঝিতে পারিল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহার এবং সরকারের এই দুইয়ের সমস্ত শক্তি লইয়া রেন্টুকে হত্যা করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় তলায় এই পরিবারে আশ্রয় লইলে, সে আটকা পড়িয়া যাইবে এবং বাঁচিয়া যাইবার অনুমাত্র সুযোগ থাকিবে না। এইখানে সে মোটেও নিরাপদ নয়। সরকারি পুলিশের প্রত্যক্ষ মদদ লইয়া খুনিরা তাহাকে খুন করিতে আসিয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় তলায় না যাইয়া বাড়ির পিছনে, দক্ষিণ দিকের বুড়িগঙ্গা নদীর ধারের গেইট খুলিয়া বাহির হইয়া যাইয়া, আবার বাহির হইতে গেইট লাগাইয়া দিয়া, পাশেই ছোট একটি কাঠের ফার্নিশার্স-এর কারখানার টেবিলের তলায় লুকাইল। টেবিলের তলা হইতে

www.pathagar.com

রেন্টু বাহিরের সব কিছুই দেখিতে পাইতেছে। কিন্তু রেন্টুকে দেখিতে হইলে একেবারে টেবিলের ধারে আসিতে হইবে। রেন্টু পঞ্চ ইন্দ্রিয় সজাগ করিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে সকল কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছে। খুনি শত্রুরা যদি টেবিলের নিকট আসে তাহা হইলে পুনরায় তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিবে, এ সিদ্ধান্ত তাহার লওয়াই আছে। মরিতেই যদি হয় তাহা হইলে একা কেন? শত্রু পক্ষের অন্তত একজনকে তো সঙ্গে লইয়া মরিতে হইবে। নদীর ধারের কয়েকজন শ্রমিক ও অন্য কয়েক লোক রাস্তার দিকে, ঘাতক খুনির দল যেই দিকে, সেই দিকে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে। যে কারখানার টেবিলের তলায় রেন্টু লুকাইয়াছে। একজন কাঠ মিস্ত্রি কারখানার দরজায় বসিয়া কাজ করিতেছে।* এই মিস্ত্রির মাথার উপর দিয়া লাফাইয়া রেন্টু টেবিলের তলায় লুকাইয়াছে। কাঠ মিস্ত্রি সবই দেখিয়াছে এবং বুঝিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণে সে এমন ভঙ্গিমায় দরজায় বসিয়া কাজ করিতেছে, যেন এদিকে কেহই আসে নাই। কিছুই হয় নাই। কিছুই দেখে নাই। সকল কিছু নিতান্তই স্বাভাবিক। মিস্ত্রির কাজের ধরন আর আচরণে অন্তত তাহাই মনে হইবে। মিস্ত্রি যে রেন্টুকে রক্ষা করিতে চাহিতেছে ইহা রেন্টু বুঝিল। রিক্সা ভ্যান গাড়ি চালক মোস্তফাকে দেখা গেল রাস্তার দিকে, খুনিদের দিকে উঁকি-ঝুঁকি করিতে। অন্য একজন লোক আসিয়া কারখানার দরজা হইতে যে গেইট দিয়া রেন্টু বাহির হইয়া আসিয়াছে সেই খান পর্যন্ত, পা দিয়া ডলিয়া ডলিয়া মাটিতে কিসের চিহ্ন যেন মুছিতে লাগিল। রেন্টু ভাবিল লোকটি কিসের চিহ্ন মুছিতেছে! রক্ত মুছিতেছে নাকি! তবে কি আমার গুলি লাগিয়াছে? টেবিলের তলায়, বসিয়া থাকা অবস্থায় নিজের দিকে তাকাইয়া দেখিল নীল রং-এর লুঙ্গি আর শার্ট রক্তে ভিজিয়া কালো বর্ণ ধারণ করিয়াছে। টেবিলের তলা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। রেন্টু যেই দিক দিয়া আসিয়াছে, ফোটা ফোটা রক্ত ধারা ঝরিয়া তাহার আগমন পথ চিহ্নিত হইয়া আছে। ঐ লোকটি সেই রক্তই মুছিতে ছিল। যাহাতে বুঝিতে পারা না যায় যে, আহত রেন্টু এই দিকেই আসিয়াছে। রেন্টুকে বাঁচাইতে তাহার এই চেষ্টা। রক্ত দেখিয়া রেন্টু বুঝিতে পারিল তাহার গুলি লাগিয়াছে। কিন্তু শরীরের কোথায় গুলি লাগিয়াছে তাহা রেন্টু বুঝিল না। বুঝিতে চাহিলও না। একবার মনে হইয়াছিল কোথায় গুলি লাগিয়াছে দেখি, পরক্ষণেই মনে হইল, দেখিলে নার্ভাস হইয়া যাইতে পারি। দূর্বল হইয়া যাইবার ভয়ে কোথায় গুলি লাগিয়াছে তাহা সে দেখিল না। শরীরে পিপিলিকা কামড়াইলে, না দেখলেও অনূভব করা যায়।

কিন্তু আশ্চর্য শরীরে চারটি গুলিবিদ্ধ হইয়াছে, অথচ রেন্টুর পিপিলিকা কামড় সম অনুভূতিও হইল না। রাস্তায় সশস্ত্র সন্ত্রাসী খুনিদের উল্লাস শোনা যাইতেছে। রেন্টু বুঝিল এইখানে এইভাবে থাকিলে সে বাঁচিবে না। হয় ঘাতক খুনির দল

---

* এই কাঠ মিস্ত্রির নাম বাদল চন্দ্র মন্ডল।

www.pathagar.com

পুনরায় তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিবে। না হইলে রক্তক্ষরণ হইতে হইতে রক্তশূন্য হইয়া মৃত্যু বরণ করিবে। এইখান হইতে পালাইয়া যাওয়াই স্থির হইল। ক্ষীণ কণ্ঠে ও ইশারায় ভ্যান চালক মোস্তফাকে ডাকিয়া একটি নৌকা ঠিক করিয়া আনিতে বলিল।

ইহাকেই বলে আল্লাহ তালার কুদরত। যেখানে নৌকা আনিতে পচিশ তিরিশ মিনিট সময় লাগিবে, সেখানে এক মিনিটেরও কম সময়ে মোস্তফা নৌকা ঠিক করিয়া আনিল। রেন্টু রক্তমাখা জামাটা ছিড়িয়া ফেলিয়া দিল। কেহ একজন একটি ছোট ছেড়া গামছা আগাইয়া দিল। লুঙ্গি খুলিয়া গামছা পরিতে যাইয়া দেখিল বাম পায়ের হাঁটুর নিচের পিছনের অংশের মাংস গুলিতে উড়িয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া লুঙ্গি দিয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া, গলায় গামছা বাঁধিয়া, ধীর পায়ে নৌকায় গিয়া উঠিল। নৌকা চলিতে শুরু করিল। ভ্যান চালক মোস্তফা তাঁর নিজের পরনের শার্টটা খুলিয়া ভাই জামাটা লইয়া যান বলিয়া নৌকার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। জামাটা নৌকার দুই/তিন হাত পিছনে পানিতে পড়িয়া গেল। মাঝি নৌকা ঘোরাইয়া তুলিতে চাহিলে, রেন্টুর ধমকে সোজা চলিতে শুরু করিল। মোস্তফার জামাটি পানিতে তলাইয়া গেল। মাঝি কহিল কোথায় যাইব?

কোথায় যাইবে, কি করিবে, কোন পথে কোথায় গেলে যমের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া রেন্টু কহিল সোজা পূর্ব দিকে চলিয়া যাও। পূর্ব দিকে নৌকা চলিতে লাগিল। রেন্টু ঠিক স্থির করিতে পারিতেছিলনা, কোন দিকে যাইবে। কোথায় যাইবে। কোথায় গেলে জীবন বাঁচিবে।

সম্মুখে ঢাকা জেলা পুলিশ হেড কোয়াটার মিলব্যারাক। বেশিক্ষণ নৌপথে নৌকা যোগে চলিলে শত্রুদের নজরে পড়িয়া যাইতে পারে। মিলব্যারাক পুলিশ লাইনের প্রাচীর (দেয়াল) টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলে, আপাতত খুনিদের নজরের বাইরে যাওয়া যাইবে, দুই, খুনির দল সড়কপথে এইখানে আসিতে চাহিলে বিশ/ত্রিশ মিনিট সময় লাগিবে। তিন, অস্ত্রসহ এইখানে ঢুকিতে পারিবে না। চার, এইখানে কিছুক্ষণ প্রাণ বাঁচাইবার কৌশল ও পন্থার কথা ভাবিতে পারিব। এই সকল ভাবনা ভাবিয়াই রেন্টু, নৌকার মাঝিকে মিলব্যারাক যাইতে বলিল। নৌকা মিলব্যারাক ঢাকা জেলা পুলিশ হেড কোয়াটারের দিকে যাইতে লাগিল। এই অবসরে আস্তে আস্তে লুঙ্গি উঠাইয়া দেখিল বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচে পিছনের দিকে দুইটি এবং নিতম্বের বাদিকে দুইটি, মোট চারটি গুলি রেন্টুর দেহে বিদ্ধ হইয়াছে।

www.pathagar.com

রেন্টু নদীর পানি দ্বারা বুলেটের ক্ষত স্থান ও রক্ত বার বার ধুইতে লাগিল। নৌকা মিলব্যারাকের পিছন দিকে ভিড়িল। গুলির আঘাতে আহত স্থানগুলি হইতে রক্তধারা ঝরিতেছে। এতোক্ষণ পানি দ্বারা ধূইয়াও রক্ত ঝরা বন্ধ হইল না। রেন্টু চিন্তা করিল, এই রক্ত মাখা লুঙ্গি ও সেন্ডেল পরিহিত থাকিলে মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেগ হইবে, নানা জনে নানা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিবে। তাহা ছাড়া মিলব্যারাকের পুলিশেরা তাহাকে আটকও করিতে পারে। কিন্তু রক্তমাখা লুঙ্গি সেন্ডেল ধূইয়া পরিষ্কার করিবার সময় তাহার নাই।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাক যাহা করেন নিঃসন্দেহে মঙ্গলের জন্যই করেন। শ্রমিকের দেয়া ছেড়াফাঁটা ছোট গামছাটি কোনক্রমে টানিয়া টুনিয়া পরিয়া লুঙ্গি আর সেন্ডেল মাঝিকে দিয়া সুইপারের বেশ ধারণ করিয়া, উঁচু প্রাচীর টপকাইয়া মিলব্যারাক পুলিশ লাইনের ভিতরে রেন্টু লাফাইয়া পড়িল। এই দিকটায় সারিবদ্ধ আধা কাঁচা পায়খানা ও প্রস্রাবখানা। সামান্য ঝোপঝাড়, আবর্জনা পার হইয়া খোলা জায়গায় গাছের আড়ালে আসিয়া রেন্টু বসিয়া পড়িল। সামনে পুলিশ লাইনের ভিতরকার রাস্তা, রাস্তার আরো পরে সুবিশাল মাঠ। মাঠের তিন দিকে লাল রংয়ের পুলিশ ফাঁড়ির লম্বা লম্বা বিল্ডিং। দূরে মাঠের উত্তর পাশে পাঁচ/ছয়টা পুলিশের লরি ও পিকাপ। একটি লরির পাশে খাকি পোষাক পরিহিত কতোগুলি পুলিশ জড়ো হইয়া আছে। হয়তো ডিউটি হইতে মাত্র আসিয়াছে, অথবা ডিউটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হইতেছে। চারিদিকে কতো পুলিশ, কতো পুলিশের যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র। রেন্টুর একবার মনে হইল এই পুলিশদের কাছে আশ্রয় লইতে। পরক্ষণেই মনে হইল, না, এই পুলিশ তাহাকে আশ্রয় দিবে না। রক্ষাও করিবে না। যখনই পুলিশেরা বুঝিবে দেশের প্রধানমন্ত্রী রেন্টুকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। তখনই তাহারা ঘাতক খুনিদের সংবাদ দিয়া তাহাদের সম্মুখে রেন্টুকে ঠেলিয়া দিবে।

কিছুক্ষণ আগেই তো ঘাতক খুনিদের সাথে পুলিশও ছিল! এখনই এখান হইতে পালাইয়া যাইতে হইবে। চর্তুদিকে চেক পোস্টে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় রহিয়াছে। এই চেক পোস্ট পার হইয়া রেন্টুকে রাস্তায় যাইতে হইবে। পরিধানে জামা নাই, পায়ে পাদুকা নাই, কোমরে ছিড়া, ফাঁটা, ছোট জরাজীর্ণ গামছা। এই গামছা দ্বারা লজ্জা নিবারণ হইতেছে না। সবই দেখা যাইতেছে। প্রায় উলঙ্গ। পায়ের একাংশের মাংস নাই, দেহের অপর তিন অংশসহ মোট চার অংশ ক্ষত-বিক্ষত, তা থেকে আবার রক্ত ঝরিতেছে। রেন্টু হাঁটিতেছে, লক্ষ্য চেক পোস্ট পার হইয়া রাস্তায় যাওয়া। এই রাস্তাটাই একসময়ে ঢাকা নারায়নগঞ্জের মেইন রোড ছিল। ঐ রাস্তায় যাইবার জন্য রেন্টু হাঁটিতেছে। কিন্তু তাহার পর কোথায় যাইবে, রেন্টু তাহা এখনো জানে না। কি করিবে তাহাও জানে না। ভাবলেশহীনভাবে আকাশ পানে তাকাইয়া, উদাস চিত্তে রেন্টু হাঁটিতেছে। দেখিলে সকলেই মনে

www.pathagar.com

করিবে এ এক বদ্ধপাগল। চেক পোস্টের সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী অবাক বিস্ময়ে দেখিতেছে। আর মনে মনে ভাবিতেছে এ পাগল সবার অলক্ষে, চোখের পলকে কিভাবে ভিতরে ঢুকিল! এ আপদ আপনা আপনিই বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাকে বিনা বাক্যে বাহির হইয়া যাইতে দেওয়াই শ্রেয় হইবে। রেন্টু আকাশ পানে চাহিয়াই হাঁটিতেছে। আসলে সে সবই দেখিতেছে। পাগল রূপি রেন্টু প্রহরীর সম্মুখ দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তাহার এক বন্ধুর আলমগঞ্জের বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে ডান দিকে ঘুরিতেই মনে পড়িল, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও বিশ্বস্ত এলাকার বড় ভাই আনোয়ারুল হক মনু ভাইয়ের কথা। এই তো! রাস্তার উল্টো পাশেই মনু ভাইয়ের বাসা! সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পার হইয়া, মনু ভাইয়ের বাসার গেইটের কড়া নাড়িতে লাগিল। আর মনু ভাই, মনু ভাই, বলিয়া ডাকিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল, আমি রেন্টু। আমি রেন্টু। এই বেশে যে কেউই রেন্টুকে দেখিলে চিৎকার দিয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় আমি রেন্টু, আমি রেন্টু, বলিতে লাগিল।

মনু ভাই গেইট খুলিয়া দিলে, সঙ্গে সঙ্গে রেন্টু ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলে, ভাবী (মনু ভাইয়ের স্ত্রী) ওরে বাবারে! ওরে বাবারে! বলিয়া চিৎকার শুরু করিয়া দিল। রেন্টু বলিল, আমি রেন্টু, আমি রেন্টু, আমাকে গুলি করিয়াছে। আমি পালাইয়া আসিয়াছি।

মনু ভাই চুপ করো, চুপ করো, ও আমাদের রেন্টু। চুপ কর, চুপ কর, বলিয়া তাহার স্ত্রীকে থামাইলেন। রেন্টু বলিল দ্রুত আমাকে একটি শার্ট প্যান্ট দিন। মনুভাই ভাবী শার্ট প্যান্ট আনিয়া দিলেন। রেন্টু প্যান্ট শার্ট পরিতে পরিতে বলিল আমাকে কিছু টাকা দিন। তাহারা টাকা আনিতে ঘরে ঢুকিল।

জন্মদাত্রী মাতাকে জীবনে আর দেখিবার আশা, প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাদের দেখিবার আশা, প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রীকে দেখিবার আশা, বাঁচিয়া থাকিবার আশা, ইত্যাদি অন্তর হইতে একেবারে উধাও হইয়া গেল। দেশের এক ইঞ্চি জমিও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বাহিরে নাই, নিয়ন্ত্রণের বাহিরে নাই। অতএব রেন্টুর বাঁচিবারও সম্ভাবনা নাই। তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

এইক্ষণে রেন্টুর একমাত্র আশা, একমাত্র চিন্তা, একমাত্র কর্ম প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়া শেখ হাসিনা তাহাকে হত্যা করিল মৃত্যুর আগে দেশবাসিকে শুধু এই কথাটুকুই জানাইয়া জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করা। আহত রেন্টুর চিন্তা স্রোত খরতর

www.pathagar.com

বেগে বহিতে লাগিল। সমস্ত দেহ মন প্রবল বেগে চঞ্চল ও রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু দয়াময় পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্তা তাহাকে স্থির শীতল রাখিলেন। কে বা কারা মনু ভাইয়ের বাড়ির সেই গেইটের কড়া জোরে জোরে নাড়িতে লাগিল। রেন্টু যেই গেইট দিয়া ভিতরে আসিয়াছে, রেন্টু ভাবিল তবে কি ঘাতক খুনির দল এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে?

মুহূর্তের মধ্যে সে মনু ভাইয়ের বাড়ির পিছন দিক দিয়া পালাইয়া গেল। কেউ বুঝিতে পারিল না যে রেন্টু পালাইয়া গিয়াছে।

সরকার প্রধান স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোটা প্রশাসনকে রেন্টুকে হত্যা করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন। এক্ষণে রেন্টুর বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই, বাঁচিবার কোন উপায়ও নাই। ভয়ানক বিপদগ্রস্থ রেন্টুর মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত হইয়াছে। তথাপিও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তালার দয়া ও কৃপায় রেন্টু হতাশ হইল না; সে নূতন প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

বাঁচিবার বিন্দুমাত্র চিন্তা পরিহার করিয়া স্থির করিল, মরিয়াতো যাইবোই। কোন প্রকারেই তো বাঁচিব না। যখন মরিয়াই যাইব।

তখন মানুষের কাছে, জনগনের কাছে ***"প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়া শেখ হাসিনা খুনিদের দিয়া আমাকে হত্যা করিল"*** বলিয়াই মরিব। ইহা স্থির করিয়া প্রেস ক্লাব অভিমূখে রওয়ানা হইল।

রেন্টু আর বাঁচিবে না, আশাও করে না। তবে মৃত্যুর আগে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাগরিক হত্যা করিল। এই কথা দেশবাসিকে জানাইয়া মরিবে ইহাই প্রতিজ্ঞা করিল। মানুষের কাছে কথা বলিবার সুযোগ আজই শেষ, আজই জীবনেরও শেষ।

চারটি বুলেট বিদ্ধ হইয়া রেন্টুর দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

ক্ষত স্থান হইতে অঝরে রক্ত ঝরিতেছে। এ প্রাণ কতক্ষণ রক্ষা হইবে? চিকিৎসা লইতে ক্ষণকাল বিলম্ব হইলে এইখানেই পরমায়ু শেষ হইবে। কিন্তু রেন্টুর বাঁচিবার আশা নাই, উপায়ও নাই। সে মরিবে নিশ্চিত। তবে মরিবার আগে ***"প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহাকে হত্যা করিলেন" সাংবাদিকদের মাধ্যমে গোটা জাতিকে ইহা জানাইয়া মরিবে*** সেই আশায় সে প্রেস ক্লাব পানে ছুটিয়া চলিল। ভবিষ্যৎ জ্ঞান, পশ্চাৎ লক্ষ্য, পার্শ্ব দৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিল না।

রেন্টু মনু ভাইয়ের বাসা হইতে পালাইয়া সামান্য হাঁটিয়া একটি রিক্সায় চড়িয়া বসিল, রিক্সা সোজা যাইতে থাকিল। রেন্টুর মনে চিন্তা শেখ হাসিনা যখন আমাকে হত্যা করিবেই, বাঁচিতে যখন পারিবই না, তখন মৃত্যুর আগে যতটুকু সম্ভব যতখানি সম্ভব এ দেশবাসিকে, সারা দুনিয়াকে জানাইয়া যাই। **"আমার ফাঁসি চাই" বইটি লিখিবার কারণে ''প্রধানমন্ত্রী হইয়া শেখ হাসিনা আমাকে**

www.pathagar.com

হত্যা করাইলেন"। রিক্সাটি ধূপখোলা মাঠের কাছে আসিলে একটি স্কুটার (বেবী টেক্সী) দেখিয়া রিক্সাটি থামাইয়া রেন্টু স্কুটার চালককে পাঁচটি টাকা রিক্সাওয়ালাকে দিতে বলিল, স্কুটার চালক বলিল, আমার কাছে পাঁচ টাকা নাই। তাহলে দশ টাকা দাও। স্কুটার চালক কহিল, আমার কাছে টাকাই নাই। আমি মাত্র বাহির হইয়াছি। অগত্যা রেন্টু আর কি করিবে, করোজোড় করিয়া বলিল ভাই, হাতের এই ঘড়িটা আমি স্কুটার চালককে দিব। তুমি আমাকে আল্লাহরওয়াস্তে মাফ করিয়া দাও। আমি বিপদে পড়িয়াছি। তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও। রিক্সাওয়ালা নিরুত্তর রহিল। তবে বোঝা গেল, সে মাফ করিয়া দিয়াছে। স্কুটার চালককে দ্রুত প্রেসক্লাবে লইয়া যাইবার জন্য কহিলে, সে দ্রুত চালাইয়া প্রেস ক্লাবে আসিল। স্কুটারসহ প্রেসক্লাবের ভিতরে আসিয়া একজন পরিচিত সাংবাদিক* দেখিয়া তাহাকে ঘটনা খুলিয়া বলিলে সে বলিল সর্বনাশ এইখানে আপনি কিছু বলিতে পরিবেন না। আপনাকে মারিয়া ফেলিবে। আপনি এক্ষণি সেগুন বাগিচা ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটি কার্যালয়ে যান এবং সেইখানেই সাংবাদিক সম্মেলন করুন।

সাংবাদিক বন্ধুটি স্কুটার ভাড়া পরিশোধ করিলেন। রেন্টু দৌড়াইয়া সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটি কার্যালয়ে উপস্থিত হইল।

রেন্টুর রক্ত, মায়ের অশ্রুপাত, স্ত্রীর কান্না, কন্যাদের চক্ষের জল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পবিত্রতা, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার পবিত্রতা, সংবিধানের পবিত্রতা, আইন আদালতের পবিত্রতা, ধর্ম ও মানবতার পবিত্রতা, সকল পবিত্রতা রক্ত আর অশ্রুতে মিশিয়া বিকট অপবিত্রতার আসন পাতিয়াদিল।

রক্ত ও অশ্র — শেখ হাসিনা ইহার শেষ আছে, এই কথা কয়টি অঙ্কিত করিয়া দিল।

ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটি কার্যালয়ে রেন্টু ঢুকিতেই উপস্থিত সাংবাদিকগণ কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! বলিয়া চিৎকার দিয়া কহিলেন, হাসপাতালে যান, হাসপাতালে

---

* নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

www.pathagar.com

যান। রেন্টু ধীর স্থির ভাবে কহিল "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে হত্যা করিবার জন্য গুলি করাইয়াছেন। আমি সাংবাদিক সম্মেলন করিতে আসিয়াছি।" সাংবাদিকগণ কহিলেন, আগে হাসপাতালে যাইয়া চিকিৎসা করুন, তাহার পর সম্মেলন করুন। তাহা না হইলে রক্ত শূন্য হইয়া আপনি মারা পড়িতে পারেন। চিকিৎসা লওয়াই এক্ষণে প্রথম ও জরুরী। রেন্টু কহিল, আমি আগে সাংবাদিক সম্মেলন করিব। আমি তো কিছুতেই বাঁচিব না। মৃত্যুর আগে আপনাদিগকের মাধ্যমে ও সাহায্যে *সমগ্র দেশ ও জাতিকে "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে হত্যা করিতে গুলি করাইয়াছেন"* শুধু এই কথাটি জানাইয়া মরিতে চাই। ইহার জন্য আমি কোনক্রমে জীবনটা লইয়া, অনেক কষ্টে শিষ্টে আপনাদের নিকটে আসিয়াছি। আমি নিশ্চিত হইয়াছি, আমি কিছুতেই বাঁচিতে পারিব না। আমাকে কিছুতেই বাঁচিতে দিবে না। আমার মৃত্যু এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। ইহাই ইহকালের জন্য আমার শেষ কথা।

অতএব আপনারা দয়া করিয়া আমাকে কথা বলিতে দিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া খুনির দল আমাকে হত্যা করিবার জন্য গুলি করিয়াছে। তাহাদের চারটি গুলি আমার দেহে বিদ্ধ হইয়াছে। আমি অলৌকিকভাবে জীবন লইয়া পালাইয়া আসিয়াছি। তাহারা যে কোন সময় আমাকে খুন করিবে।

এই সকল কথা বলিবার সময় দয়াময় পরমদয়ালু আল্লাহ পাক রেন্টুর বুকের গভীরে প্রচণ্ড শক্তি, সাহস ও বল প্রদান করিলেন। সাংবাদিকগন লিখিতে লাগিলেন, ফটো সাংবাদিকগণ ছবি তুলিতে লাগিলেন।

রেন্টু 'দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কহিতে লাগিল : "আমার ফাঁসি চাই" নামক একটি বই লিখিবার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাড়াটিয়া খুনি ঘাতকদের দিয়া আমাকে হত্যা করিতে গুলি করাইয়াছেন। এই যে দেখা যাইতেছে গুলির ক্ষত-বিক্ষত স্থান, ইহা ছাড়াও আমার কোমরে আরো দুইটি গুলির ক্ষত রহিয়াছে। আমি জানিনা, আমি আর কতক্ষণ বাঁচিব। *তবে আমার মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাহার স্বজনেরা দায়ী থাকিবেন।*

সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হইয়াছে। আকাশ হইতে দিবাকর বিদায় হইয়াছে। লোহিত আভা পশ্চিম গগণ মাত্র রঙ্গিন করিয়াছে। আকাশে তারকাদল ফুটিতে শুরু করিয়াছে। সুদূরে থাকিয়া কোন কোন তারা চক্ষু মেলিয়া ঘৃণার সহিত জগৎ

www.pathagar.com

দেখিতেছে। বলিতেছে, "শেখ হাসিনা! নাগরিক জীবন বিনাশ করিতে তোমাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় নাই। বিনা বিচারে নাগরিকের জীবন লীলা শেষ করিতে তোমার হস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তোমাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই।

নাগরিক রক্ষার দায়িত্ব লইয়া নাগরিক বধ অপেক্ষা পাপের কার্য জগতে আর কি আছে? তুমি মহাপাপি প্রধানমন্ত্রী হইয়া থাকিলে তোমার প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার "তুমি ধ্বংশ হইবে" এই আজ্ঞাই হইবে।

সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হইয়াছে অনেকক্ষণ। প্রায় সকল সাংবাদিক নিজ নিজ অফিসে চলিয়া গিয়াছেন। রেন্টু ভাবলেশহীন স্থির বসিয়া রহিয়াছে, ইহজগতে রহিয়াছে, নাকি পরজগতে রহিয়াছে, দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। "এক্ষণে হাসপাতালে গিয়া চিকিৎসা লওয়া আপনার জরুরী প্রয়োজন" আভাস নিউজ মিডিয়ার সাংবাদিক সাইফুলের এই কথা শুনিয়া, হঠাৎ রেন্টুর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

কি আশ্চার্য! সে দেখিল, সে এখনও মরে নাই! এখনও জীবিত আছে! বীর হৃদয় মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবার নহে। তবে কিঞ্চিৎ কাঁপিতে ছিল। তাহার বাঁচিবার সাধ হইল।

অন্ধকার রাত্রি জগৎ অন্ধকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। পলাতকের অন্ধকারেই গা ঢাকা দিতে সহজ হইল। কোন কালেই রেন্টুর হৃদয় ভয়ের নাম জানিত না। আতঙ্কিত হইত না। আজ এক্ষণে মুমূর্ষু আহত অবস্থায়ও সে অত্যাধিক শক্ত রহিল। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার হৃদয় এতোই শক্ত হইল যে, সুখ-দুঃখের চিন্তা, বেদনা-ব্যথা যন্ত্রণা বোধ, পিছনে ফেলিয়া আসা মাতা, স্ত্রী, কন্যা এবং পরিবারের স্নেহ বন্ধন কিছুই মনে ঠাঁই দিল না।

অনর্থক সময় নষ্ট ও কাল বিলম্ব না করিয়া, সাংবাদিক সাইফুলকে কহিল, ভাই সাইফুল দয়া করিয়া আমাকে একটু আগাইয়া দিতে পারেন? সাইফুল কহিল, দিব। অতঃপর তাহারা নিচে নামিয়া আসিল। কয়েক গজ দূরে যাইয়া একটি রিক্সা ডাকিয়া তাহাতে রেন্টুকে তুলিয়া দিয়া হালকা হাত মিলাইয়া সাইফুল চলিয়া গেল।

কোথায় যাইবে, কি করিবে, কোন পথে কোথায় গেলে যমের হাত হইতে রক্ষা পাইবে স্থির করিতে পারিল না। রিক্সা ডানে ঘুরিতেই রিক্সা ছাড়িয়া দণ্ডায়মান স্কুটারে উঠিল। তাহার কাছে টাকা পয়সা নাই। একথা তাহার মনেই নাই। মনের অজান্তেই প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকাইয়া অনেকগুলি টাকা বাহির করিয়া আনিল। পাঁচ টাকা রিক্সাওয়ালাকে দিল। না বুঝিয়াই অহেতুক স্কুটার চালককে কহিল আমাকে চিটাগাং যাইবার বাসে উঠাইয়া দিন। স্কুটার চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে এক ডাক্তার-এর কথা স্মরণ হইল। এই ডাক্তার নেহাৎ ভদ্র লোক এবং

www.pathagar.com

শুভাকাঙ্ক্ষি।* ডাক্তারের কথা মনে হইতে স্কুটারের দিক পরিবর্তন করিয়া ডাক্তার অভিমুখে রওয়ানা হইল। পুলিশ, এসবি, এন, এস, আই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োজিত সকল খুনিদের চক্ষে ধূলি দিয়া রেন্টু প্রাণ বাঁচাইল–আহত হইলেও এখন পর্যন্ত সে জীবিত আছে।

কি আশ্চর্য! দয়াময় আল্লাহর কি অপার মহিমা! কি কুদরত! রেন্টুর পকেটে টাকা আসিল কিভাবে? কোথা হইতে? ইহা আল্লাহ বিনে কেহই জানেন না। রেন্টুর তো মনে নাই-ই। ইহা কি যে মনু ভাইয়ের প্যান্ট শার্ট পরিয়া রেন্টু পালাইয়াছে, সেই মনু ভাইয়ের টাকা? তবে কি মনু ভাই টাকাসহই প্যান্ট দিয়াছিল? হইবে হয়তো তাহাই! ইহা দয়াময় খোদাই ভাল জানেন।*

স্কুটারের ভাড়া চুকাইয়া রেন্টু দ্রুত ডাক্তারের চেম্বারে প্রবেশ করিল। রেন্টুর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার কিছু সময় নির্বাক, হতবাক, হইয়া থাকিয়া কহিলেন, **আমি তো আপনার চিকিৎসা করিতে পারিব না।**

আপনাকে সার্জিক্যাল ডাক্তারের কাছে যাইতে হইবে। আমি তো মেডিসিনের ডাক্তার। আমার কাছে এই কাগজের প্যাড এবং কলম ছাড়া আর কিছুই নাই। আপনার দেহে শিলাই লাগিবে এবং অস্ত্রপাচার (অপারেশন) করিয়া অন্তত একটি গুলি বাহির করিতেই হইবে। আমার কাছে তো কোন যন্ত্রপাতি নাই। অস্ত্রপচার সেলাই ইহা আমার কাজও নহে। আমি আপনার চিকিৎসা করিতে অপারগ। আমি শুধু ঔষধ লিখিতে পারি। ইহা আমার কাজ।

রেন্টুর অন্য কোন ডাক্তারের নিকট যাওয়া সম্ভব না। কারণ অন্য ডাক্তারের কাছে গেলে, ডাক্তার নিয়মানুযায়ী পুলিশকে খবর দিয়া তাহার পর গুলিতে আহত রুগির চিকিৎসা করিবেন। আর পুলিশ আসিয়া প্রথমত রেন্টুকে গ্রেপ্তার করিবে। এবং তারপর যখন প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিবে, তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য হত্যাকারী খুনিদের নিকট তুলিয়া দিবে। অতএব, অন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া তাহার জন্য অসম্ভব।

রেন্টু কহিল আপনি ঔষধ লিখিয়া দিন এবং আপনার পিয়নকে দিয়া ঔষধপত্রাদী যাহাকিছু দরকার, তাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে আনাইয়া দিন। সকল কিছু সেই পরিমাণে আনাইবেন, যে পরিমাণে আনিলে সম্পূর্ণ সুস্থ্য হইয়া যাইবার পরও, যেন দ্বিগুণ পরিমাণে ঔষধ বাঁচিয়া যায়। টাকা যাহা দরকার হয় আমার কাছ হইতে লইয়া লইবেন।

---

* পাঠকগণ ঐ ডাক্তারের নিরাপত্তার জন্য নাম ও ঠিকানা দেওয়া গেলনা

* পরে জানা গিয়াছে, মনু ভাই সবে বাহির হইতে আসিয়া, মাত্র জামা-প্যান্ট খুলিয়া লুঙ্গি পরিয়াছেন। এমনি মুহূর্তে রেন্টুর আগমন এবং সে শার্ট-প্যান্ট চাহিলে হতভম্ব মনুভাই কিছু না বুঝিয়া না ভাবিয়া টাকাসহ তার প্যান্টটি রেন্টুকে আনিয়া দেন।

www.pathagar.com

ডাক্তার সাহেব তাহার পিয়ন দ্বারা ঔষধ (সেফরাড ৫০০এমজি ক্যাপসুল) তুলা, আইওডিন, গজ, স্যাভলন ইত্যাদি সকল কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে আনিয়া বড় দুইটি সপিং ব্যাগে ভরিয়া রেন্টুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, ক্ষতস্থান সমূহে সেলাই করিতে হইবে। পায়ের এইখানটায় গুলি রহিয়াছে, তাহা বাহির করিতে হইবে। কি প্রকারে করিবেন, তাহা আমি জানিনা। তবে করিতেই হইবে। নইলে ভয়ানক বিপদ হইবে। ছয় ঘন্টা পর পর ক্যাপসুল খাইতে হইবে।

রেন্টু একটি সেফরাড ক্যাপসুল খাইয়া, খোদা হাফেজ বলিয়া ডাক্তারের কাছ হইতে বিদায় হইয়া গেল। কিন্তু কোথায় যাইবে? সে তাহা জানে না। মনে মনে ভাবিল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন ইহাদের কাছে কোন ক্রমেই যাওয়া যাইবে না। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর লোকেরা ঐ সমস্ত জায়গায় আমার খোঁজে তল্লাশি শুরু করিয়াছে। আমাকে এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যে জায়গা প্রধানমন্ত্রী ও তার নিয়োজিত খুনিদের চিন্তার বাইরে। কিন্তু কোথায় সেই জায়গা? ভাবিতে ভাবিতে কুল কিনারা হইতেছে না। রাত অধিক হইতেছে। রাস্তা ফাঁকা হইয়া যাইতেছে। কিন্তু চিন্তার কুল হইতেছে না। হঠাৎ সান্তা ভাবীর চেহারা মনে পড়িয়া গেল। (পাঠকগন নিরাপত্তার কারণে এইখানে ছদ্ম নাম ও ছদ্ম ঠিকানা ব্যবহার করা হইল) বিনা ভাবীর মেয়ে আর রেন্টুর মেয়ে তিন-চার বছর আগে একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়াশোনা করিতো। সেই সূত্রে রেন্টু ও তার স্ত্রী ময়না একদিন রায়ের বাজার সান্তা ভাবীদের বাসায় গিয়াছিল। সান্তা ভাবীর স্বামী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীর চাকরি করেন।

তাঁহারা দু'জনে অত্যন্ত নীরহ, শান্ত, সরল, সোজা প্রকৃতির খুবই সাধারণ ভাল মানুষ। তাঁহারা যদি শোনে ঢাকা শহরের কোথায়ও কোন গোলমাল হইয়াছে। তাহা হইলে সেইদিন আর ঘরের দরজাই খুলিবেন না।

রেন্টু সিদ্ধান্ত লইল, আপাতত জোর করিয়া হইলেও সান্তা ভাবীর বাসায় আশ্রয় লইবে। কিন্তু তিন চার বছর আগে মাত্র একবার যাওয়া সেই বাসা কি রেন্টু চিনিতে পারিবে? অনন্যপায় হইয়া একটি স্কুটার করিয়া যাত্রা শুরু করিল। রায়ের বাজার যাইয়া স্কুটার ছাড়িয়া দিয়া পায়ে হাটিয়া বাসা খুঁজিতে হইবে। হঠাৎ রেন্টু চোখে ভূত দেখিল। এই বাসাটা তো একদম সান্তা ভাবীর বাসার মতোই মনে হইতেছে! স্কুটার থামিতে থামিতে বেশ খানিকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানেই স্কুটার ছাড়িয়া দিয়া, রেন্টু পায়ে হাঁটিয়া ঐ বাসাতেই ডুকিয়া পড়িল। প্রথমে দ্বিতীয় তলার কলিংবেল টিপিল, দরজা খুলিতেই রেন্টু জিজ্ঞাসা করিল এটা কি সান্তা ভাবীর বাসা? জ্বি না। উপরে ওনাদের বাসা, উপরের কলিং বেল টিপিতেই ভিতর হইতে আওয়াজ করিল কে? আমি মতিয়ুর রহমান রেন্টু, স্বর্ণলতার বাবা। আবার প্রশ্ন কে? আমি স্বর্ণলতার বাবা, ময়নার স্বামী মতিয়ুর রহমান। এবার দরজা খুলিয়া অবাক

www.pathagar.com

বিস্ময়ে অপ্রস্তুত হইয়া সান্তা ভাবী বলিলেন, "আরে আপনি? এতো রাতে? কি বিষয়? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন। ভিতরে ঢুকিয়া রেন্টু সোজা সোফার উপর বসিয়া পড়িল। সান্তা ভাবীর ইঞ্জিনিয়ার স্বামী বাসাতেই ছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে রেন্টুর আগমনে তাঁহারা হতবাক, হতবিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এতোদিন পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া, কিভাবে আসিলেন? তাও আবার এতো রাতে আসিলেন?

আপনার আগমনে আমরা খুশি হইয়াছি। এইদিকে কোথায়ও গিয়াছিলেন বুঝি? রেন্টু বলিল না, আপনাদের বাসার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বলিলেন বেশ করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। আপনাকে অসংখ্যবার বলিবার পর কেবল একবারই আসিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ এতো রাতে কেন আসিলেন? রেন্টু কোন উত্তর না করিয়া তিক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাসার রুমগুলির পজিশন দেখিয়া লইল। সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই, সোঝা রুম। এই রুম বসিবার রুম। এই রুমেরই উত্তর কোণ-এ বাচ্চাদের পড়িবার টেবিল। রুমের পশ্চিম পাশে মাস্টার বেড রুম, পূর্বপাশে ডাইনিং, কাম বেড রুম। তার দক্ষিণে কিচেন। এক্ষণে সময় রাত সাড়ে দশটা। বসিবার রুমে দুইটি শোফা দু'টি টেবিল ছাড়াও আরো তিনটি বেতের চেয়ার আছে। ডাইনিং-কাম-বেড রুমে একটি খাবার টেবিল, ছয়টি চেয়ার এবং একটি সিঙ্গেল খাট রহিয়াছে। যাহা বসিবার রুম হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাস্টার বেড রুম এবং কিচেনে কি আছে তাহা দেখা যাইতেছে না। বিশেষ করিয়া বাহিরে যাইবার কোন দরজা রহিয়াছে কিনা, তাহা দেখা যাইতেছেনা। কিন্তু ইহা দেখা খুবই জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, এইখানেই রেন্টুকে অবস্থান লইতে হইবে। সান্তা ভাবী যদি রেন্টুকে আশ্রয় নাও দেয়, জোর করিয়া হইলেও রেন্টুকে এইখানে থাকিতেই হইবে। ইহার বিকল্প কিছুই নাই।

"আমি আপনাদের কিচেনটা দেখিতে চাই" বলিয়াই অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রেন্টু কিচেনে প্রবেশ করিল। কিচেন হইতে সোজা মাস্টার বেড রুমে ঢুকিল। না, বাহির হইতে ভিতরে, ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার কোন দরজা নাই। এমন কি জানালাও নাই। দম্পতি হতবিহবল হইয়া রেন্টুকে দেখিতে লাগিলেন। তাহার আচরণ ভদ্রলোকদের নিকট রহস্যময় মনে হইতে লাগিল। সে পুনরায় সোফায় আসিয়া বসিল এবং কহিল, আপনারা কেমন আছেন? ভাল, খুব ভাল। ময়নারা কেমন আছে? সান্তা ভাবী পাল্টা প্রশ্ন করিলেন।

ভাল খুব ভাল, বলিয়াই রেন্টু কহিল, আপনাদের সহিত আমার অত্যন্ত জরুরি এবং গোপনীয় কথা রহিয়াছে। আপনারা দয়া করিয়া ছেলেমেয়েদেরকে ভিতরের রুমে যাইয়া পড়াশোনা করিতে বলুন। এতক্ষণ ছেলেমেয়েরা রেন্টুকে গভীর

www.pathagar.com

আগ্রহভরে অবাক বিস্ময়ে দেখিতেছিল। এক্ষণে পিতামাতার নিদের্শে ভিতরের রুমে অর্থাৎ মাস্টার বেড রুমে চলিয়া গেল। রেন্টু কহিল দেখুন, এক্ষণে আমি আপনাদের যাহা বলিব, যাহা দেখাইব, তাহা যে জীবনে কখনো কহিব, ইহা কখনো কল্পনাও করি নাই, স্বপ্নেই দেখি নাই। কিন্তু আজ আমাকে ইহাই করিতে হইবে। ইহাই দেখাইতে হইবে। ইহা ছাড়া আমার জীবন বাঁচাইবার অন্য কোন পথ খোলা নাই।

এই দেখুন, আমার শরীরে চারটি গুলি লাগিয়াছে। বলিয়াই রেন্টু প্যান্ট উঠাইয়া পা বাহির করিল। ক্ষত-বিক্ষত পা দেখা মাত্রই, প্রকৌশলী ভদ্রলোক ওরে বাবা! বলিয়া চিৎকার দিয়া সোফা হইতে উঠিয়া একি? একি? ওরে বাবা একি? বলিতে লাগিলেন।

"একটি কথাও বলিবেন না চুপ করেন, বলিয়া রেন্টু ধমক হাকিলো।" ভদ্রলোক এবং সান্তা ভাবী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন প্লিজ আপনি হাসপাতালে যান। রেন্টু কহিল হ্যাঁ আপনাদেরকে সঙ্গে লইয়াই হাসপাতালে যাইব। ভদ্রলোক কহিলেন না, না। আমি যাইব না। আপনি, আপনার ভাবীকে লইয়া যান। আপনার বোনকে লইয়া যান। রেন্টু কহিল, আমি কাহাকেও লইয়া যাইব না। আমিও যাইব না।

তবে? ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন। রেন্টু কহিল, আমার কোমরে (হিপ-এ) আরো গুলির ক্ষত রহিয়াছে। দেখিবেন? সান্তা ভাবী বলিলেন না, না, আমরা আর দেখিতে চাহিনা। রেন্টু কহিল, আমার কথা শেষ করিতে দিন। এই যে ব্যাগ দেখিতেছেন, ইহার ভিতর তিনটি বোমা এবং তিনটি হ্যান্ডগ্রেনেড রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আমি আত্মহত্যা করিব। আর যাহারা আমার কথা মত কাজ করিবে না তাহাদেরকেও হত্যা করিব। এক্ষণে আপনারাই ঠিক করুন, আপনারা কি করিবেন? আমার কথা মতো কাজ করিবেন? না, আমি এই বোমা ফাঁটাইয়া ছেলেমেয়েসহ আপনাদেরকে হত্যা করিব? এই বাড়ি ঘর ধ্বংস করিব? প্রকৌশলী ভদ্রলোক কহিলেন; "আমরা কি অপরাধ করিয়াছি? রেন্টু কহিল, আপনারা এখনো কোনই অপরাধ করেন নাই। তবে আমার কথা না শুনিলে আপনাদেরকে হত্যা করিব। সান্তা ভাবী বলিলেন, বলুন, আপনি কি চান?

আমি আশ্রয় চাই। আপনাদের বাসায় আশ্রয় চাই। আমার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আপনাদের বাসা ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর আশ্রয়ের স্থান নাই, রেন্টু বলিল।

ভদ্রলোক কহিলেন, আপনি থানায় যান, পুলিশের কাছে যান। পুলিশের সাহায্য নিন।

রেন্টু কহিল, না আমি পুলিশের সাহায্য নিতে পারি না। কারণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে হত্যা করিতে সমস্ত পুলিশ প্রশাসন এবং পেশাদার খুনিদের

www.pathagar.com

নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহারাই আমাকে হত্যা করিবার জন্য গুলি করিয়াছে। দয়াময় পরমদয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া এক্ষণে আপনাদের বাসায় আনিয়া হাজির করিয়াছেন। এখন হইতে আমি আপনাদের বাসায় থাকিব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও থাকিব না। ভদ্রলোক কহিলেন, ভাই আমরা নীরিহ লোক, আপনাকে আশ্রয় দিলে পুলিশ যদি আমাদেরকে ধরিয়া লইয়া যায়? আমাদের যদি কেহ ক্ষতি করে? রেন্টু কহিল, ধরিতে পারে, ক্ষতিও হইতে পারে। কিন্তু আমার কথা এই মুহূর্ত না শুনিলে, আমাকে আশ্রয় না দিলে, আমি এই মুহূর্তেই বোমা ফাটাইয়া এবং গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটাইয়া এই বাড়ি ধুলিস্যাৎ করিয়া দিব। আপনাদের সকলকেও নিহত করিব। আমিও নিহত হইবে। বলিয়াই ঔষধপত্র ভর্তি ব্যাগটি কাছে লইয়া আসিতেই সান্তা ভাবী বলিয়া উঠিলেন ভাই, ভাই, আপনি বোমা ফাটাইবেন না। আমরা আপনার কথা শুনিব। আপনাকে আশ্রয় দিব। আপনি বোমা ফাটাইবেন না। ব্যাগ রাখুন, ব্যাগ রাখুন। আমরা আপনার সব কথা শুনিব। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই শুনিব। রেন্টু কহিল, তবে টেলিফোনটা এই মুহূর্তেই টেবিলে আমার সম্মুখে আনিয়া রাখুন। সান্তা ভাবী টেলিফোনটা তারসহ সোফার টেবিলে রেন্টুর সম্মুখে রাখিল। অতঃপর রেন্টু কহিতে লাগিল, আপনারা (১) কোথায়ও ফোন করিতে পারিবেন না। (২) ফোন আসিলে আমার সম্মুখে ধরিয়া হ্যাঁ, না, ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলিব ইত্যাদি বলিয়া রাখিয়া দিবেন। (৩) কেহ বাহিরে যাইতে পারিবেন না। (৪) বাহির হইতে কেহ আসিলে, সাহেব অসুস্থ বা বিশ্রামে আছে ইত্যাদি বলিয়া অন্যদিন আসিতে বলিবেন। (৫) মাষ্টার বেড রুমের ভিতরে সবাইকে লইয়া থাকিবেন (৬) আমি ডাকিলেই কেবল বাহির হইবেন। (৭) আপনাদের কিছু প্রয়োজন হইলে দরজা নক করিবেন, আমি অনুমতি দিলে দরজা খুলিবেন।

ছেলেমেয়েরা ভয় পাইতেছে, এখন আপনারা বেড রুমে যাইয়া ভেতর হইতে দরজা লাগাইয়া শুইয়া পড়ুন।

ভদ্রলোক হতবাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। কোন কথা কহিলেন না। অবশেষে সতর্কতার সহিত আস্তে ধীরে বলিলেন, আপনার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি, আপনাকে হাসপাতালে যাইতে হইবে। তা না হইলে রক্ত ঝরিতে ঝরিতেই আপনি মারা পড়িবেন।

রেন্টু কহিল, মরিলেও হাসপাতালে যাইতে পারিব না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া খুনি ঘাতকের দল ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই হাসপাতালে ও ক্লিনিক সমূহে আমার সন্ধানে তল্লাশি চালাইতেছে। আমার আত্মীয় স্বজনের বাসাও ইতিমধ্যে নিশ্চয় আমার সন্ধানে হানা দিয়াছে। আপনাদিগকে আজ শুধু এই কারণেই বিপদে ফেলিয়াছি, খুনি ঘাতকের দল চিন্তাও করিতে পারিবে না যে, আমি আপনাদের এইখানে আশ্রয় লইয়াছি।

www.pathagar.com

রেন্টু তাহার পরিচিত এক প্রাইভেট ক্লিনিকের (পাঠকগণ নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ করা হইল না) মালিকের বাসায় ফোন করিলে, তিনি ফোন ধরিয়া বলিলেন "রেন্টু ভাই আপনি ঠিক আছেন তো? আমার ক্লিনিকে এবং বাসায় তাহারা আপনাকে খুঁজিয়া গিয়েছে। তাহারা ক্লিনিক এবং আমার বাসায় তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাশি করিয়াছে। তাহাদের মুখেই জানিতে পারিলাম আপনাকে গুলি করা হইয়াছে। আপনি আহত অবস্থায় পালাইয়া গিয়াছেন। আপনি সর্বোচ্চ সাবধানে থাকিবেন। আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহারা গোটা শহর চষিয়া বেড়াইতেছে। সকল সময় আল্লাহকে স্মরণ করিবেন, সাবধানে থাকুন। কাহারো সাথে যোগাযোগ না করাই উত্তম হইবে। ইতিমধ্যে আমার সহিত অনেকের ফোনে কথা হইয়াছে। তাহারা আপনার সকল মহলেই পাগলা ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় হানা দিতেছে। হুমকি ধমকি করিতেছে। সকল পরিচিতি মহল পরিত্যাগ করুন। সাবধানে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।" বলিয়াই ক্লিনিকের মালিক ভদ্রলোক ফোন রাখিয়া দিলেন।

ধন্য হে সৃষ্টিকর্তা। ধন্য তোমার অসীম ক্ষমতার। হে খোদাতালা! তোমার মহিমা অপার। গভীর অরণ্যে হিংস্র বাঘের দল আক্রমণ করুক, জলের অতল তলে অনেকটা পাশের দলে জড়াইয়া ধরুক, আর প্রধানমন্ত্রী হইয়া শেখ হাসিনা স্বয়ংই হত্যার চেষ্টা করুক। তুমি দয়াময় সর্বশক্তিমান খোদা যদি সহায় হও, তাহা হইলে, কেহই তোমার বান্দাকে হত্যা করিতে পারিবে না। তুমি মহান আল্লাহ্ কোন না কোনভাবে তোমার বান্দাকে রক্ষা করোই উদ্ধার করোই।

এ লীলা বুঝা মানুষের সাধ্য নহে। তোমার এ কীর্তির কণামাত্র বুঝাও মানব মস্তিষ্কের কার্য নহে। হে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ, সমস্ত প্রাণ উজাড় করিয়া বলিতেছি, তুমি সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়। দয়াময় আল্লাহ! তোমার মহিমা অপার, তুমি অসীম।

রেন্টু একবার এই ক্লিনিক মালিকের বাসায় আশ্রয় লইবার চিন্তাও করিয়াছিল। এই চিন্তা করিতে করিতেই দয়াময় আল্লাহ তালা, দয়া করিয়া এই দম্পতির ছবি রেন্টুর চোখে তুলিয়া ধরিলেন। আর রেন্টু সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে রওয়ানা হইয়া আসিয়া এক্ষণে এইখানেই আশ্রয় লইয়াছে। যদি রেন্টু সান্তা ভাবীদের এই বাসায় আশ্রয় না লইয়া ক্লিনিক মালিকের বাসায় আশ্রয় লইত, তাহা হইলে এতোক্ষণে রেন্টুকে ইহকাল ত্যাগ করিতে যে হইতো, ইহাতে সংশয় থাকিত না।

www.pathagar.com

অন্যমনস্ক, আনমনা ভাব কাটিয়া গেলে, এই দম্পতিকে এইখানেই বসা দেখিতে পাইয়া রেন্টু কহিল, আপনারা বেড রুমে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ুন। তাঁহারা হায় প্রধানমন্ত্রী! হায় দেশ! বলিতে বলিতে ভিতরে গিয়া বেড রুমের দরজা আটকাইয়া দিলেন।

রেন্টু চুপ করিয়া সোফায় বসিয়া রহিল। প্রথমত স্ত্রী ময়না, দ্বিতীয়ত স্নেহময়ী মাতা এবং কন্যাদ্বয় স্বর্ণলতা ও বনলতা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। রেন্টু বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। কলিজা ফাটিয়া গেল। দেহ পিঞ্জর গলিয়া প্রাণ পাখি বাহিরে উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে, রেন্টু না, না, আমি তোমাদের কথা মনে করিব না। তোমাদের কথা ভাবিব না। বলিয়া চিৎকার করিয়া কহিল, তোমাদের দুঃখের কথা ভাবিলে, তোমাদের বিপদের কথা, কষ্টের কথা মনে করিলে "আমি বাঁচিতে পারিব না।" "আমি বাঁচিতে চাই", তোমাদের কথা স্মরণ করিতে চাহিনা।

রেন্টুর মনে পড়িল সে আছর, মাগরিব ও এশার নামাজ পড়ে নাই। এখন সেই সকল নামাজ পড়িবে। একবার ভাবিল আহত অবস্থায় নামাজ নাইবা পড়িলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, প্রধানমন্ত্রীর লেলাইয়া দেওয়া ঘাতকেরা কখন মারিয়া ফেলে, কখন দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া যাই। এক্ষণেই বেশী নামাজ পড়া উচিত।

আর নামাজ পড়িলে মাতা, স্ত্রী, কন্যাগণ তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারিবে না। সে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়িতে লাগিল।

সান্তা ভাবী দরজা সামান্য খুলিয়া বলিলেন "রেন্টু ভাই টেবিলে খাবার আছে আপনি নিজ হস্তে তুলিয়া খাইয়া লইবেন।"

নামাজ শেষ করিয়া রেন্টু দরজায় টোকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাচ্চারা কি খাইয়াছে? সান্তা ভাবী কহিলেন হ্যাঁ, খাইয়াছে। আপনারা কি খাইয়াছেন? রেন্টু পুনরায় প্রশ্ন করিল, তাঁহারা বলিলেন না, আমরা খাই নাই। রেন্টু কহিল আসুন আমরা সকলে মিলিয়া খাইয়া লই। তাঁহারা আসিল। সকলে মিলিয়া খাইতে লাগিল।

নিজ হাতে তুলিয়া লইয়া যতটা সম্ভব পেট পুরিয়া খাইতে খাইতে রেন্টু কহিল "আমি জানি, সিন্দাবাদের দৈত্যের ন্যায় আমি আপনাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছি। আমাকে নিচে ফেলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত আপনাদের স্বস্তি নাই। তবে ইহা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নাই। ভাবী, আমাকে দয়া করিয়া একটা লুঙ্গি দিয়া বাধিত করিবেন? খাওয়া শেষ করিয়া ভদ্রলোক একটি লুঙ্গি রেন্টুর হাতে দিয়া খাওয়ার টেবিলের পাশের খাট দেখাইয়া, এইখানে আপনি ঘুমাইবেন বলিয়া আবারও ঘরের দরজা লাগাইয়া দিলেন।

ক্ষতস্থান পরিষ্কার (ওয়াস) করিতে হইবে। গুলি বাহির করিতে হইবে। সেলাই করিতে হইবে। নইলে ভয়ানক বিপদ হইবে। লুঙ্গি পরিয়া সোফায় বসিয়া রেন্টু ডাক্তারের এই কথাই ভাবিতেছিল।

www.pathagar.com

উপায় না থাকিলে সকলই সহ্য হয়। একান্ত বাধ্য হইলে সকলই সম্ভব হয়। স্বাভাবিক সময়ে যাহা চিন্তাও করা যায় না। বিপদকালে তাহাও করিতে হয়। মহা সুখের শরীরে মহা কষ্টও সহ্য হইয়া থাকে। সাধারণ সময়কালে যাহা অসম্ভব, বলিয়া মনে হয়, কল্পনাতীত বলিয়া মনে হয় ; বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে তাহাই নিতান্ত সাধারণ সম্ভব হইয়া উঠে।

ঔষধ, তুলা, গজ, আয়োডিন, স্যাভলন ভর্তি ব্যাগটা কাছে টানিয়া লইয়া, নিচে পত্রিকার কাগজ বিছাইয়া, বেতের চেয়ারের উপর কোমর রাখিয়া বা পা সোফার টেবিলের উপর লম্বা করিয়া শোয়াইয়া দিয়া রেন্টু নিজেই বুলেট ক্ষতস্থানগুলি ওয়াস (পরিষ্কার) করিতে লাগিল।

একবার আয়োডিনে তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থান ঘঁষিয়া পরিষ্কার করিতেছে। একবার স্যাভলনে গজ ভিজাইয়া ক্ষত স্থান ঘঁষিয়া ওয়াস করিতেছে। একবার গজ তুলা উভয় দ্বারাই ডলিয়া ঘঁষিয়া পরিষ্কার করিতেছে। অসংখ্যবার ঘঁষিয়া ডলিয়া ওয়াস করিতেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এতো আয়োডিন, ডেটল ক্ষতস্থানে ঢালিয়া দিতেছে, কিন্তু ক্ষতস্থানে সামান্য জ্বালা পোড়াও অনুভব হইতেছে না। শুধু বা পায়ের একটি গুলিবিদ্ধ স্থানে কিছু একটা পদার্থ ঠেকিতেছি। যতবার আয়োডিনে তুলা বা গজ ভিজাইয়া ঘঁষিতেছে, ডলিতেছে, ততবারই কেমন একটা বস্তু বোধ হইতেছে। তবে কি ডাক্তার যে বলিয়াছিল একটি গুলি রহিয়াছে, ইহা কি সেই গুলিটাই?

বেশি গজ তুলা লইয়া, বেশি সময় ধরিয়া, বেশি জোর দিয়া ঘঁষিতেছে, ডলিতেছে। কিন্তু ভিতর হইতে কিছু বাহির হইতেছে না। তবে স্পষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব বোঝা যাইতেছে।

আয়োডিন স্যাভলনের কোন জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হইতেছে না! তবে কি ইহা নকল আয়োডিন, নকল ডেটল? নকল, আসল যাহাই হোক ইহা দ্বারাই কার্য সমাধান করিতে হইবে। ইহা পরিবর্তন করিবার কোনই উপায় নাই। সময়ও নাই। ব্যবহার করা তুলা নিচে পাতা পত্রিকার কাগজ ভরিয়া কার্পেটেও পড়িল। কিন্তু বুলেটে ক্ষত স্থানের ভিতরে থাকা বস্তুটি বাহির করা গেল না।

কিছু একটা চিন্তা করিয়া রেন্টু দরজার কড়া নাড়িয়া প্রকৌশলী ভদ্রলোককে ডাকিয়া তুলিয়া বলিল "আপনার ছেলেমেয়েদের জ্যামিতি বক্সটা আমাকে দিতে হইবে।" ভদ্রলোক তাহা দিলেন, সরি ডিষ্টার্ব করিলাম, দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ুন বলিয়া রেন্টু আবার যথাস্থানে আসিয়া বসিল। জ্যামিতি বক্স খুলিয়া কাটা কম্পাস বাহির করিল। কিন্তু হইবে না। ইহা দ্বারা কাজ হইবে না। উহা প্লাস্টিকের কাঁটা কম্পাস। ইহা আগুনে পোড়াইলে গলিয়া যাইবে।

এইবার রান্না ঘরে যাইয়া রেন্টু খুঁজিয়া দেখিল, বড় বড় দুইটি লোহার তারকাটা (গজাল) দেওয়ালে গাঁথিয়া একটি রশি বাঁধা হইয়াছে। সম্ভবত বৃষ্টির দিনে কাপড়

www.pathagar.com

শুকাইবার জন্য এ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেন্টু মসল্লা বাটিবার পুতা দিয়া গুতাইয়া একটি গজাল লোহা তুলিয়া আনিল। প্রথমে উহাকে খুব ভাল করিয়া মুছিল। তারপর গ্যাসের চুলার আগুনে পোড়াইয়া টকটকা লাল করিল। তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়া উত্তমরূপে ধুইল। ইহার পর পুনরায় গ্যাসের চুলায় পোড়াইয়া রঙিন শলাকায় পরিণত করিয়া, নিজ দেহের ক্ষত-বিক্ষত স্থানে, যে স্থানে পদার্থের উপস্থিতি ঠেকিতেছিল, সেই স্থানে ঢুকাইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ব্যথা যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। সেই ব্যথা যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করিবার সাধ্য রহিল না। সমস্ত শরীর কাঁপিতে শুরু করিল।

কিন্তু ইহাতে রেন্টু থামিল না। গজ, তুলা, আয়োডিন এবং জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দ্বারা ঘঁষিয়া ডলিয়া খোঁচাইয়া ক্ষত-বিক্ষত স্থান পরিষ্কার (ওয়াস) করিতেই থাকিল। বার কয়েক নিস্তেজ বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিল। হুঁশ আসিবার পর আবারও লৌহশলা পোড়াইয়া নিজেই নিজ দেহে অপারেশন চালাইতে লাগিল। রেন্টু জানে যত কষ্টই হোক, কিংবা কষ্টে মৃত্যু হইলে ও তাহার চিকিৎসা তাহাকেই করিতে হইবে। ইহাতে কোন গাফিলতি হইলে ইনফেকশন হইবে। আর ইনফেকশন হইলে দেহে পঁচন ধরিবে। আর দেহে পঁচন ধরিলেও কোন ডাক্তার দ্বারা তাহার চিকিৎসা হইবে না। পঁচিয়া পঁচিয়াই মরিতে হইবে। তাহাছাড়া তাহাকে তো পালাইয়াই থাকিতে হইবে। এমন স্থানে পালাইয়া থাকিতে হইবে, যে স্থান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাহার লোকজন চিন্তাও করিতে পারিবে না। খুঁজিয়াও পাইবে না। প্রায় দুইতিন ঘণ্টা ঘঁষাঘঁষি ডলা-ডলি, লৌহশলাকা (গজাল) দ্বারা খোঁচাখুঁচি, নাড়ানাড়ি, তীব্র ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণার সহিত প্রচণ্ড লড়াই, প্রচণ্ড যুদ্ধ। বিরতি। আবার যুদ্ধ। আবার লড়াই। আবার বিরতি।

এক্ষণে মাংসের গভীরে গ্রথিত বস্তুটি দুর্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। খোঁচাইবার সময় লৌহ শলাকায় ইহা অনুমান হইতেছে। ইহাকে বাহির না করিয়া রেন্টু পরাজিত হইবে না। অবশেষে বস্তুটি তাহা বুঝিতে সক্ষম হইল এবং আর বিলম্ব না করিয়া বাহিরে উঠিয়া আসিয়া দেখা দিল। রেন্টু দেখিল বস্তুটি টুটু বোরের একটি 'বুলেট' (গুলি)।

বুলেটটি টেবিলে রাখিয়া লৌহটি (গজাল) আবারো পোড়াইয়া রক্তিম বর্ণ করিয়া তাহার অগ্রে আয়োডিনে ভেজান গজ জড়াইয়া পায়ের ঐ গর্তে ঢুকাইয়া বার কয়েক খুটাইয়া খুটাইয়া পরিষ্কার করিয়া, খাটের উপর লম্বা করিয়া দেহ লুটাইয়া দিল।

www.pathagar.com

আজ যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার নিষ্ঠুরতা জগৎ দেখিয়াছে। রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া, সান্তা বিচারে নাগরিক হত্যার চেষ্টা জগৎ দেখিয়াছে। মনুষত্বহীন, বিবেকহীন, সহানুভূতিহীন পশুত্বের জলন্ত প্রমাণ জগৎ দেখিয়াছে।

অসভ্য ব্যক্তিরাই নারী শিশুকে জিম্মি করিয়া, লাঞ্ছনা দিয়া মনে আনন্দ অনুভব করে। প্রধানমন্ত্রী তাহাও করিয়াছেন। জগৎ তাহাও দেখিয়াছে। ইহাকে অসভ্য পশু আচরণ ভিন্ন অন্য কিছু কি বলা যাইবে? কপট নেতা, ভণ্ড নেত্রী, স্বার্থপর প্রধানমন্ত্রী,লোভী কাপুরুষ, অত্যাচারী শাসক জগৎ অনেক দেখিয়াছে। আজও দেখিল।

ওহে স্বার্থপর অর্থলোভী,ক্ষমতা লোভীর দল, ক্ষমতা অতি ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। হাতের ময়লার ন্যায় টাকা পয়সা অতি তুচ্ছ পদার্থ। মানুষের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য, ধর্ম-সুনাম, পর দুঃখ কাতরতা, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট ক্ষমতা আর টাকার মূল্য কি হে?

উহারা মনুষ্যত্বহীন নরপশু মনুষ্যের পরিচয়ে মানুষের সহিত মিশিয়াছে ঠিকই। মনুষ্যকূলে জন্মিলেও পশু-পক্ষীদিগের ন্যায় নিজ উদর ভরিতেই সদাব্যস্ত উহারা সকল।

এই সুন্দর ভূবনে জন্মিয়া পশু-পক্ষীর ন্যায় শুধু নিজ স্বার্থ হাসিল করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে ইহারা কি বলিতে পারে?

রেন্টু খাটের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া চক্ষু বুঝিয়া রহিয়াছে। দেহের ক্ষত স্থান সমূহে আয়োডিনে তুলা ভিজাইয়া গজ দ্বারা যথা সম্ভব বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তথাপিও ক্ষতস্থান হইতে চুয়াইয়া চুয়াইয়া রক্ত বাহির হইয়া বিছানার চাদরে লাগিতেছে।

মাতা, স্ত্রী, কন্যা সকলে বন্ধ চোখের সামনে দণ্ডায়মান হইতেছে। ইহাতে দেহ হইতে গুলি অপসারিত করিবার যন্ত্রণা হইতেও কষ্ট বেশি হইতেছে। ইহা অপেক্ষা গুলিতে মরিয়া যাওয়াই অধিকতর শান্তি বোধ হইতেছে।

বন্ধ আঁখির আয়নায় কতজনকেই না দেখা যাইতেছে। কত কথা, কত স্মৃতিই না আসিয়া ভীড় জমাইতেছে। স্নেহময়ী 'মা''র কথা। কলিজার ধন আদরের ছোট কন্যা বনলতার কথাই সবচাইতে বেশি মনে হইতেছে।

বনলতার বাবার প্রতি এত বেশি আকর্ষণ যে তাহার মা না হইলেও চলে। কিন্তু বাবাকে চাই-ই চাই। আড়াই বছর বয়সী বনলতা সারাক্ষণ শুধু বাবার কাছেই ঘুর ঘুর করিবে। আর ক্ষণে ক্ষণে বাবা বাবা বলিয়া লম্বা করিয়া ডাকিতে থাকিবে,

www.pathagar.com

ঘুমাইবার কালে বাবাকে পাশে থাকিতে হইবে, আবার ঘুম ভাঙ্গিবার সময়েও বাবাকে পাশে দেখিতে হইবে।

যদি কখনো ঘুম হইতে জাগিয়া বাবাকে না দেখিল, তাহা হইলে চিৎকার করিয়া আমার বাবা কই? বাবা কই? বলিয়া সারা বাড়ি একখানে করিবে।

আজ বনলতা কি করিতেছে। তাহা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকই জানেন। এই সময়ে বাসায় একটি ফোন করিতে রেন্টুর খুবই ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু বাসায় ফোন করা যাইবে না। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাসার ফোন-এ টেপরেকর্ড ফিট করিয়াছে। এই মুহূর্তে ফোন করিলে, কোন নাম্বার হইতে, কোথা হইতে ফোন করিয়াছে তাহা জানিয়া গেলে, কোথায় সে আছে তাহাও প্রধানমন্ত্রী ও তাহার লোকেরা জানিয়া যাইবে। আর জানিয়া গেলে মৃত্যুর হাত হইতে রেন্টু আর রক্ষা পাইবে না। হাজার মন চাহিলেও ফোন করা যাইবে না।

বড় কন্যা স্বর্ণলতা (১০) ছোট কন্যা বনলতা (২+) নিশ্চয়ই এখনো কাঁদিতেছে। মানুষ মরিয়া গেলে বাড়ির সকলেই যেমন কাঁদিতে থাকে, এখন রেন্টুর বাসায়ও সকলে মিলিয়া ঐ রকমই কাঁদিতেছে।

মসজিদ হইতে ফজরের আযান ধ্বনিত হইল—আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম, চেয়ারে বসিয়া খাটের উপর সেজদা দিয়া রেন্টু ফজরের নামাজ আদায় করিল। সান্তা ভাবী দরজার কড়া নাড়িয়া কহিলেন "রেন্টু ভাই আমি এই ঘরে আসিতে চাই।"

রেন্টু জিজ্ঞাসা করিল কেন? ভাবী বলিলেন আপনার ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে। নাস্তা তৈয়ার করিয়া দেই, আপনি নাস্তা খাইয়া ঔষধ খাইয়া লন। রেন্টু কোন কিছুই না বলিয়া সোফায় গিয়া বসিল। সান্তা ভাবী রান্না ঘরে যাইয়া রুটি আর ডিমভাজি আনিয়া রেন্টুর সম্মুখে দিয়া বলিলেন, নাস্তা খাইয়া ঔষধ খাইয়া লন।

নাস্তা ও ঔষধ দুই-ই খাওয়া তাহার জন্য জরুরি প্রয়োজন। আপনাদেরও খাইতে হইবে বলিয়া রেন্টু সান্তা ভাবীর মুখ পানে চাহিলে, তিনি বিষয়টি আঁচ করিয়া বলিলেন, সন্দেহের কারণ নাই। আপনার ভাইও নামাজ শেষ করিয়া আসিতেছেন। তিনিও আপনার সাথে খাইবেন।

ভদ্রলোক আসিয়া রেন্টুর সঙ্গে নাস্তা খাইতে লাগিলেন। সান্তা ভাবী কার্পেটের উপর পড়িয়া থাকা রক্ত মাখা তুলা, গজ তুলিয়া কার্পেট পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নাস্তা খাইতে খাইতে রেন্টু কহিল, ভাই আপনাদেরকে বড়ই বিপদে ফেলিয়া দিয়াছি। ভদ্রলোক কহিলেন না, রাত তো গিয়াছেই।

ভদ্রলোকের ঐ আস্তে করিয়া রাত তো গিয়াছেই বলিবার মাঝে এমনই একটা ভাব ছিল, এমনই একটা অর্থ ছিল যে, রাত শেষ হইয়াছে। এখন আপনি বিদায় হন। আমাদেরকে মুক্তি দিন। বিদায় হইয়া আমাদের বাঁচিতে দিন। সম্ভব হইলে

www.pathagar.com

এক্ষণেই বিদায় হইয়া যান।

ভদ্রলোকের ইহা বলা বা ভাবা নিতান্তই স্বাভাবিক। ইহাতে এই পরিবারের কোনই ত্রুটি হইবে না। কে রেন্টুর মতো এমন বিপদজনক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিবে? তাঁহারা যে, রাতেই রেন্টুকে বাহির করিয়া দেন নাই বা গোপনে পুলিশ ডাকিয়া ধরাইয়া দিয়া নিজেরা বিপদমুক্ত হন নাই, ইহার জন্যই সারাটা জীবন রেন্টু তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। ইহার অন্যথা হইলে রেন্টু অকৃতজ্ঞের পরিচয় দিবে এবং নিজেকে মানুষ বলিয়া দাবি করিতে পারিবে না।

সান্তা ভাবীর স্বামীর মনের অভিব্যক্তি বুঝিতে পারিয়া রেন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল এই বাসায় আসিয়া ইহাদের জিম্মি করিয়া থাকাটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে। বড়ই অপরাধ হইয়াছে। নিজেকে অপরাধী ভাবিবার পাশাপাশি ইহাও মনে হইল, ইহা ছাড়া আর কোন উপায়ও তাহার ছিল না।

অনন্যোপায় হইয়া, একান্ত বাধ্য হইয়া, জীবন বাঁচাইতে যে কর্ম সেই কর্মের অপরাধ বিবেচনা সমুচিত নহে।

সান্তা ভাবী একটা নতুন পরিষ্কার লুঙ্গি আনিয়া রক্ত মাখা লুঙ্গিটা পাল্টাইয়া এই লুঙ্গিটা পরিতে বলিয়া কহিলেন, একটু পরে আমাদের কাজের ঝি আসিবে তখন কি করিব? রেন্টু কহিল ঝিকে ভিতরে আনিলে, আমি যতক্ষণ থাকিব ঝিকে বাহিরে যাইতে দেওয়া যাইবে না। আর যদি সম্ভব হয়, ঝিকে ভিতরে না আনিয়া পারা যায় তাহা হইলে উত্তম। সান্তা ভাবী কহিলেন, ভিতরে না আনিলে তাহার মনে সন্দেহের অবকাশ হইবে। তাহা ছাড়া রক্তমাখা চাদর, লুঙ্গি ধুইতে হইবে। কার্পেট পরিষ্কার করিতে ঝি-এর প্রয়োজন হইবে।

রেন্টু কহিল, আমি কোন প্রকারে আক্রান্ত হইলে ব্যাগের ভিতরের বোমা ফাঁটাইয়া সকলকে লইয়া নিজে মরিব। আত্মহত্যা করিব। এই কথা স্মরণে রাখিয়া যাহা ভাল মনে হয় তাহাই করুন। তবে অদ্য ঝি ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভিতরে আসিতে দিবেন না এবং তাহাকে বাহিরে যাইতে দিবেন না। আপনারা কেহ বাহিরে যাইতে পারিবেন না। কষ্ট হইলেও ইহাই মানিতে হইবে। তাহা না হইলে এই ব্যাগ কাছে রাখিলাম। বোমা ফাটাইয়া সকলকে লইয়া মরিব।

বাহির হইতে দরজার কড়া নাড়িল। রেন্টু ব্যাগ হাতে দরজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল, সান্তা ভাবী দরজা খুলিয়া ঝিকে ঘরের ভিতরে ঢুকাইয়া দরজায় তালা লাগাইয়া চাবি রেন্টুর হস্তে দিল। ইহার পর অনেকেই আসিল। সান্তা ভাবী দরজা না খুলিয়া ভিতর হইতেই যাহাকে যাহা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া বিদায় করিলেন।

www.pathagar.com

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB নগর সংস্করণ
১৫তম বর্ষ ।। ১৭তম সংখ্যা ।। ঢাকা ।। বুধবার ৭ আষাঢ় ১৪০৭।। ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী ।। 21 JUNE 2000

'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক গুলীবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক মতিউর রহমান রেন্টু (৪৬) গতকাল (মঙ্গলবার) বিকেলে রাজধানীর সূত্রাপুর থানার বি কে দাস রোড এলাকায় গুলীবিদ্ধ হয়েছেন। মতিউর রহমান জানান, "ঐ গ্রন্থটি লেখার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা তাকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে গুলী করে।" তিনি জানান, ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় ৯ নম্বর বি কে দাস রোডে। ঐ সময় তিনি ৯ নম্বর বি কে দাস রোডের একটি ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে বসে ফোন করছিলেন। এসময় তিন যুবক দোকানে ঢুকে পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলী করে। একটি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আর বাকী চার রাউন্ড গুলী তার বাম পায়ে বিদ্ধ হয়। এসময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসলে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেলে তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, " '৭১-এ দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ করেছি। আজ জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আপনাদের সাথে এই কথা বলছি। একটু পরে বাঁচবো কিনা জানি না। এখন আমি যদি মারা যাই তবে আপনারা মনে রাখবেন আমার মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই দায়ী থাকবেন।" তিনি বলেন, " '৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ছয় ব্যক্তিকে 'অবাঞ্ছিত' করা হয়। ঐ ছয় ব্যক্তির মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাকে কেন অবাঞ্ছিত করা হয়েছে আমি জানি না।" এই ঘটনার পর থেকেই আওয়ামী লীগের [illegible] মিথ্যা কাহিনী [illegible] তিনি

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ 'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক মতিউর রহমান রেন্টুর গুলীবিদ্ধ পা। ইনসেটে মতিউর রহমানের ছবি

www.pathagar.com

পত্রিকার হকার আসিলে সান্তা ভাবী নিজেই কয়েকটি পত্রিকা রাখিলেন এবং রেন্টুকে পড়িতে দিলেন। চশমা ব্যতীত রেন্টু পত্রিকা পড়িতে পারিতেছিল না। ইহা দেখিয়া সান্তা ভাবী কাজের ঝিকে দিয়া দোকান হইতে চশমা আনাইয়া দিলেন। রেন্টু একমাত্র ইনকিলাব পত্রিকায় তাহার ছবিসহ সংবাদ দেখিল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাক রেন্টুকে অনেক শক্তি দিলেন। সে এখান হইতেই দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় টেলিফোনে যোগযোগ করিল। সাক্ষাৎকার দিল। এখান হইতে রেন্টু অনেকের সঙ্গে ফোনে কথা বলিল। সকলেই তাহাকে সাবধানে থাকিতে যথা সম্ভব গলির ভিতরের দিকে থাকিতে এবং কাহাকেও বিশ্বাস না করিতে পরামর্শ দান করিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া অবৈধ বেআইনি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী খুনির দলেরা রেন্টুর গৃহ ঘিরিয়া রাখিল। ভিতর হইতে কেহ বাহিরে যাইতে পারিল না। বাহির হইতে পরিজনেরা কেহ ভিতরে আসিতে পারিল না। বাড়ির সকলে আতঙ্কে ও শোকে কাতর হইয়া রহিল। প্রধান গেইট, কেচি গেইট, গ্রীলের গেইট, দরজা-জানালা সকলই দিবা রাত্রি বন্ধ করিয়া রাখিল। ভয়ে ভীত হইয়া, আতঙ্কিত হইয়া রাত্রির অন্ধকারে পর্যন্ত বাতি জ্বালাইতে পারিল না।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োজিত খুনি ঘাতকের দল যে কোন সময়ে, যে কোন মুহূর্তে গেইট ভাঙ্গিয়া সকলকে হত্যা করিবে ; এই আশঙ্কায় বাড়ির সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া, মৃতবৎ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সমূহ বিপদের আশংকায় দুই একজন ছাড়া কেহ-ই সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন না। এই পরিবারের জন্য না রহিল সংবিধান, না রহিল আইন, না রহিল মানবতা।

কিবা দিবস, কিবা রাত্রি এই গৃহে নিশীথের ঘোর নিস্তব্ধতা, সকলই নিস্তব্ধ। আতঙ্কিত ও দুঃখিত অন্তরে মলিন বেশে কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া।

এ সংসারে মাতার স্নেহ নি:স্বার্থ-সন্তানের চরম সাংঘাতিক বিপদ আর পীড়ায় মাতার অন্তরে যেরূপ বেদনা লাগে; এমন আর কাহারও লাগেনা। এক্ষণে পুত্রের মহাবিপদে, স্নেহ-মমতাময়ী মায়ের হৃদয় অন্তরের গ্রন্থি সকল ছিড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন টুকরা টুকরা হইয়া, সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। পত্রিকায় পুত্রের রক্ত মাখা আহত ছবি দেখিয়াছে এবং নানা জনের নানা কথা শুনিয়া, কলিজার ধন পুত্রকে না দেখিতে পাইয়া ও কোথায় কী অবস্থায় আছে তাহা না জানিতে পাইয়া, রেন্টুর স্নেহ-মমতাময়ী মাতা শয্যাশায়ী হইয়া, উত্থান রহিত হইয়া, মৃত্যুর প্রহর গুনিতেছেন।

মাতার আখি জল ফুরাইয়া গিয়াছে। দেহে বল নাই। দিবা রাত্রি আহার নাই। নিদ্রা নাই। কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তালার দরবারে পুত্রের জন্য দোয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে লাগিলেন।

www.pathagar.com

''জননীর পরিতাপ বিবেচনা করিয়া কি কালসর্প ক্রোড়স্ত শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়।''

স্বামীভক্তি, স্বামীমমতা, স্বামীভালবাসা কাহাকে বলিয়া থাকে, তাহা ময়নাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ময়নার মুখখানি যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবারই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, আদর করিতে ইচ্ছা হয়, সুখ বোধ হয়।

ময়নার এক্ষণে আর নিজের শরীরের প্রতি, প্রাণের প্রতি বিন্দু মাত্র মায়া মমতাও নাই। কিবা দিবা, কিবা রাত্রি স্বামীর চিন্তায় মহাচিন্তিত। দিবা-নিশি শুধু অঝোর নয়নে কাঁদিতেছে, আর মহাপ্রভু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্পাকের নাম জপ করিতেছে; এক দিবসে এক রজনীতে কতবার নামাজ পড়িতেছে, তাহার কোনই হিসাব কিতাব নাই। দিবানিশি শুধু নামাজ পড়া ; দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্কে ডাকা। স্বামীর হায়াৎ ভিক্ষা চাওয়া। ইহাতেই সর্বদা মহা ব্যতিব্যস্ত।

ময়না শুধু নিজের আহার নিদ্রাই ছাড়িয়া দেয় নাই, কন্যাদ্বয় স্বর্ণলতা ও বনলতার আহার নিদ্রারও কোন খবর নাই।

ভয়, আতঙ্ক ও চিন্তায় সে একেবারে বিহবল হইয়া গিয়াছে, নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন তাহার দেহে আর কোন সাড়া শব্দ নাই।

সান্তা ভাবীর বাসা হইতে টেলিফোনে দৈনিক দিনকাল পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রেন্টু মূলত দুইটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়াছে।

ঐ সাক্ষাৎকারে সে স্পষ্ট করিয়া বলিল, নিরাপত্তার অভাবে সে থানা বা আদালতে যাইয়া মামলা করিতে পারিতেছে না। বিধায় এই টেলিফোন সাক্ষাৎকারটিকে অভিযোগ হিসেবে গণ্য করিয়া, ***প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামী করিয়া, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পত্রিকায় প্রকাশিত এই রিপোর্টকেই যেন এজাহার হিসাবে গ্রহণ করিয়া লয়। দ্বিতীয়ত :*** দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে, তাহার ও তাহার পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্যোগ লইতে **মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রতি আবেদন জানাইল।**

নাগরিকের প্রতি এই সাংঘাতিক অন্যায় আচরণে, দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সবার অলক্ষ্যে সূর্য দেবতা মলিন ভাবে চুপিচুপি অস্তাচলে চলিয়া গেল।

এ ঘোর বিপদের মাঝে রেন্টুবিহীন বাড়ির সকল লোকের ক্রন্দনে সমসূরে চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস সকলেই কাঁদিতে লাগিল।

www.pathagar.com

দৈনিক

দিনকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

THE DAILY DINKAL

বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৮৪ । বৃহস্পতিবার ৮ আষাঢ় ১৪০৭ । ১৯ রবিউল আওয়াল ১৪০১ । Thursday 22 June 2000 ।

প্রধানমন্ত্রী, বাহাউদ্দিন নাসিম ও সাদিক আব্দুল্লাহকে আসামী করায় অঙ্গীকার

আমার ফাঁসি চাই গ্রন্থের লেখক রেন্টু প্রেসিডেন্টের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী কেন রেন্টুকে হত্যা করাইবেন? সে কথা বুঝাইয়া বলিতে বা বুঝিতে কাহারও বাকি রইল না। গোপনে গোপনে সকলেই বলিতে লাগিলেন *দেশের প্রধানমন্ত্রী হইয়া বই লিখিবার কারণে, নাগরিককে যে হত্যা করায়, একদিন না একদিন তাহার বিচার হইবেই*। এ মহাপাপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অপরাধ প্রকৃতিও সইবে না। *বোধ হয় নরকেও এর ন্যায় মহাপাপির স্থান হইবে না।*

সান্তা ভাবীর স্বামী প্রকৌশলী ভদ্রলোক রেন্টুকে বলিলেন "এখন আপনার শরীর কেমন বোধ হইতেছে?"

রেন্টু কহিল, আমার কোন বোধই হইতেছে না। আমাকে হাল্কা কিছু খাইতে দিন। আমি এখন আপনাদিগকে মুক্তি দিয়া চলিয়া যাইব।

ভদ্রলোক কহিলেন, সত্যিই চলিয়া যাইবেন?

হ্যাঁ, সত্যিই চলিয়া যাইব। এখনই চলিয়া যাইব।

একথা শুনিয়া তাঁহারা জীবন ফিরিয়া পাইলেন। বেজায় খুশি হইলেন। কিন্তু মুখে কিছু কহিলেন না। মুখে কিছু না বলিলেও এই পরিস্থিতিতে মানুষ মাত্রই যে, হাফ ছাড়িয়া বাঁচিবে, মহা আনন্দিত হইবে, ইহাতো নিতান্তই স্বাভাবিক।

সান্তা ভাবী তাড়াতাড়ি ভাত খাইতে দিলেন। রেন্টু খাইতে বসিল, ক্ষুধা না থাকিলেও যত বেশি সম্ভব খাইতে হইবে। এইখান হইতে বিদায়ের পর ভাগ্যে খাওয়া আছে কি নাই, তাহা আল্লাহ্ পাকই জানেন।

রেন্টু ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অন্ন তাহার গলা দিয়া নামিতেছে না। সান্তা ভাবী কহিলেন, যেইখানেই যাইবেন খুবই সাবধানে থাকিবেন। সতর্ক থাকিবেন। আমরা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে হেফাজত করেন।

আপনাদের এতো নির্যাতন করিলাম, এতো অত্যাচার করিলাম, তাহার পরও আপনারা আমার জন্য দোয়া করিবেন? ইহা বলিয়াই রেন্টুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। দুই নয়ন বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

সান্তা ভাবীর স্বামী কহিলেন, আপনাকে রাখিবার স্থান আমাদের নাই। সাধ্যও নাই।

রেন্টু কহিল, কত আপনজন, নিকটজন, ঘনিষ্ঠজন-এর নিকট ফোন করিলাম। আশ্রয় চাহিলাম। সকলেই অপারগতা জানাইল। কিন্তু আপনারা যাহা করিলেন, তাহা ইহ জনমে শোধ হইবে না। পরপারেও এ ঋণ শোধ হইবে কি না তাহা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ পাকই জানেন।

সান্তা ভাবী কহিলেন, ময়নার জন্য আমার খুব কষ্ট হইতেছে। আপনার কিছু হইলে ময়নার কী হইবে। বাচ্চাগণের কী হইবে। রেন্টু ভাই আপনাকে বাঁচিতেই

www.pathagar.com

হইবে। আমরা আপানকে সাহায্য করিতে পারিলাম না। ইহা আমাদের অক্ষমতা। রেন্টু ভাই আপনি আমাদের জন্য বিশেষ করিয়া আমাদের বাচ্চাগণের জন্য দোয়া করিবেন। বিপদগ্রস্ত মানুষের দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বাগ্রে কবুল করিয়া থাকেন। আপনি বাচ্চাদের জন্য দোয়া করিবেন।

রেন্টু কহিল, আমি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি। আপনারা আমার জন্য যাহা করিলেন, এই মহাবিপদের মাঝে আপনাদের কাছ হইতে আমি যে উপকার পাইলাম, আমার যদি সামান্য পরিমাণ নেকি থাকিয়া থাকে, তাহার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক যেন আপনাদের নেক হায়াত দান করেন। বাচ্চাদের যেন অসাধারণ বড় করেন, সুখী করেন এবং নেককার করেন। আমীন!

খাওয়া শেষ করিয়া রেন্টু কহিল, ভাই আপনার এই লুঙ্গি পরিয়াই বিদায় হইব।

তাঁহারা কহিলেন, অবশ্যই, এই লুঙ্গি পরিয়াই যাইবেন। তাঁহারা আরো কহিলেন, এমন কোন কিছু কি আপনার প্রয়োজন যাহা আমরা দিয়া দিতে পারি?

রেন্টু কহিল, আমাকে সেফরাড ৫০০, ক্যাপসুল দিয়া দিতে পারেন। ইহা আমার লাগিবেই।

সান্তা ভাবী রেন্টুকে চা খাইতে দিয়া ঔষধ কিনিয়া আনিতে গেলেন। সেফরাড ক্যাপসুল এবং দশ (১০) হাজার টাকা দিয়া সান্তা ভাবী কহিলেন, টাকাগুলি সঙ্গে রাখিয়া দিন। অনেক সময় টাকা দিয়া বিপদ উতরাইতে সহজ হয়।

রেন্টুর টাকারও প্রয়োজন ছিল। সে টাকা লইয়া বিদায় হইল। সান্তা ভাবীরা তাহাকে নিচ তলার গেইট পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বিদায় করিলেন। নিজেরাও দুই দিনের বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইলেন।

রেন্টু একটি স্কুটার লইয়া ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়া মানিকদি হাবিবের বাসায় ঢুকিল, মুহূর্তের মধ্যে হাবিব বলিলেন, "মাত্র পাঁচ মিনিট আগে এসবির লোক (পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ) আপনার সন্ধানে আসিয়া সমস্ত বাসা তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাশী করিয়া গিয়াছেন। কথাটা শুনিবার মাত্র, রেন্টুর মাথায় বজ্রঘাত হইল। মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। চোখে অন্ধকার নামিয়া আসিল।

আর বাঁচিতে পারিলাম না, মুখে উচ্চারিত হইল। পরক্ষণেই মনে হইল, দম বাহির না হওয়া পর্যন্ত বাঁচিবার চেষ্টা চালাইতেই হইবে। আর কোন কথা না শুনিয়া, কোন কথা না বলিয়া, ঔষধ ভর্তি পলিথিনের ব্যাগটি মাথায় লইয়া, সোজা বাহির হইয়া রাস্তার ধার দিয়া দ্রুত পা চালাইতে লাগিল।

প্রাণ বাঁচাইতে, প্রাণ লইয়া পালাইতে হইতেছে। এই সময়ে অন্য কারো কথা অন্য কোন চিন্তা মনে উদয় হইবার কথা নহে। শুধু প্রাণ বাঁচাইবার নানা কৌশল, নানা পন্থাই মনে মনে উদ্ভাবন করিতেছে। আর দ্রুত হাটিতেছে। কিছুদূর হাটিতেই একটি স্কুটার দেখিল। স্কুটারকে জিজ্ঞাসা করিল ভাই যাইবেন? স্কুটার ওয়ালা কহিল কোথায় যাইবেন?

www.pathagar.com

কোথায় যাইবে, কি করিবে, কোন পথে কোথায় গেলে যমের হাত হইতে রক্ষা পাইবে স্থির করিতে না পারিয়া, রেন্টু কহিল, "শাপলা চত্ত্বর মতিঝিল"।

স্কুটার ওয়ালা কহিল, আবার আসিবেন?

রেন্টু কহিল, না। স্কুটার ওয়ালা একশত টাকা চাহিল। রেন্টু উঠিয়া বসিল। স্কুটার চলিতে লাগিল। রেন্টু চিন্তা করিল শাপলা চত্ত্বর যাইতেছি কেন? এখন মতিঝিল শাপলা চত্ত্বর জনমানব শূন্য! জনমানব শূন্য জায়গায় গেলে আমার কি লাভ হইবে? না, আমার তো কোন লাভ হইবে না। তাহলে আমি শাপলা চত্তর যাইব কেন? ইহা ছাড়া যাইবই বা কোথায়? পিছনে কেহ কী অনুসরণ করিতেছে? পিছনে তাকাইয়া দেখিল, অন্য একটি স্কুটার পিছনে পিছনে আসিতেছে। রেন্টু স্কুটারকে দ্রুত চালাইতে বলিল। স্কুটার সাধ্যানুযায়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। না, পিছনে পিছনে অনুসরণরত স্কুটারকে পিছনে ফেলিয়া নিরাপদ দূরত্বে যাওয়া যাইতেছে না।

এমন সময় বি আর টি সির একটি বাস পিছন দিক হইতে আসিতে দেখিয়া রেন্টু স্কুটার ওয়ালাকে কহিল, এই নিন আপনার একশত টাকা ভাড়া। আপনি পিছনের এই বাসের দরজার সাথে মিলাইয়া খানিকক্ষণ চালাইলেই আমি ঐ বাসে উঠিয়া যাইতে পারিব। স্কুটার সেই ভাবেই চলিল। রেন্টু দুর্ঘটনার নিশ্চিত ঝুঁকি লইয়া বিআরটিসির চলন্ত বাসের ভিতরে উঠিয়া পড়িল।

বাসটি দ্রুতগতিতে ফার্ম গেইট আসিয়া থামিল। আজ আর ঐ বাস চলিবে না।

রেন্টু নামিয়া আর একটি চলন্ত বাসে উঠিল। এই বাসটি পোস্তগোলা চিন মৈত্রী সেতু পার হইয়া মাওয়ার দিকে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু রেন্টু কোথায় যাইবে, কি করিবে, কোন পথে গেলে, কোথায় গেলে যমের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, জীবন বাঁচিবে, কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। এই মুহূর্তে তাহার মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে না। নিজ চিন্তা ভাবনা বিবেক বুদ্ধির সহিত কিছুই করিতে পারিতেছে না। মস্তিষ্কহীন বিবেক বুদ্ধিহীন প্রাণীর ন্যায় চলিতেছে, নাকি দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের ইশারায় চলিতেছে; তাহা কেবল তিনি সৃষ্টিকর্তাই জানেন। রেন্টু বুড়িগঙ্গা নদীর সেতুর (চীন মৈত্রী সেতু) স্প্রীড ব্রেকারে বাস হইতে নামিয়া পড়িল। রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্রাণ বাচাইতে, প্রাণ লইয়া, উদ্দেশ্য বিহীন হাঁটিতেছে। মাথায় শুধু জীবন বাঁচাইবার চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা উদয় হইতেছে না। দেহ আর চলিতে চাহিতেছে না। টলিতেছে দুলিতেছে। যেইখানে যেই অবস্থায় আছে সেইখানেই দেহ লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। সম্মুখে জুরাইন কবর স্থান। রেন্টুর পিতা আর ভ্রাতা এখানেই পরম শান্তিতে চির জনমের মতো ঘুমাইতেছেন।

কোথায় যাইবে, কি করিবে, কি করিলে জীবন বাঁচিবে।

পিতার কবরে যাইয়া লুটাইয়া পড়িবে স্থির করিয়া, কবর স্থানের প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে যাইয়া পিতার কবরে শুধু লুটাইয়াই পড়িল না। বস্তুত ভাঙ্গিয়া পড়িল।

www.pathagar.com

তাহার পর কি হইল, কিছুই বুঝিল না। কিছুই বুঝিবার সাধ্য রহিল না। যখন বুঝিল, তখন চর্তুদিকে আস্‌সাদুআল্লাইলাহা ইল্লাললাহু ওয়াদাহু লাসরিকালাহু, ওয়াআস্‌সাদুয়ান্না মোহাম্মাদান আব্দুহু ওয়ারাসূল্লাহু শব্দ হইতে লাগিল। কালেমা শাহাদাতের এই মধুর ধ্বনির শব্দে রেন্টুর চক্ষু খুলিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল দিবসের আলোয় একটি মুদ্দার (লাশ) লইয়া একদল মানুষ কালেমা শাহাদাত পাঠ করিতে করিতে তাহার পিতার কবরের খানিক সামনে দিয়া সম্মুখের দিকে যাইতেছে।

রেন্টুর বুকের নিচ ভাগে ঔষধের ব্যাগটা ঠিকঠাক মতোই রহিয়াছে। ইহা হইতে ঔষধ ও পানির বোতল লইয়া একটি সেফরাড ক্যাপসুল খাইয়া, অতীব সাবধানের সাথে লাশ দাফন করিতে আসা মানুষগুলির দিকে গভীর লক্ষ করিতেছে। রেন্টুর পিতার কবর বাধাইয়ের প্রাচীরটা তিনফুট উঁচু। দূর হইতে লক্ষ্য করিলে ইহার ভিতরের সকল কিছুই দেখা যাইবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া কবরটি মেরামত না করায় কবরের একদিকের মাটি সামান্য ধ্বসিয়া সুড়ঙ্গ হইয়াছে। কেউ যাহাতে তাহাকে দেখিতে না পায়, ইহার জন্য রেন্টু কবরের প্রাচীর এর সাথে গা মিশাইয়া ব্যাঙের মতো হইয়া লোকদের দেখিতেছে। রেন্টু হঠাৎ ঐ মানুষের মাঝে যমের সন্ধ্যান পাইল। সে দেখিল লাশ দাফন করিতে আসা মানুষের সহিত একজন যমও আসিয়াছে। সেই যম আবার এই দিকেই আসিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেন্টুকে হত্যা করিতে যতগুলি হত্যাকারী খুনি নিয়োজিত করিয়াছেন। এই ব্যক্তি তাহাদেরই একজন। এই যম এইদিকে আসিতেছে কেন? তবে কি সে রেন্টুকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। রেন্টু এক্ষণে কি করিবে? প্রাণ লইয়া দৌড়াইবে? না, দৌড়াইয়া পালাইতে পারিবে না। চারটি গুলিতে আহত এই শরীর লইয়া আর যাই হোক দৌড়াইয়া পালাইতে পারা যাইবে না।

তাহা হইলে সে এক্ষণে কি করিবে? বাঁচিবার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যু বরণ করিবে? মাটি ধ্বসিয়া পড়া পিতার কবরের সুড়ঙ্গের দিকে রেন্টুর চোখ পড়িল। তাহার পিতা যেন ডাকিয়া কহিল "আয় বাবা! শীঘ্র আয়! আমার বুকে আয়, দেখি তোকে কে খুন করে। রেন্টু পা দিয়া সজোরে আঘাত করিয়া সুড়ঙ্গের মাটি আরো ধ্বসাইয়া শৃগালের ন্যায় পিতার কবরে ঢুকিয়া, নব জাতক শিশুর ন্যায় পিতার বুকে গিয়া লুকাইল। পরম স্বস্তিতে বার কয়েক নিঃশ্বাস লইল।

এদিকে কি হইল, তাহা সে কিছুই দেখিল না। কিছুই বুঝিল না। মানুষ মরিলে কবর হয়। রেন্টুর জীবিত কবর হইল। রেন্টু শুনিতে পাইল, সম্ভবত দেখিতেও পাইল, তাহার শ্রদ্ধেয় পিতা পরম স্নেহে তাহাকে আদর করিতেছেন। আর

www.pathagar.com

বলিতেছেন, ওঠো বাবা, ওঠো, খুনি ঘাতক চলিয়া গিয়াছে। তুমি এখন ওঠো, উঠিয়া পানাহারের কিছু আয়োজন কর। দীর্ঘ ষৌলটি বছর পর পিতার আদরের আর স্নেহের ডাক পাইয়া রেন্টু উঠিয়া বসিল। সে দেখিল,মাটি ধসা সুড়ঙ্গ দিয়া জগতের আলো কবরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার কবর কিঞ্চিৎ আলোকিত করিয়াছে।

সেই আলোয় সে দেখিল, এই কবরের ভিতরে তাহার শ্রদ্ধেয় পিতার দুই আড়াই ইঞ্চি লম্বা দুইটি হাড় ছাড়া অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। রেন্টু কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল তাহা টের পাইল না। ইতোমধ্যে কত রজনী, কত দিবস যে পার হইল তাহাও টের পাইল না। তীব্র পানি পিপাসা পাইলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে ব্যাগ এর খোঁজ করিয়া দেখিল, যেই ভাবে তাহার দক্ষিন হস্তে ব্যাগটি ধরা ছিল, সেই ভাবেই ব্যাগটি ধরা রহিয়াছে। ব্যাগের ভিতরে রাখা বোতলের পানি জমিতে থাকিতেই শেষ হইয়া শূন্য হইয়াছিল। উহা এখনও শূন্যই রহিয়াছে। রেন্টু স্থির করিল জগতের আলো নিভিয়া গেলে, সে কবর হইতে বাহির হইয়া জগতে উঠিয়া আসিয়া পানাহারের ব্যবস্থা করিবে।

দিনের আলো নিভিয়া গেল। মর্ত্যলোক অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। রেন্টু ধীরে ধীরে কবর হইতে মর্ত্যে উঠিয়া আসিল। কবর স্থানের প্রাচীর টপকাইয়া বাইরে কিছুদূর আসিয়া রিক্সা ডাকিল। প্রথম রিক্সা তাহার বেশ ভুষা দেখিয়া যাইতে রাজি হইল না। দ্বিতীয় রিক্সা রাজি হইল। পোস্তগোলায় রিক্সা ছাড়িয়া সে একটি ভাতের হোটেলে ঢুকিল। হোটেল কর্তৃপক্ষ তাহার পরিধেয় বস্ত্রে মাটি আর্বজনা দেখিয়া প্রথমে ওই, ওই, বলিয়া ঢুকিতে বাঁধা দিল। পরে দরবেশ-ফকির-পাগল মনে করিয়া কিছু বলিল না। রেন্টু একটি চেয়ার টেবিলে বসিয়া ভাত মাংস খাইল। অনেক খাইল। ব্যাগ হইতে সেফরাড ক্যাপসুল বাহির করিয়া খাইয়া, হোটেল বয়কে একশত টাকা দিয়া বলিল এক বোতল পানি. দশটা পলিথিন ব্যাগ এবং একটি পাউরুটি আনিয়া দিতে। বয় তাহা আনিয়া দিল। সে হোটেল বিল পরিশোধ করিয়া রিক্সা লইয়া কবর স্থানের কাছাকাছি আসিয়া, রিক্সা ছাড়িয়া পায়ে হাটিয়া কবর স্থানের নিকটে আসিল এবং প্রাচীর টপকাইয়া কবর স্থানে প্রবেশ করিয়া পুনরায় পিতার কবরের মধ্যে ঢুকিয়া, উত্তমরূপে পলিথিন বিছাইয়া কবরের ভিতরেই শয্যাশায়ী হইল।

রেন্টুর লাশ নিতে ব্যর্থ হইয়া মাতা স্ত্রী কন্যাদের আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। জিম্মি করিয়া রাখা হইয়াছে।

www.pathagar.com

প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে প্রতি পলকে-পলকে রেন্টু মনে মনে ভাবিতেছে, এতোক্ষণে বুঝি স্ত্রী কন্যাদের মারিয়া ফেলা হইয়াছে। অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে দেহ ছাড়িয়া জীবন যাই যাই করিতেছে। দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া প্রাণ পাখি উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে।

সে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। বুঝিতে পারিতেছে না। দিবা যাইতেছে, নাকি রাত্রি আসিতেছে।

কোন প্রকার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই রেন্টুর মন কাঁপিয়া উঠিতেছে। কারণ আর কিছু নহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া ঘাতক খুনিদের আগমন সম্ভাবনা।

ইহা দেখিয়া, ইহা শুনিয়া, কবরবাসি আশ্চার্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন; শেখ হাসিনা না, প্রধানমন্ত্রী! ছি! ছি! শেখ হাসিনা, সর্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াও কি তোমার চীর নীচুতা স্বভাব যায় নাই? ছি! ছি! এইকী প্রধানমন্ত্রীর কার্য? শেখ হাসিনা তোমার অন্তরের কপাট তুমিই খুলিয়া দেখ। দেখ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্যের সহিত তোমার কর্মের কোন সম্মিলন আছে কি না? যে শপথ লইয়া প্রধানমন্ত্রী হইলে, তাহার সহিত তোমার কর্মের সমতা আছে কিনা?

নীচ পাষাণ প্রাণ না হইলে প্রধানমন্ত্রীর পদে অবস্থান করিয়া নাগরিককে হত্যা করিবার মতো জঘন্য মহা অপরাধ করিতে যাইতে পারিতে না। ছি! ছি! প্রধানমন্ত্রীর নাম তুমি ভূতলে মিটাইলে। প্রধান নির্বাহীর নামে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিলে।

এই দিন দিন নয় আরো দিন রহিয়াছে, ভবিষ্যৎ গর্ভে যে কি নিহিত আছে, তাহা জানিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ধিক প্রধানমন্ত্রী! ধিক!

তুমি প্রধানমন্ত্রীর পদে বিষাদ কালিমা লেপন করিয়াছ। তোমার কর্মে চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বাতাস, বৃক্ষরাজি জীবিত, মৃত সকল প্রাণী, গিরি, গুহা, পবর্তমালা, গ্রহ, নক্ষত্র সকলই কাঁদিয়াছে। শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র, হায়েনার দল এবং দানব সকল লজ্জায় মরিয়াছে।

ওহে মূর্খ হাসিনা! প্রতিপত্তি ক্ষমতা অর্থবল বাহুবল এ সকল লইয়া মূর্খেরাই দর্প করে। তুমি প্রধানমন্ত্রী হইয়াও এ সরল কথাটি উপলব্ধি করিলে না।

তোমার কর্ম ফল একদিন না একদিন তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। তোমার ফাঁদে তুমিই পড়িবে। ইহাই জগতের বিধান। ইহা সৃষ্টিকর্তার বিধান। ক্ষমতার মোহে, ক্ষমতার দম্ভে, মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করিয়া কোন কোন লোকে ভবিষ্যতের জ্ঞান হারাইয়া নাগরিক হত্যার মতো জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাতে কি শেষ রক্ষা হয়?

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কি শেষ রক্ষা হইবে? ধিক! প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তোমাকে শত ধিক!

তুমি সংবিধান লঙ্ঘন করিয়াছ, প্রধানমন্ত্রীর শপথ ভাঙ্গিয়াছ। আইন লঙ্ঘন করিয়াছ। নাগরিক অধিকার হরণ করিয়াছ, মানবতা ভুলুণ্ঠিত করিয়াছ, সকল শিষ্টাচার কলুষিত করিয়াছ।

জলে, স্থলে, আকাশে. পাতালে তোমার কুকীর্তি কীর্তন করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তুমি কি ভাবিয়াছ এইদিনের সন্ধ্যা হইবে না? আসন্ন দিনে কি তোমার বিচার হইবে না? সেই দিনে তোমার এই ক্ষমতার দম্ভো, এই প্রভাব প্রতিপত্তি, সঞ্চিত অর্থ, টাকা কড়ি কোন কাজে আসিবে কিনা জানিনা। **তবে বিচারালয়ে তোমাকে যাইতেই হইবে সুনিশ্চিত জানিয়া রাখ**। দুঃসময়ের পূর্বচিহ্ন, দূরাবস্থার পূর্বক্ষণ তখনই দেখিতে পারিবে। এই কথা কয়টি শুনিতে বিষ সংযুক্ত সুচিকা বিত্তর ন্যায় মনে হইলেও, ইহাও হইতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বিচারের কাঠ গড়ায় যবে দাঁড়াইবে, সেই দিন তুমি বুঝিতে পারিবে ক্ষমতার দম্ভে ক্ষমতারমোহতিমিরে তুমি কেমন আচ্ছন্ন ছিলে। তোমার হৃদয় আকাশ কেমন হিংস্র পৌশাচিক ঘনঘটায় আবৃত রাখিয়াছিলে।

উহু কি ভয়ানক ব্যাপার! দোষ করিলে রেন্টু করিয়াছে। শাস্তি হইলে তাহারই হইবে। তাহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, শিশুকন্যারা কোনই দোষ করে নাই। কিন্তু! উহু! কি নিদারুণ কথা! রেন্টুর লাশ না পাইয়া শেষে বৃদ্ধা, নারী শিশুকে জিম্মি করিলে! আটক করিলে! হায়! হায়! এ অন্যায় অমানবিকতার মাঝে কি মহা-শোকের কল্লোল ধ্বনি ভিন্ন মানবিকতার লেশ মাত্রও থাকিবে না?

রেন্টুকে হত্যা করিতে না পারিয়া তাহার স্ত্রী কন্যাদের অপহরণ করিবে! হত্যা করিবে! জিম্মির বিনিময়ে রেন্টুকে হাজির করিবে!

কোন উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা-নারী-শিশুকে জিম্মি করিলে, গৃহবন্দী করিলে?

মাতাকে বাঁচাইতে পুত্র, স্ত্রীকে বাঁচাইতে স্বামী, সন্তানদের বাঁচাইতে পিতা কিভাবে ছুটিয়া আসে তাহাই দেখিবার জন্য ইহাদের জিম্মি করিলে?

নাড়ি ছেড়া কলিজার ধন, হৃদয়ের বোটা, নয়নের মনি পুত্রকে হত্যার জন্য প্রধানমন্ত্রী গুলি করাইয়াছে, এই সংবাদ কর্ণে প্রবেশ করামাত্র স্নেহময়ী দরদী মাতা

www.pathagar.com

অচৈতন্য হইয়াছেন, চক্ষু বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সেই চক্ষুতে আর অশ্রু বর্ষণ বন্ধ হয় নাই।

স্ত্রী ময়নার পলকহীন আখি স্থির নেত্রে চাহিয়া আছে। নিমেষশূন্য চক্ষে জলের ধারা বহিয়া যাইতেছে। অন্তরে, হৃদয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ আল্লাহ্ নাম নিঃশব্দে জিগির হইতেছে। কন্যাগণ অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে। কি মর্মভেদী দৃশ্য! কি বিষাদ হৃদয় বিদারক ভাব! কাহারও মুখে কোন বাক্য নাই। শব্দ নাই। আহার নাই। বিহার নাই। নিদ্রা নাই। স্নান নাই।

পদ পাদুকাশূন্য, পরিধেয় বস্ত্রের সতর্ক যত্ন নাই। সন্ধ্যা বাতি নাই। এ যেন শুধু এক শোক আতঙ্ক বিহবল নিঝুম বিষাদপুরি।

সকলেই মৃত নীরব ম্লান মুখ। সকল আঁখিই জলে পরিপূর্ণ। এ আঁখি শ্রাবণ বাদলের ন্যায় বিরতিহীন জল ঝরাইয়া চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে আতঙ্ক, শোকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

বেআইনি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী খুনিরা বাড়িটি ঘিরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

যেদিকেই দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই আতঙ্ক, সেই দিকেই বিষাদ। প্রতিবেশীরা সদয় হইয়া, মানবতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, সমূহ বিপদের ঝুঁকি লইয়া, বাড়ির পিছন দিক দিয়া অথবা জানালা দিয়া কোন ক্রমে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিম্নতম খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করিতেছেন।

রেন্টুর সামান্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। পিতার কবরের ভিতরে বসিয়াই একটু পাউরুটি ও সেফরাড ক্যাপসুল পানির সহিত গিলিয়া পূনরায় শয্যাশায়ী হইল। মর্ত্যলোকে কি হইতেছে, কি না হইতেছে, কিছুই জানিল না। বুঝিল না। কবরের ভিতরে মুর্দ্দারের সহিত মুর্দ্দারের (মরদেহ) ন্যায় গভীর ঘুমে অচৈতন্য হইল।

রেন্টুকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গুলি করিবার কথা শুনিয়া এবং স্বামীর রক্ত দেখিয়া তাহার স্ত্রী ময়নার মুখের কথা বন্ধ হইয়াছে। হৃদয়ের গভীরে অদৃশ্য অন্তরে নিদারুণ ব্যথা লাগিয়াছে। শুধুই ক্রন্দন ভিন্ন এক্ষণে তাহাদের আর উপায় কি? এ পরিবারের দুঃখের অন্ত নাই।

www.pathagar.com

রেন্টু জীবিত না মৃত! এ চিন্তায় ময়নার মস্তক ঘুরিয়া গেল। মস্তিষ্কের মজ্জা আলোড়িত হইয়া বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। রক্ত মাংস, অস্থি, চর্ম সংযুক্ত শরীর না হইয়া যদি পাথরে গঠিত হইত, যদি লৌহ নির্মিত হইত তাহা হইলে এ শরীর শত বিদীর্ণ হইয়া গলিয়া যাইতো।

এই কথাটি চিরন্তন সত্য। সকল সময়েই আল্লাহ পাক স্বয়ং নায়কদের হেফাজত করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ বিদ্রোহ। গোলাগুলির মধ্যেও নায়কদের দেহে গুলিবিদ্ধ হয় না। যদিও বা বিদ্ধ হয়, শরীরের এমন সকল স্থানে বিদ্ধ হয় তাহাতে নায়কের মৃত্যু হয় না। ইহা চিরন্তন সত্য।

রেন্টুর দ্বারা এই সত্যটি পুনরায় প্রমান হইল। তাহার দেহে চারটি গুলিবিদ্ধ হইলেও সে মরিল না।

সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। অনন্ত মহাপ্রভুর ক্ষমতা অসীম। তিনিই অসহায়ের সহায়। বিপদের কাণ্ডারী, বিপদ সাগর হইতে উদ্ধারের একমাত্র উদ্ধার কর্তা, রক্ষাকর্তা। সৃষ্টি কর্তার কৃপা হইলে, দয়াময় পরম দয়ালুর দয়া হইলে প্রধানমন্ত্রী সে দয়া ঠেকাইতে পারিবে না। তিনি বিধাতা, জগৎকর্তা যদি রেন্টুকে এ জগতে বাঁচাইয়া রাখিতে চান, তাহা হইলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কেন সারা জাহানের সকল প্রধানমন্ত্রী একত্রিত হইয়াও রেন্টুকে হত্যা করিতে পারিবে না। এ কথায় অবশ্যই বিশ্বাস রাখিতে হইবে। সর্ব মঙ্গলময় অদ্বিতীয় আল্লাহ যাহা করেন, সৃষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্যই করেন।

প্রধানমন্ত্রী! বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা! তুমি জানিয়া শুনিয়া আজ ভুলিয়া যাইতেছ? জুলফিকার আলী ভুট্টোর কি অবস্থা হইয়াছিল, একবার ভাবিয়া দেখ। তোমার পিতার কি হইয়াছিল, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ।

সেই প্রাচীন কথা, সেই অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তির কথাই কেবল স্মরণ

www.pathagar.com

করাইয়া দিতেছি। তিনি কিনা করিতে পারেন? জগৎ অধিকর্তা যাহা ঘটাইবেন তাহা নিবারণে কাহারও ক্ষমতা নাই। তিনি সর্বপ্রকার দয়াময়, সকল অবস্থাতেই করুণাময়।

ভাবিলে কি হইবে? আর কাঁদিলেই বা কি হইবে? সর্বাবস্থায় শুধু দয়াময় পরমদয়ালু আল্লাহ পাককেই স্মরণ করিতে হইবে। তাহার সাহায্য চাইতে হইবে। তিনি সবই করিতে পারেন। পর্বতকে সমুদ্রে পরিণত করিতে, বনকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে, মহানগরকে মাটির তলায় চাপা দিতে তাঁহার কতক্ষণের কাজ?

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবধান! ক্ষমতা তিনিই দিয়াছেন। এ ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? আর বাড়াবাড়ি করিও না। আর অত্যাচার করিও না। তোমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা তুমি জান না।

তোমার প্রেরিত খুনির দল রেন্টুর লাশ না পাইয়া প্রাণের প্রাণ অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিনী ময়নাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বাড়ির প্রধান ফটক ভাঙ্গিবার চেষ্টা চালাইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া ময়নার মুখের ভাব যে কি প্রকার হইয়াছিল তাহা কল্পনার অতীত, চিন্তার বহির্ভূত।

রেন্টুর মাতার আর স্ত্রী ময়নার প্রাণ পাখি সে সময়ে দেহ পিঞ্জরে ছিল কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

চক্ষুস্থির, কণ্ঠরোধ. স্পন্দনহীন. চৈতন্য নাই। দু'জনেই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মাতা কহিলেন "রেন্টু! বাবা রেন্টু। তোর স্ত্রী কন্যাদের বোধ হয় আর বাঁচাইতে পারিলাম না। তুই কি বাঁচিয়া আছিস বাবা? আমরা চিরবন্দী, জিম্মি। এখন আমাদের মৃত্যু শুধু সময়ের ব্যাপার। আমরা সকলে নিশ্চিৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। দুঃখ শুধু আমরা তোর লাশটাও দেখিতে পারিলাম না, তুইও বাবা আমাদের লাশ দেখিতে পারলি না।"

মাতা! কিসের ভয় মাতা? কাহার অন্তিঃকাল কোন সময়ে উপস্থিত হয় তাহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বিনে কেহই বলিতে পারে না। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের মহিমার অন্ত নাই। তিনি কতজনকে কত বিপদ, কত কষ্ট, কত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সামান্য

www.pathagar.com

বন্দিদশা হইতে, নির্যাতন হইতে, অত্যাচার হইতে, মুক্তি দেওয়া, উদ্ধার করা তাহার কতক্ষণের কার্য?

জীবন মৃত্যু সবই মহাপ্রভু সৃষ্টিকর্তা করুণাময় আল্লাহ পাকের হাতে। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাক, তুমি অগতির গতি তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি বিপদের কাণ্ডারী, তুমি সর্বরক্ষক। তোমার মহিমার শেষ নাই। তুমিই স্রষ্টা, তুমিই দোজাহানের মালিক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তুমি কি ইহার বিচার করিবে না?

হে জগতবাসি দেখ, বৃক্ষপত্র দেখ, আকাশ বাতাস দেখ, চন্দ্র, সূর্য দেখ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী রূপে কী অন্যায় করিতেছে, মানবতা লাঞ্ছিত করিতেছে। সভ্যতা ধ্বংস করিতেছে। সকল ন্যায় পরায়নতা পদদলিত করিতেছে।

রেন্টুর মাতা দুই হাত তুলিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের নিকট দিবানিশি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হে করুণাময়! হে তামাম জাহানের মালিক! আমি তোমার নিকট বিচার চাই। আমাদিগকে আজ এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার কর।

হে পরম দয়াময়, দিন দুনিয়ার অধিপতি আমাদিগকে এই দুরন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৌরাত্ম হইতে, নৃশংসতা হইতে, নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা কর। এই নিদারুণ কষ্টের চাইতে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। আমাদের মৃত্যু দাও।

জননীর পরিতাপ বিবেচনা করিয়া কী কালসর্প ক্রোড়স্ত শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়?

শৃগাল যেই রূপ দিনের বেলায় গুহার ভিতর লুকাইয়া থাকে, ঘুমাইয়া থাকে, রেন্টুও শৃগালের ন্যায় অর্ধাহারে, খাইয়া, না খাইয়া দিনের বেলায় কবরের ভিতরে লুকাইয়া থাকে, ঘুমাইয়া থাকে। শুধু বোতলের পানি দিয়া সেফরাড ক্যাপসুল ঠিকঠাক মতই খাইয়া থাকে। বিশেষ ভাবে প্রাকৃতিক ডাক আসিলে কোন ক্রমে বিশেষ সতর্কতার সহিত কবর হইতে বাহির হইয়া, জমিনে উঠিয়া আসিয়া, প্রাকৃতিক ডাক সারিয়া তাড়াতাড়ি কবরের ভিতরে গিয়া লুকাইয়া পড়ে। রাত্রি কিছু অধিক হইলে, লোকচলাচল কিছু কম হইলে, কবর হইতে বাহির হইয়া একেক দিন একেক এলাকায়, একেক হোটেলে গিয়া, যতটা তাড়াতাড়ি পারে যত বেশি পারে খাইয়া লয়। বোতলের পানি ছাড়াও সামান্য কিছু টুকিটাকি খাবার লইয়া আবার কবরের ভিতরে লুকাইয়া পরে।

www.pathagar.com

এইভাবে রেন্টুর দিন কেমন কাঁটিতেছে। ভাল না মন্দ কাঁটিতেছে, সামনে কি প্রকার কাটিবে এই সকল কিছুই দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। তিনি যাহাই করিবেন, মঙ্গলের জন্যই করিবেন।

রজনীর মধ্যভাগ হয় নাই। প্রায় হয় হয় করিতেছে। তাহার আগেই রেন্টু কবর হইতে উঠিয়া, পোস্তগোলা এক হোটেলে পানাহার সারিয়া আবার কবর স্থানে আসিতেছে। কবর স্থানের পাশে আসিয়া সবে বাউন্ডারি দেয়াল-এর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় একটি লোক চোর, চোর বলিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রেন্টু লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুত পিতার কবরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

চর্তুদিকে চোর, চোর, কাফন চোর রব শুরু হইল। কবর স্থান ঘেরাও কর, কাফন চোর ধর, বলিয়া লোকের শোরগোল পড়িয়া গেল। হায়! হায়! এক্ষণে তো প্রতি কবর কবর তল্লাশি শুরু হইয়া যাইবে। ধরাতো পড়িতে হইবে। ধরা পড়িবার পর জনতার উত্তম-মধ্যম যাহা পিঠে পড়িবার, তাহাতো পড়িবেই। গণ পিটুনিতে মৃত্যুও হইতে পারে।

গণধোলাইয়ের পর যদিও বা জীবন বাঁচিয়া যায়, তাহার পর পুলিশ ধরিবে। আর পুলিশ ধরিলে যে কি হইবে, তাহাতো পূর্বেই খোদ প্রধানমন্ত্রী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। হায়! হায়! এক্ষণে কি উপায়? হে রক্ষাকর্তা প্রভু। এক্ষণে কি উপায়! দয়াময় প্রভু আদেশ করিলেন "পালাইতে হইবে, কাল বিলম্ব না করিয়া, এক্ষণেই কবর হইতে উঠিয়া পালাইতে হইবে। ভুল ক্রমেও আর কবরে দিকে মুখ ফেরানো যাইবে না।"

পিতার বুক হইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি লইবার তো প্রশ্নই উঠিল না। বিদায় লইবারও এক্ষণে সময় নাই। এই কয়দিনে যতটুকু বিশ্রাম আর শক্তি সঞ্চয় হইয়াছিল তাহা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাইয়া, ক্ষিপ্র বেগে দক্ষিণ পূর্বকোণের প্রাচীর টপকাইয়া গলির ভিতর দিয়া মেইন রোড (ঢাকা নারায়নগঞ্জ রোড)-এ আসিয়া রেন্টু দেখিল, মালবোঝাই একটি ট্রাক নাকের ডগার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে দ্রুত পিছন দিক দিয়া চলন্ত ট্রাকের মালের উপর উঠিয়া ভুট হইয়া শুয়া পড়িল।

ট্রাক চলিয়া যাইতেছে। কোথায় চলিয়া যাইতেছে। পশ্চিমে, না পূর্বে, উত্তরে না দক্ষিণে। যেথায় খুশি সেথায় যাক। তাহাতে রেন্টুর আর ভ্রুক্ষেপ নাই। সে ভুট হইয়া মরার মত পড়িয়া রহিল। ইহার চাইতে মরিলেও ভাল হইত।

ক্ষিপ্রগতিতে প্রাচীর টপকাইবার সময় গুলিবৃদ্ধ ক্ষত এক স্থানে আঘাত লাগিয়াছে। যদি চলন্ত ট্রাক হইতে পড়িয়াও যায়, তাহাতেও রেন্টুর আর ভ্রুক্ষেপ নাই। আপত্তিও নাই। বুলেটে ক্ষত বিক্ষত স্থানে নতুন করিয়া আঘাত, তাহাতে তীব্র যন্ত্রণা, যাহা সহিবার নহে। যন্ত্রণায় প্রাণ পাখি দেহ পিঞ্জর হইতে উড়ি উড়ি করিতে লাগিল।

কুহকিনী দুনিয়ার এমনই মায়া যে তাহাকে ছাড়িবার কথা স্মরণে আসিলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। প্রাণের মায়া কাহার না আছে? মৃত্যুর ভয় কাহার হৃদয়ে না সঞ্চার হয়?

জন্মদাত্রী চিরদুঃখিনী মায়ের মুখখানি রেন্টুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে

www.pathagar.com

লাগিল। তাহার চাইতে অধিক ভাসিয়া উঠিল হৃদয়ের অংশ, কলিজার অংশ, নয়নের মণি, প্রাণাধিক প্রিয় তাহার দুই কন্যা স্বর্ণলতা আর বনলতার স্নেহময় আদরের কচিমুখ দুইখানি। সেই সঙ্গে প্রাণ প্রিয়তমা স্ত্রী ময়নার মুখখানিও ভিড় করিতে লাগিল।

রেন্টুর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে; প্রাণফাটিয়া যাইতেছে। পশু পাখি বৃক্ষরাজি হায়! হায়! করিতেছে। আর চর্তুদিক দৈবশব্দ হইতেছে। ধিক! প্রধানমন্ত্রী ধিক! কি আশ্চর্য! দেশের প্রধানমন্ত্রী হইয়া দেশেরই এক ক্ষুদ্র নাগরিককে বিনাবিচারে হত্যা করিতে আদাজল খাইয়া নামিয়াছে। এমন আশ্চর্য ঘটনা জগতের কোন স্থানে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

ট্রাক চলিতেছে, কোথায় যায় এক্ষণে সে চিন্তা বিফল, অদৃষ্টে যা লিখা আছে তাহাই ঘটিবে। ট্রাক চলিতেছে।

ক্রমে রাত্রি পোহাইল। ভোর হইল। সূর্যদেব যতই উর্ধ্বে উঠিতেছে, তাপাংশ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। রেন্টুর চোখের ঘুম ও জল দুইয়ের নামমাত্রও নাই। কাঁদিবারও শক্তি নাই। চলিবারও শক্তি নাই, এক্ষণে আর বাঁচিবার ভরসা নাই। আকাঙ্ক্ষাও নাই। প্রাণ বিহঙ্গ দেহ পিঞ্জর হইতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে।

প্রিয় পাঠক, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে লিখিতে লিখিতে আমি এইখানে আসিয়াছি। লেখক বলিতে যাহা বোঝায় আমি তাহা নই। কোন দিন ভাবিতেও পারি নাই। চিন্তাও করিতে পারি নাই। আমি লেখক হইব। বাস্তব ঘটনার অবিশ্রান্ত বর্ণনায় এখন এইখানে আসিয়া হাজির হইয়াছি। এমন কঠিন বিষয় বর্ণনা করিতে মাথা ঘুরিতেছে। হস্ত কাঁপিতেছে। লেখিবার গতি রোধ হইতেছে। চিন্তা অসার হইতেছে। হৃদয়ে ভয় হইতেছে। দুঃসময়ের দুঃসহ স্মৃতি চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া আনিতে দেহ, মন সকলেই ভীত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে দুলিয়া উঠিতেছে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী হইয়া ভাড়াটিয়া অবৈধ অস্ত্রধারী দিয়া রেন্টুর বৃদ্ধা মাতা, যুবতী স্ত্রী এবং শিশু কন্যাদিগকে গৃহে আটক করিয়া রাখিয়াছে। জিম্মি করিয়া রাখিয়াছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দিবস রজনী প্রতিক্ষণে অস্ত্র উচাইয়া হত্যার হুমকি প্রদান করিয়া চলিয়াছে।

শিশু কন্যাদ্বয় ভয়ে বিহবল, দিবা-নিশি মুখ চাপিয়া ক্রন্দন করিতেছে। মাতা নাড়ী ছেড়া ধন-পুত্র শোকে, অন্যদিকে দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের মুখের দিকে চাহিয়া জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিতেছেন।

নিদারুণ নিষ্ঠুর মহা বিপদের সমুদ্রে প্রাণপতির বিরহে সতি নারী, রেন্টুর স্ত্রী ময়নার প্রাণ ফাঁটিয়া যাইতেছে। সদা মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

www.pathagar.com

শোক তাপে মাতা-স্ত্রী-কন্যা একত্রে দিন রাত্রি হায়! হায়! করিতেছে। সেই রব আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এর চাইতে একত্রে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। আত্মহত্যায় যন্ত্রণার মুক্তি।

মরহুমা রহমানের এই ছবিটি দৈনিক মানবজমিন থেকে নেয়া -২২শে জুন ২০০০ইং
তিনি জানেন না তার স্বামী জীবিত না মৃত্যু তিনি শুধু এই টুকুই জানেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার স্বামীকে হত্যা করার জন্যই গুলি করিয়েছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এই পৈশাচিক অমানবিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কেউ মুখটিও খুলিতেছেন না। টু শব্দটিও করিতেছেন না। **অথচ দেশে কত কেশবীর, জাতীর মাথা মুণ্ডু, বিবেকের আঠি** ইত্যাদি কত কিছুই না রহিয়াছেন।

হে চন্দ্র-সূর্য দেখ! এই নাগরিকের দুর্দশা দেখ। সৃষ্টিকাল হইতে আজি পর্যন্ত প্রতিদিন তোমরা কত ঘটনা, কত অন্যায়-অত্যাচার, কত সুখ-দুঃখই না দেখিয়াছো।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া বই লিখিবার কারণে রাষ্ট্রের নাগরিক হত্যার এমন আয়োজন এই সভ্যতার যুগে, এই আধুনিক সমাজে আর কি কখনো দেখিয়াছো? এমন বিষাদ কালিমা কখনও দর্শন করিয়াছো?

এই প্রাণী কয়টির তুল্য দুঃখ কখনো কি তোমাদের চক্ষে পড়িয়াছে? এসো হে চন্দ্র, এসো হে সূর্য, স্বামী এখনও জীবিত থাকিতে স্ত্রীর বৈধব্য দেখিয়া যাও! পিতা জীবিত থাকিতে সন্তানদের এতিমত্ব দেখিয়া যাও! পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে মাতার পুত্র শোক দেখিয়া যাও! আইন থাকিতে আইনের লঙ্ঘন দেখিয়া যাও। সংবিধান থাকিতে সংবিধানের খেলাপ দেখিয়া যাও! এতো বর্বরতা, এতো নিষ্ঠুরতা একবার সচক্ষে দেখিয়া যাও!

ট্রাক চলিতেছে। হঠাৎ বিকট শব্দে ট্রাকের পিছনের চাকা ফাঁটিয়া গেল।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ট্রাকটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইল। ট্রাক থামিয়া পড়িল। ট্রাকের হেলপার স্পিয়ার চাকা নামাইতে ট্রাকের ছাদের উপর উঠিল। রেন্টু কোন ভ্রুক্ষেপ করিল না। যথারীতি উপুড় হইয়া শুইয়াই রহিল। হেলপার ছাদে উঠিয়া চাকা নামাইবে কি? রেন্টুকে দেখিয়া ওস্তাদ, ওস্তাদ, বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ট্রাক ড্রাইভার কি হইয়াছে, জানিতে চাহিল। হেলপার কহিল, ট্রাকের উপর মানুষ পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত না জীবিত বোঝা যাইতেছে না।

ড্রাইভার উপরে উঠিয়া আসিয়া রেন্টুর কবরের মাটি মাখা লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, দেহ দেখিয়া আল্লাহর নামে দেওয়ানা কোন পাগল ফকির মনে করিয়া সম্মানের সহিত আস্‌সালামুয়ালাইকুম বলিয়া সালাম করিয়া কহিল "আপনি কোথায় যাইবেন? বাকশক্তিহীন দুর্বল, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত রেন্টু কোন উত্তর করিল না। চক্ষু বন্ধ করিয়া অবলীলা ক্রমে শুইয়া রহিল।

www.pathagar.com

ড্রাইভার হেলপারকে বলিল, এই তুই চাকা নামাইয়া চাকা পাল্টা। হেলপার চাকা নামাইয়া চাকা পাল্টাইতে লাগিল।

ড্রাইভার রেন্টুকে কহিল "হে আল্লাহর দরবেশ আপনি যদি দয়া করিয়া ভিতরে আমার সিটের (আসনের) পাশে বসিয়া যান তাহা হইলে আমি বেজায় খুশি হইব। তাহা না হইলে, আমরা আপনার কি খেদমত করিতে পারি বলিলে আমরা তাহা করিব।"

রেন্টু কোন উত্তর করিল না। নীরব রহিল। বার কয়েক বলিবার পর ড্রাইভার কহিল "আর যদি এইখানেই শুইয়া থাকিতে মনস্থ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার বেয়াদ্দবী না লইলে আমরা যাত্রা শুরু করিলাম।" ট্রাক চলিতে শুরু করিল।

শরীরের যে স্থান সমূহে বুলেট (গুলি) ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেদিকে রেন্টুর এক্ষণে আর ভ্রুক্ষেপ নাই। সে এখন অনুভূতি শূন্য। চিন্তা শূন্য। মনের গভীরে ভয়ের রাজ্যে নিমগ্ন। পা দুটি স্থির। আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু বন্ধ করিল।

বুলেট বিদ্ধ ক্ষত স্থানের জ্বালা, পিপাসার জ্বালা, ক্ষুধার জ্বালা, স্ত্রী, কন্যা পরিজনকে শত্রুর কবলে ফেলিয়া পলাইয়া আসার দুঃখ-বেদনার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িল। হে জগৎ, আকাশ, পাতাল, অন্তরীক্ষ, অরণ্য সাগর, পবর্ত, পশু, পাখি, জীব, জন্তু এবং পৃথিবীর মানুষ সকল তোমরা দেখ।

প্রধানমন্ত্রীর নিষ্ঠুরতা দেখ। শেখ হাসিনা সরকারের পৈশাচিকতা দেখ। বরবর্তা দেখ।

আইন, আদালত-বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, নগর সভ্যতা, সেনাপ্রধান, পুলিশ প্রধান, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, কলামিস্ট যিনি যেইখানে যেইভাবে ছিলেন, তিনি সেইখানে সেইভাবেই আছেন। কেহই একটু খানি টু শব্দও করিলেন না। সকলেই নীরব। চর্তুদিক নীরব।

কিন্তু আকাশ পাতাল, বায়ু প্রান্তর ভেদ করিয়া রব হইতেছে হায়! হায়! এ অন্যায়; এ নিষ্ঠুরতা এ বর্বরতা। হায়! হায়! এ রব শুনিয়া কোকিলের কুহু কুহু সুরের মোহতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পাখি সকলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভোরের বাতাস বহিল না। ভোরের পাখিরা ডাকিল না। বলিয়া উঠিল হায়! একি হইতেছে? একি ঘটিতেছে? চর্তুদিক হইতে কেন হায়! হায়! রব হইতেছে?

প্রধানমন্ত্রী নাগরিক হত্যা করিতেছে! নারী শিশুকে প্রতিশোধ স্পৃহায় জিম্মি করিয়া রাখিয়াছে। বেআইনি পন্থায় বন্দি করিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে। মাতা, স্ত্রী, কন্যা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জ্বলন্ত হুতাসনে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত রহিয়াছে। যে কোন মুহূর্তে সরকারের লেলাইয়া দেয়া অবৈধ অস্ত্রধারীদের হাতে, কিম্বা আত্মহননে

www.pathagar.com

সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে। হায়! হায়! কি নিদারুণ কথা!

আবার সেই অন্তর ভেদী হায়! হায়! রব! হায়! হায়! এ রব শেখ হাসিনা ও তার সরকারের কর্ণে প্রবেশ করিল না। জিঘাংসায় সকলেই বধির হইয়া গেল।

তথাকথিত মানবতাবাদীরা ভয়ে শৃগালের ন্যায় লেজ গুটাইয়া গর্তে লুকাইল। নিজ স্বার্থ হাসিলেই ব্যস্ত রহিল।

এক অতি বড় ত্রিশাল বীর (মূলত ইহারা কাপুরুষ) রেন্টুর বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল "ওরে বাপরে! আমাকে মারিয়া ফেলিবে। বন্দুকের ব্যারেল (নল) আমার দিকে ঘুরাইয়া দিবে। রেন্টুকে হত্যা করিতে ব্যর্থ হইয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাথা এখন বারুদের ন্যায় গরম হইয়া আছে। এই অবস্থায় রেন্টুর মাতাকে দেখিতে গেলে আমাকেই মারিয়া ফেলিবে। আমি ভাই মরিতে চাহি না। রেন্টুর মাতাকেও দেখিতে চাহি না। রেন্টুর মাতা স্ত্রী কন্যাদের কপালতো পুড়িয়াছেই। আমাদের কপাল আর পুড়াইতে চাহি না। ভাই ও প্রস্তাব আর মুখেও আনিও না।"

বিচারপতি হইতে রাষ্ট্রপতি, জাতির বিবেক হইতে জাতীয় নেতা/নেত্রী সকলেই নীরব। স্পন্দনহীন জড়বৎ নীরব! শুধু নীরব! দেশের প্রধানমন্ত্রী হইয়া নাগরিককে হত্যা এহেন বর্বরতায় এহেন পৈশাচিকতায় নিষ্ঠুরতায় কেহ-ই মুখ খুলিলেন না।

দু'একটি সংবাদপত্র ব্যতীত দেশের প্রায় সকল সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকগণই মুখে, চোখে এবং কর্ণে ঠুলি আটিয়া রহিল। তাহাদের কর্ণে এবং চোখে এই নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, নৃশংসতা বিন্দু মাত্র প্রবেশ করিল না। তাহাদের হৃদয়ে ও বিবেকে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করিল না। তারপরও কি বলিতে হইবে এই সকল বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সকল সত্য প্রকাশ করিবার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে? ধিক্! ধিক্!

কিসের লোভে ইহাদের পাষাণ হৃদয় সত্যের পথ ছাড়িয়া মিথ্যার মোহে ডুবিয়া রহিল? কিসের প্রতি তাহারা মোহিত হইয়া নীরব রহিল, তাহা বিধাতাই সঠিক বলিতে পারিবেন। এ জগত সংসারে বিধাতা ব্যতীত এমন কেউ কি আছেন যিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?

অর্থ! হায়রে অর্থ! তুমিই জগতের সকল অনর্থের মূল।

সাংবাদিক হইয়া সত্য সংবাদ প্রকাশ না করা, বিচারপতি হইয়া অবিচারে হৃদয় না কাঁদা, রাষ্ট্রপতি হইয়া নাগরিকের পক্ষে কথা না বলা। অর্থ, এ সকলই তোমার জন্য। তুমি একারণেই সকল অনর্থের মূল। তোমার কী মোহিনী শক্তি, কী মধুমাখা বিষ সংযুক্ত প্রেম।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কলামিস্ট সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত, মহাব্যস্ত। ক্ষমতার কাছে থাকা। ক্ষমতার ভাগ লওয়া এও এক মহাশক্তি। এর জন্য ন্যায়-অন্যায় বিসর্জন দিয়া সকলেই পাগল প্রায়। তবে অর্থ চিন্তাই এদের মাঝে প্রবল।

আজ যদি রেন্টুর অগাধ অর্থ থাকিত। দুই হাতে অর্থ ছিটাইতে পারিত। কাক পক্ষির ন্যায় উহারা সেই অর্থ পকেটে পুরিতে পারিত। তাহা হইলেও কিছু শব্দ হইত, কিছু সরব উচ্চারণ হইত, বাদ প্রতিবাদ, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হইত।

প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নাগরিক হত্যার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। পুলিশ, এন এস আই, ডিবি, সিআইডিসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল শক্তি নাগরিক হত্যার কাজে লেলাইয়া দেয়া হইয়াছে। এই নিষ্ঠুর অমানবিক বর্বরতায় পশুপক্ষীর চোখেও জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তরও ফাটিয়া যাইতেছে। এই নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? কে না ব্যথিত হইবে?

রেন্টু ও তাহার স্ত্রী, কন্যা, মাতার প্রতি যেরূপ অত্যাচার চলিতেছে, তাহাতে যেকোন মনুষ্য প্রাণীর হৃদয় তন্ত্রী ছিঁড়িয়া না যাইয়া পারে না। নাগরিকের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এরূপ ঘোরতর অত্যাচারের কথা, নির্যাতনের কথা, অন্যায়ের কথা শুনিলে কাহার চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়?

দেশের সৃষ্টিতে, দেশের স্বাধীনতায় যে রেন্টুর অসাধারণ অবদান সেই মুক্তিযোদ্ধা রেন্টু ও তার পরিবারের এই দশা! হায়! হায়! কোথায় মানবতাবাদীর দল? সংবাদপত্র, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, সুশীল সমাজ। তাহারা কি এই নাগরিকের জন্য হৃদয়ে বেদনা বোধ করেন না? যন্ত্রণা অনুভব করেন না?

হায়! হায়!! স্বার্থবাদীর দল! তাহারা নিজ নিজ স্বার্থে এমনই বিভোর হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর তাঁহাদের মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০০-এ রেন্টুর কথা লিখিল। বলিল। কিন্তু ইহারা সকলে বলিল না।

একদিন কি জগতের মানুষ ইহাদের দুষিবে না? ধিক্কার ধ্বনিত হইবে না? স্বার্থবাদী, ভণ্ডের দল বলিয়া তিরস্কার করিবে না?

www.pathagar.com

OFFICIAL TEXT

প্রামাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani, Dhaka 1213

মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০০

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০০

ঢাকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি -- ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলোঃ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন প্রাক্তন সহকারী মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা একটি বই ২৯শে জুন তারিখে সরকার নিষিদ্ধ করেন। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বইটিতে এমন সব বক্তব্য রয়েছে যেগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারে। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এর লেখককে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা ঢাকায় গুলি করে আহত করে।

পৃষ্ঠা - ২৪

OFFICIAL TEXT

প্রামাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani, Dhaka 1213

U.S. Department of State
Country Report on Human Rights Practices for 2000

DHAKA, FEBRUARY 27 – The following is the text of the Bangladesh portion from the annual State Department Human Rights Report released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor in Washington, February 26, 2001.

(begin text)

On June 29, the Government banned a book written by Matiur Rahman Rentu, a former aide to Awami League president and current Prime Minister Sheikh Hasina, on the grounds that it contained materials that could provoke hatred and malice toward the Government. The author was shot and injured by unidentified assailants in Dhaka after his book first was released.

Page -20

www.pathagar.com

রেন্টুর মাতা, স্ত্রী, কন্যাদের মহাক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ছেদিয়া অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক প্রকাশ করিতেছে, আল্লাহতালার আরশ কম্পমান টলিতেছে।

অথচ সামান্য লোভের বর্শবর্তী হইয়া ইহাদের লোভাতুর কঠিন মন, সত্যের পক্ষে দাঁড়াইতেছে না। সত্য প্রকাশে সত্য লিখিতেছে না। সত্যের পক্ষে মুখ খুলিতেছে না।

বিবেক, মনুষ্যত্ব, দায়-দায়িত্ব মূল্যবোধ সকলই আজ স্বার্থের নিকট পরাস্ত হইল। মানুষের স্বাভাবিক গুণ আজ ইহাদের দেহ মনে স্থান পাইল না।

সর্বত্র অভিযান চালাইল। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। মাটি খুঁড়িয়া তল্লাশি করিল। কিন্তু কোথাও রেন্টুকে জীবিত, আহত অথবা মৃত পাইল না।

ট্রাক চলিতে চলিতে খুলনার রূপসা নদীর রূপসা ফেরি ঘাটের ফেরিতে উঠিল। ফেরিতে পূর্ব হইতেই গোটা চারেক পুলিশ এবং জন সাতেক যুবক একত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রেন্টু ইহা দেখিয়া যথা সম্ভব নিজেকে আড়াল করিয়া ট্রাকের উপরই উবুড় হইয়া শুইয়া রহিল। খানিক পরে একটি যাত্রীবাহী বাস আসিল। বাসটি ফেরিতে উঠিবার আগেই পুলিশ এবং যুবকেরা কর্ম তৎপর হইয়া উঠিল। বাসটি ফেরিতে উঠিতেই যুবক এবং পুলিশেরা প্রথমে চর্তুদিক হইতে বাসটি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ইহার পর তিন চারজন ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাত্রীদের মাঝে নির্দিষ্ট কাহাকে খুঁজিতে থাকিল। কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছে তাহাকে মিলিল না। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে একজন উচ্চস্বরে কহিল, "ঢাকা হইতে একজন আসামী পুলিশের গুলিবিদ্ধ হইয়া আহত অবস্থায় পালাইয়া এইদিকে আসিয়াছে। আপনারা চোখ কান খোলা রাখিবেন, আহত কাউকে দেখিলেই থানায় অথবা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ অফিসে সংবাদ দিবেন। সংবাদদাতাকে উপযুক্ত পুরুস্কার দেওয়া হইবে।"

ট্রাকের ত্রিপালের উপর শুইয়া থাকিয়া রেন্টু সবই দেখিল এরং শুনিল। ঘাতক প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার সহযোগী ঘাতকের সকলেই জানিত খুলনায় রেন্টুর শ্বশুরবাড়ি। আর তাই তাহারা অনুমান করিয়াছে, সন্দেহ করিয়াছে রেন্টু খুলনা আসিতে পারে।

রেন্টু ঠিকই খুলনায় আসিল। তবে ইচ্ছা করিয়া সে খুলনায় আসে নাই। ভাগ্য তাহাকে এই দিকে টানিয়া আনিয়াছে। রেন্টুর মৃত্যু কি খুলনার মাটিতে রহিয়াছে?

www.pathagar.com

তাহা না হইলে ভাগ্য রেন্টুকে এইখানে টানিয়া আনিল কেন? কে ইহার জবাব দিবে?

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাক যাহা করিয়া থাকেন নিঃসন্দেহে ভালোর জন্যই করিয়া থাকেন। মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন।

তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনি দয়া করিয়া কি করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। ফেরিতে আর একটি যাত্রীবাহী বাস উঠিল। পুলিশ ও যুবকগণ পূর্বেকার কায়দায় বাসে তল্লাশি করিল এবং যাত্রীদের উদ্দেশ্যে পুরুস্কারের ঘোষণা করিল। ফেরি ছাড়িয়া দিল। রূপসা নদীর খুলনার তীরে আসিয়া ফেরী ভীড়িল।

ট্রাক চলিতে লাগিল। রেন্টু দেখিল তার শ্বশুর বাড়ির গেইটের সম্মুখ দিয়া তাহাকে লইয়া ট্রাকটি চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে শ্বশুর বাড়ি যাইবার চিন্তা করাও মহাপাপ। কোনই সন্দেহ নাই ; তার শ্বশুর বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োজিত ঘাতক খুনিরা ওঁৎ পাতিয়া আছে। এক্ষণে শ্বশুরবাড়ি যাইবার চিন্তা করা, যমের বাড়ি যাইবার চিন্তা করারই নামান্তর। শ্বশুর বাড়ি যাইবার চিন্তা মনে না আসিলেও, রেন্টুর ময়নার কথা মনে আসিল।

এই বাড়িতেই ময়না জন্মিয়াছে! শৈশব কৈশর পার হইয়া এই বাড়িতেই সবে ময়না উঠন্ত যৌবনে পা দিয়াছে, ভাগ্যচক্রে রেন্টুর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে তখন সপ্তাদর্শী তরুণী। বিবাহের আদি অন্ত বুঝিবার সময় তখন তাহার হয় নাই। ঘর সংসার, দাম্পত্য জীবন, স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন ইত্যাদি বিষয়ে ময়নার তখন অনু পরিমাণেও ধারণা ছিল না। এই সকল যাহা কিছু শিখিয়াছে, বিবাহের পরই রেন্টুর কাছেই শিখিয়াছে।

ভাগ্যচক্রে যদি ময়নার রেন্টুর সহিত বিবাহ না হইত, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লেলাইয়া দেওয়া ঘাতক খুনিদের দ্বারা আজ জিম্মি হইতে হইতো না। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে বিধবা হইতে হইতো না।

ট্রাক ছুটিয়া চলিয়াছে। আচ্ছা! ফেরিতে পুলিশ আর যুবকদের পুরুস্কার ঘোষণা কি ট্রাক চালক আর হেলপার শোনে নাই? রেন্টুর মনে ভয় ও সন্দেহ দানা বাঁধিতে লাগিল। সে আবার অস্থির হইয়া উঠিল।

ফাঁকা জায়গায় একটি গতি রোধকের সম্মূখে ট্রাক-এর গতি কিছু কমিলে, চলন্ত ট্রাক হইতে দ্রুত নামিতে যাইয়া রেন্টু একজন সাইকেল আরোহীর উপর গিয়া পড়িল। নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল। বুলেটের ক্ষত স্থানে ভীষণ ব্যথা পাইয়া মাটিতে লুটাইয়া রহিল। সাইকেল আরোহী টলিতে টলিতে কোন ক্রমে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেও সাইকেল রক্ষা করিতে পারিলেন না। সাইকেলটি মাটিতে রেন্টুর পার্শ্বে পড়িয়া গেল। ভদ্রলোক উত্তেজিত হইয়া "ফাজিল, ফাজিল" বলিয়া বার কয়েক গালি দিয়া নিজ সাইকেল উঠাইয়া বলিলেন "তুমি কি আকাশ হইতে আসিয়া পড়িলে?"

www.pathagar.com

কোথা হইতে কেমন করিয়া আমার কাছে আসিয়া পড়িলে? তাজ্জব ব্যাপার তোমাকে তো আমি দেখিতেই পাই নাই। তুমি কোথা হইতে কেমন করিয়া আমার ঘাড়ে পড়িলে? উঠো, উঠো, বলিয়া রেন্টুর কাঁধে হাত দিলেন। রেন্টু উঠিল না, কথাও বলিল না। ভদ্রলোক রাস্তার পাশে গাছের সাথে সাইকেলটি হেলান দিয়া রাখিয়া রেন্টুকে ধরিয়া উঠাইলেন।

রেন্টু গোঙাইতে গোঙাইতে আমার ব্যাগ? আমার ব্যাগ, ঔষধের ব্যাগ? বলিতে লাগিলে ভদ্রলোক রাস্তায় পড়িয়া থাকা ঔষধ-এর ব্যাগটি তুলিয়া আনিয়া হাতে দিলেন।

রেন্টু তাকাইয়া কহিল আপনি কি বাবু ভাই? ভদ্রলোক কহিলেন হ্যাঁ, আমি বাবু। আপনি কে?

রেন্টু কিছুক্ষণ চুপ থাকিল, ভাবিল। অতঃপর কহিল আমি আপনার বন্ধু ইমরানের ভায়রা।

ইমরানের ভায়রা? কোন ভায়রা? আপনার নাম?

আমার নাম রেন্টু।

রেন্টু ভাই! হায়! হায়! একি আপনার হাল?

রেন্টু : আপনি জানেন না?

বাবু : আমি সব শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনি কোথায় যাইতেছেন?

রেন্টু : আমি জানি না!

বাবু আর রেন্টু গাছের তলায় ছায়ায় বসিয়া যুক্তি পরামর্শ করিল। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিল।

বাবু জানাইলেন খুলনায় রেন্টুর শ্বশুর বাড়ির লোকজনের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা যেইখানেই যাইতেছে, প্রধানমন্ত্রীর লোকেরা সেইখানেই যাইতেছে। ইমরানের পিছু পিছু বাবুর বাড়িতে সরকারি গোয়েন্দারা আসিয়াছিল। খুলনায় থাকিলে বাঁচিবার কোন আশাই থাকিবে না।

রেন্টু কহিল, তাহা হইলে কি সুন্দরবনে চলিয়া যাইব?

বাবু সম্মতি দিয়া কহিলেন, সুন্দরবনে হিংস্র জীবজন্তু বাঘ ভাল্লুক থাকিলেও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লেলাইয়া দেওয়া অবৈধ অস্ত্রধারী ঘাতক খুনি দলের হিংস্র লোকেরা নাই। সরকারি গোয়েন্দারা নাই। সেখানে খাদ্য-খাদকের অভাব থাকিলেও হিংস্রাবৃত্তিতে হিংস্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যমদূতের দৌরাত্ম নাই। এইখানে, শহরে, লোকালয়ে পদে পদে বিপদ, চারিদিকে শত্রু, কেবল শত্রু, সকলেই প্রাণ লইতে উদ্যত।

যত শীঘ্রই হোক আপনার সুন্দরবন চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাহা হইলে আর বিলম্ব নহে।

রেন্টুকে ঐ স্থানে বসাইয়া রাখিয়া বাবু সাইকেল যোগে নূতন বাজার লঞ্চঘাটে

www.pathagar.com

আসিলেন। সেখানে হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাবু জানাইলেন, আজ একটি ছাড়া আর লঞ্চ নাই। এই লঞ্চটিও আবার সুন্দরবন নলিয়ান যাইবে না। এই লঞ্চটি যেই ঘাটে ভিড়িবে সেইখান হইতে বেশ খানিক পথ হাঁটিয়া তাহার পর সুন্দরবন নলিয়ান যাইতে হইবে।

রাজি হইয়া রেন্টু কহিল, আগে মনুষ্যকুল ছাড়িয়া যাই। তাহার পর হাঁটিতে হয় হাঁটিব। মরিতে হয় মরিব।

বাবু একবার কহিলেন সীমান্ত পাড়ি দিয়া ভারত গেলে কিরূপ হয়।

রেন্টু কহিল ভারতে গেলে ভারতবাসী 'দা'য়ের এক কোপে নরবলী দিবে। দুই কোপ আর লাগিবে না।

বাবু কহিলেন, আপনিতো অতীতে বহুবার সীমান্ত পাড়ি দিয়া ভারত গিয়াছেন। তখন তাহারা আপনাকে জামাই আদর করিয়াছে। আজ কেন নরবলী দিবে?

রেন্টু কহিল, তখনতো আমি ভারতীয় এজেন্টদের লোক হইয়া কাজ করিয়াছি। এখন আমি ভারতীয় এজেন্টদের গোপন তথ্য ফাঁস করিয়াছি। ভারতীয় স্বার্থের বেঘাত ঘটাইয়াছি। **ভারতীয়দের নিকট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবচাইতে বিশ্বাসযোগ্য আপন ব্যক্তি**। এই ব্যক্তিই আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছেন। এখন ভারতে যাওয়ার অর্থ হইল, বলির পাঠার ন্যায় বলির জন্য নিজের মাথাটি পাতিয়া দেওয়া।

অবশেষে বাবু রেন্টুকে লইয়া নতুন বাজার লঞ্চঘাটে আসিয়া লঞ্চে উঠিলেন। লঞ্চ চলিতে শুরু করিল। তাহারা সুন্দরবন অভিমুখে যাত্রা করিল।

রেন্টুর আর বাবুর ঘনিষ্ঠতা যাহাতে প্রকাশ না পায় ইহার জন্য পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছে না। তাহাদের দেখিলে কাহারো বুঝিবার উপায় নাই যে, তাহারা একে অপরকে চিনিত।

লঞ্চ চলিতেছে বাবুর এক পরিচিত যুবক তাঁহার পাশে বসিয়া কহিলেন, শুনিয়াছি ঢাকা হইতে এক আসামী গুলিবিদ্ধ হইয়া পালাইয়া এই দিকেই আসিয়াছে। লঞ্চ ছাড়িবার কিছুক্ষণ আগে পুলিশ আসিয়া আসামীকে খুঁজিয়া গিয়াছে। আর পুলিশের সহিত আসা সাদা পোষাকের লোকেরা আসামীকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া জানাইয়াছে। লঞ্চ চলিতেছে।

নূতন বাজার লঞ্চ ঘাটে আসিয়া লঞ্চ ছাড়িবার খোঁজ খবর লইয়া বাবু যখন রেন্টুকে আনিতে গিয়াছিল, সেই সময়েই পুলিশ আসিয়া লঞ্চ তল্লাশি করিয়া গিয়াছে। ২১ শে জুন রাত হইতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া পুলিশ এবং সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন বাস টার্মিনাল, ফেরি, লঞ্চ ইত্যাদি সমূহে রেন্টুকে ধরিবার জন্য তল্লাশী চালাইতে শুরু করিয়াছে।

www.pathagar.com

দয়াময় প্রতিপালক খোদার অভিপ্রেত কার্যে বাধা দিতে সাধ্য কার? কার ক্ষমতা তাহার বিধানের বিপর্যয় করে? আগে তল্লাশি তাহার পর রেন্টুর লঞ্চে আগমন, দয়াময় তিনিই ইহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

লঞ্চ চলিতে চলিতে ঘাটে আসিয়া থামিল। এই লঞ্চ ঘাটটির নাম কি তাহা রেন্টুর জানার সুযোগ হইল না। লঞ্চ হইতে নামিয়াই সে দেখিল স্পীড বোর্ড-এ পুলিশ। সে একবার শুধু বাবুর দিকে তাকাইল। বাবু তাহাকে ইশারা করিয়া সুন্দরবনের পথ দেখাইল।

রেন্টু ক্ষিপ্রপদে সুন্দরবনের লক্ষ্যে সেই পথে যাইতে লাগিল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। জঙ্গলময় পথ। রজনী গভীর। দেহে চারটি গুলি বিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে প্রচুর রক্তক্ষরণও হইয়াছে। বিশ্রামহীন বিরামহীন পথ চলায় তাহার গতি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। শরীর অবশ হইয়া আসিল। কিন্তু প্রাণের মায়ায়, জীবনের মায়ায়, দ্রুত পথ চলিতে লাগিল।

ছুটিয়া যাইতে যাইতে বহুদূর ছুটিয়া গেল।

মহান সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু আল্লাহ পাকের মহিমার অন্ত নাই। দ্রুত গতিতে পথ চলিতে চলিতে রেন্টু সুন্দরবনের পথ না চিনিয়া লোকালয়ের দিকে জনবসতির দিকে যাইতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে মনে মনে আশা করিয়াছিল সুন্দরবন বেশি দূরে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া যাইবার দীর্ঘশ্বাস লইব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া ঘাতক খুনিদের হাত হইতে নির্ভয়ে

www.pathagar.com

নিরাপদ হইবে। ঘাতকের বুলেট দেহের যে চারটি স্থানে বিদ্ধ হইয়াছিল সেই ক্ষত স্থানে এই মুহূর্তে বেদনা-যাতনা কিছুই অনুভব করিল না।

সে মৃত্যু আতঙ্কে এতোই বিভোর হইয়া ছিল যে, বুলেটে ক্ষত স্থানের জ্বালা-যন্ত্রণা বুঝিবার সামর্থও তাহার রহিল না।

সারা নিশি ত্রস্তপদে হাঁটিয়া রেন্টু বড়ই ক্লান্ত হইল। মনে মনে ভাবিল বহুদূরে আসিয়াছি। সুন্দরবনের কাছাকাছি। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। রেন্টু স্থির হইয়া বসিল। চর্তুদিকে উষার আলোয় আলোকিত হইতে লাগিল। সে নির্ভয়ে বসিয়া আছে। অদৃষ্টের লেখনে ঘটনাচক্রে কি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অদৃষ্টের লিপি খণ্ডাইতে মানুষের সাধ্য কি? রেন্টু সারাটি রাত্রি ত্রস্তপদে হাঁটিয়াছে সত্য—মনে মনে স্থির করিয়াছে বহুদূর আসিয়াছি।

এইখানে প্রধানমন্ত্রীর লেলাইয়া দেওয়া খুনিদের ভয়ে ভাবিতে হইবে না; পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া মরিবার ভয়ে ভাবিতে হইবে না।

কিন্তু হায় অদৃষ্ট! তাহার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সুন্দরবনের পথ ভুলিয়া সারাটা রাত্র লঞ্চ ঘাটের মধ্যেই ঘুরিয়াছে।

প্রভাত হইল। চক্ষুর ধাধা ছুটিয়া গেল, প্রাণ চমকিয়া উঠিল, মনে মনে বলিয়া উঠিল হায়! আমার কপাল মন্দ! হায়! আমি কি করিলাম; প্রাণ বাচাইতে সারারাত পরিশ্রম করিয়া হাঁটিলাম। কি কপাল! এই তো সেই লঞ্চ ঘাট!

পথ দেখাইতে রেন্টুর সঙ্গে আসা বাবু যে স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাকে ইশারায় সুন্দর বনের পথ দেখাইয়া বিদায় লইয়াছিল, এই তো সেই স্থান। রেন্টু চমকিয়া উঠিল। এইতো সেই পথ, সেই পথি পার্শ্বের দৃশ্য। সেই লঞ্চঘাট। ঘটিয়াছেও তাহাই। পথ প্রদর্শক একমাত্র সঙ্গি বাবু যে স্থানে তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। দ্রুত হাঁটিয়া সারা নিশী ঘুরিয়া ফিরিয়া, প্রভাতে আবার সেই স্থানেই আসিয়াছে।

রেন্টুর মনে শঙ্কা, যে ঢাকা হইতে খুলনা হইয়া সুন্দরবন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঘাতকের দল হয়তো তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

না, নিরাশ হইয়া এইখানে বসিয়া থাকা উচিৎ হইবে না। সুর্যোদয় হইলেই এই স্থান ছাড়িয়া সম্মুখের বেত গাছের ঝোঁপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিবে। কোন রকমে দিনটা পার করিতে পারিলেই বোধ হয় বাঁচিয়া যাইবে। সন্ধ্যা ঘোর হইলেই আবার সুন্দরবনের পথ ধরিবে।

বিলম্ব না করিয়া রেন্টু বেত গাছের ঝোঁপের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ কালে বেতের কাটা শরীরে বিদ্ধ হইলেও উহা ঝোপের মধ্যে রেন্টুর প্রবেশ ঠেকাইতে পারিল না।

ঝোঁপের মধ্য স্থান গাছ শুন্য ফাঁকা, পরিষ্কার। এই স্থানে শুধু বসিয়া থাকাই না, ইচ্ছা করিলে শুইয়া থাকাও যাইবে।

www.pathagar.com

বেত ঝোঁপের কিনারা ঘেঁষিয়া পুকুরের ন্যায় জলাশয়। জলাশয়ের পাড় ধরিয়া সারিসারি ভ্যান্যা গাছ। এই ভ্যান্যা গাছের পাতা বিছাইয়া বেতের ঝোঁপের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে রেন্টু সাধ্যানুসারে আত্মগোপন করিল। কিন্তু একদিকে ফাঁকা রহিল, সেইদিকে তাহার মনোযোগ হইল না। জরাশীর্ণ ক্লান্ত বলহীন আহত দেহে রেন্টু ব্যাঙের ন্যায় ভুট হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক দূরে একবাড়ি হইতে এক বৃদ্ধা মহিলা ছাগল লইয়া ঝোপের কাছে জলাশয়ে আসিলে, ছাগলটি দৌড়াইয়া ঝোপের মধ্যে ডুকিয়া পড়িল। বৃদ্ধা ঝোপের মধ্যে তাকাইলে দৃষ্টিতে অন্য এক প্রকার বস্তু দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এটা কি? মানুষের ন্যায় পোষাক পরিহিত মনে হইতেছে। কিন্তু মানুষ বোধ হইতেছে না। মাথা, ঘাড়, মুখ দেখা যাইতেছে না। একি ব্যাপার! বৃদ্ধা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ঝোঁপের নিকট যাইয়া দেখিলেন, একটি মানুষ ব্যাঙের আকারে দুই পায়ের মাঝে মাথা ঢুকাইয়া মৃত প্রাণীর ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

রেন্টুর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিলেন। হৃদয়ের ব্যথায় আহা! আহা! করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কে গো বাছা তুমি? কোন মায়ের কলিজার ধন গো বাবা তুমি?

কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া মুখে বলিলেন, তুমি কি বাবা বাঁচিয়া আছো? বলিয়াই রেন্টুর শরীরে হাত রাখিয়া মৃদু ধাক্কা দিতে লাগিলেন।

রেন্টুর দেহে হাত দিয়াই বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন। রেন্টু মরে নাই। কিন্তু প্রচণ্ড জ্বরে তাহার দেহ পুড়িয়া যাইতেছে। সে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধা জলাশয় হইতে কাপড়ের আচল ভিজাইয়া জল আনিয়া, রেন্টুর মুখে ছিটাইতে লাগিলেন। খানিক পরেই রেন্টুর চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে অতি কষ্টে চাহিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইল।

বৃদ্ধা কহিলেন, আমাকে দেখিয়া এতো ভয় করিতেছো কেন বাবা? তোমার কি প্রাণের মায়া নাই? ওরে বাপধন। এই ঝোপঝাড়ে সর্প-টর্পের অভাব নাই। দিনের বেলায়ও শৃগাল আসিয়া কামড়াইয়া ধরে। বাবা, কাহার ভয়ে তুমি এইভাবে এইখানে লুকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছো? বল বাবা, আমার নিকট খুলিয়া বল, সকল কিছু খুলিয়া বল, মনের কথা বল; তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আমার পেটের সন্তান তুল্য। কোন দুঃখিনী মায়ের সন্তান তুমি? তোমার না জানি কতই বিপদ। কোন পাষণ্ডের ভয়ে তুমি এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়া আছো?

রেন্টুর মুখে কোনই কথা নাই, চোখ দুইটি পুনরায় বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল। বৃদ্ধা মৃদু স্বরে, সজল চক্ষে বলিতে লাগিলেন, হা বাবা! সোনার চাঁদ, ননীর পুতুল, মানিক বাবা। তোমার কোন ভয় নাই— আমি তোমাকে সাবধানে রাখিব। লুকাইয়া রাখিব। তোমার কথা কাহারও নিকট বলিব না। তুমি আমারই পেটের সন্তান বাবা! পঁচিশ বছর আগে কালা জ্বরে মারা গিয়াছে আমার যে পুত্র, তুমি আমার সেই পুত্র

www.pathagar.com

অমর। আল্লাহ আমাকে আবার তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। তোমাকে আর আমি জ্বরে মরিয়া যাইতে দিব না। অমর তোমাকে বুকের মধ্যে রাখিব। প্রাণের মধ্যে রাখিব।

মাতৃতুল্য দয়াবতী নারী রেন্টুকে তুলিয়া নিজ বস্ত্রের আবরণে গাত্র ঢাকিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

প্রচণ্ড জ্বরে পুড়িয়া যাওয়া রেন্টুর মস্তক ও কপাল জলে ভেজা শাড়ির অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাবা! তুমি আমার মরিয়া যাওয়া পুত্র অমর। তোমার প্রতি যে অন্যায় করিবে, অত্যাচার করিবে নিঃসন্দেহে তাহার অমঙ্গল হইবেই হইবে। তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। দয়াময় খোদাও ঐ অত্যাচারীকে রক্ষা করিবেন না।

বাবা, আমি তোমার মা। মায়ের কোল হইতে যমদূতও তোমাকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। এই মায়ের দেহে প্রাণ থাকিতে তোমাকে কেহ ক্ষতি করিতে পারিবে না। বাবা কিছু খাও, বলিয়া মুড়ি গুড় খাইতে দিলেন। পেটে প্রচুর ক্ষুধা থাকিলেও প্রাণের ভয়ে ও জ্বরের তাপে মুখে খাদ্য যাইতেছিল না। মাতা আপন পেটের সন্তানের অনিচ্ছায় যেমন মুখে খাদ্য তুলিয়া দিয়া আহার করান বৃদ্ধা সেইরূপে মুড়ি ও গুড় হাতে তুলিয়া রেন্টুর মুখে দিতে লাগিলেন।

আহার শেষ হইলে বিছানা পাতিয়া কহিলেন, বাবা এই বিছানায় শুইয়া ঘুমাও। দুপুরের আহারের সময় হইলে তোমাকে জাগাইয়া খাওয়াইব।

পলিথিন ব্যাগ হইতে ২টি ৫০০ মি. গ্রা. সেফরাড ক্যাপসুল বাহির করিয়া পানি দ্বারা গিলিয়া খাইয়া রেন্টু শুইয়া পড়িল।

একে তো চারটি গুলিতে আহত, তাহার উপর বিরামহীন রাত্র জাগিয়াছে, সেই সাথে হাঁটিয়াছে। মরার উপর খাড়া ঘায়ের ন্যায় প্রচণ্ড জ্বর। মাতৃকোলে শিশুর ন্যায় রেন্টু ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল, না, জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল বুঝা গেল না।

গৃহের এক কক্ষে অতি নির্জন স্থানে রেন্টু মৃতের ন্যায় শুইয়া আছে। অন্যকক্ষে পূজনীয় মুক্তিদাত্রী দয়াবতী স্নেহময়ী বৃদ্ধাকে গৃহকর্তা বলিতেছেন লঞ্চঘাটে লোকেরা বলাবলি করিতেছে, গতকল্য এই দিকে এক পলাতক ফেরারী আসামী লঞ্চযোগে আসিয়াছে। পুলিশ আসিয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

হঠাৎ রেন্টু তাহার মাতার কণ্ঠ শুনিল। স্নেহময়ী জন্মদাত্রী গর্ভধারিনী মাতা তাহাকে বলিতেছেন, "শীঘ্র পালাইয়া যা। পশ্চিম মুখে পালাইয়া যা। তোর মহা বিপদ আসিয়াছে। ওঠ। আর বিলম্ব করিস না, এই মুহূর্তেই পালাইয়া যা।" বলিয়াই মাতা তাহাকে ধাক্কাইয়া ঘুম হইতে উঠাইতে লাগিলেন।

মায়ের যাদুর স্পর্শ ও মধুর কণ্ঠের ডাক শুনিয়া রেন্টুর হুঁশ ফিরিয়া আসিল। সে হুরমূর করিয়া উঠিয়া ঔষধের ব্যাগটি এক ঝটকায় হাতে লইয়া, দিনের ভাগেই

www.pathagar.com

গৃহের পিছন দিক দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা রমনীকে বলিবার ফুসরত পাইল না। সাহস ও ভরসা কিছুই পাইল না। আবারও শুরু হইয়া গেল পালাইবার পালা।

সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। পথ হারাইবার ভয়ে শিবশা নদীর কুল ধরিয়া রেন্টু ছুটিতে লাগিল। প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে প্রাণ লইয়া পালাইতে হইতেছে। এই সময়ে বৃদ্ধা রমনীর কথা, রীতিনীতির কথা, ভদ্রতার কথা কিছুই মনে হইতেছে না। শুধু প্রাণ বাঁচাইতে প্রাণ লইয়া পালাইবার চেষ্টাই চলিতেছে।

এদিকে গৃহকর্তার কথা শুনিয়া গৃহকর্তী বৃদ্ধা রমনী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "না, না, ঐ কক্ষে কেহ নাই, কেহ নাই। তুমি বিশ্বাস করিও ঐ কক্ষে কেহ নাই। আমি তোমাকে ঐ কক্ষে যাইতে দিব না, বলিয়া কক্ষের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, আমার অমর, আমার অমর। পঁচিশ বছর পর আমি আমার অমরকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছি। তুমি অমরকে পুলিশে ধরাইয়া দিবে না।"

গৃহকর্তীর এই রূপ প্রলাপ শুনিয়া গৃহকর্তা রীতি মতো অবাক হইলেন এবং গৃহকর্তীর বাঁধা উপেক্ষা করিয়া ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া, গৃহকর্তীকে কহিলেন "তুমি কি সব প্রলাপ বকিতেছো? এই কক্ষে তো কিছুই নাই!"

গৃহকর্তী ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, সত্যিই কক্ষ শূন্য।

গৃহকর্তা দরিদ্র মাঝি। খেয়া পারাপারের নৌকাটিসহ সামান্য ভিটা ও জমি জমা তাহার রহিয়াছে। গড়াই খালি লঞ্চ ঘাটে খেয়া পারাপারই তাঁহার প্রধান পেশা।

দু'টি কন্যাসন্তান জন্মিবার পরপরই মারা গিয়াছিল। তাহার পর তাহাদের আরেকটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। তাহারা এই পুত্র সন্তানটির নাম রাখিয়াছিলেন অমর। কিন্তু অমর নাম রাখিলেও অমর, অমর হয় নাই। অমর মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। পঁচিশ বছর আগে দশ বছর বয়সে অমর কালা জ্বরে মৃত্যু কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তাহাদের আর সন্তান হয় নাই।

কোন অসহায় শিশু, কিশোর, যুবককে দেখিলেই বৃদ্ধা রমনীর হৃদয়ে অমরের আবেগ অনুভূতির জন্ম হয়। রেন্টুকে দেখিয়াও তাহার আপন পুত্র অমরের ভালবাসা সৃষ্টি হইল। সে রেন্টুকে পুত্র অমরের ন্যায় ভালবাসিয়া ফেলিলেন। নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়া নিজ গৃহে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু এক্ষণে রেন্টুবিহীন শূন্য কক্ষ দেখিয়া বৃদ্ধা রমনীর বুক ভাঙ্গিয়া, হৃদয় ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। তিনি আহার নিদ্রা ঘর সংসার ত্যাগ করিলেন। অবশেষে খেয়া পারাপার সাঙ্গ করিয়া গৃহকর্তা আর কর্তী শিবশা আর পসুর নদীর কূলে কূলে রেন্টুর খোঁজে নৌকা বাইতে লাগিলেন। তাহাদের বিশ্বাস, হয় শিবশা, না হয় পসুর নদীর কূলেই তাহারা রেন্টুকে খুঁজিয়া পাইবেন। নৌকাতেই তাহাদের আহার, নৌকাতেই নিদ্রা।

www.pathagar.com

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে হাঁটিতে হাঁটিতে হড্ডা গ্রামের নদীর পাড়ে আসিয়া রেন্টু দেখিল, ঘাটে একটি শূন্য নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। সে যত্নের ও সতর্কতার সহিত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল, নৌকায় কোন জনমানব নাই।

এদিক ওদিক খুঁজিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। জনমানবের কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না। এই নদীর ওপারে সুন্দরবন। সেই দিকেও একবার তাকাইল। ঐ সুন্দরবন যাইতে পারিলেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া ঘাতক খুনিদের হাত হইতে রেন্টুর প্রাণ রক্ষা পাইবে। রেন্টু বাঁচিয়া যাইবে ইহাই তাহার বিশ্বাস।

সে ধীরে ধীরে মনুষ্য বিহীন নৌকায় উঠিল। খরস্রোতা বিশাল শিবশা নদীর ভয়াল রূপ দেখিল। মনে মনে চিন্তা করিল, নৌকাটি চুরি করিয়া সুন্দরবনে লইয়া যাইবে কিনা?

এই নৌকাটি যে একজন গরীব মানুষের ইহাতে কোনই সন্দেহের কারণ নাই। নৌকাটি ওপারে সুন্দরবনে লইয়া গেলে, কে ইহাকে আবার এইখানে আনিয়া রাখিবে? ভাবিতে ভাবিতে নৌকায় রাখা ভাতের হাড়ির দিকে রেন্টুর দৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার জ্বালা, অনাহারের কষ্ট শতগুণ বৃদ্ধি হইল। মাটির হাড়ির ঢাকনা খুলিয়া ভাত দেখিল। অন্য হাড়িতে ডাল দেখিল। রেন্টু লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। ক্ষুধার জ্বালা সহিতে পারিল না।

তাহার নিকট টাকা রহিয়াছে। এই টাকা এই ভাত যাহার তাঁহাকে দিবে ভাবিয়া উদরপূর্তি ডালভাত খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

নিদ্রাদেবী তাহাকে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করিল। সে সুখ নিদ্রায় নিপতিত হইল। এই দিকে কি হইল তাহা বুঝিবার সামর্থ্য রহিল না।

নৌকার মাঝি সেই গৃহকর্তা ও কর্ত্তৃ, (অমরের পিতামাতা) খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্ত হইয়া রেন্টুকে না পাইয়া ব্যর্থ মনরথে নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের অশেষ মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

যাহাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া না যায়, সেই জন্য দুইজনে ইশারায় ইশারায় কথা কহিয়া, ঘুমন্ত রেন্টুকে লইয়া নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসাইলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে রেন্টু যাহাতে লাফাইয়া পালাইয়া যাইতে না পারে, ইহার জন্য মাঝি গৃহকর্তা, মাঝ দরিয়া দিয়া নৌকা চালাইতে লাগিলেন। আর গৃহকর্ত্তৃ বৃদ্ধা রমনী

www.pathagar.com

কুটুম্ব বাড়ি হইতে লইয়া আসা মুরগি কাটিয়া ছিলিয়া ধুইয়া পরম আনন্দে রাধিতে লাগিলেন।

গৃহকর্ত্তৃ বৃদ্ধা রমনী তাঁহার মৃতপুত্র অমরকে ফিরিয়া পাইয়া ছিলেন। সেই পুত্র আবার হারাইয়া গিয়াছিলো। এক্ষণে সেই পুত্রকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছেন। ইহা যে কি পরম আনন্দের, পরম সুখের, তাহা কেবল মাতৃস্নেহে পাগল এই সন্তানহারা জননীই জানেন।

এই অদ্ভূত রহস্যময় পৃথিবীর রহস্যের শেষ নাই। কোন মানুষের কিসে সুখ-শান্তি, কিসে দুঃখ-বেদনা তাহা কেবল সৃষ্টি কর্তা বিধাতাই বলিতে পারেন। এই দরিদ্র গৃহকর্ত্তা (নৌকার মাঝি) আর কর্ত্রী, অন্যের সন্তানকে নিজবক্ষে ধারণ করিয়া, আপন সন্তানের ন্যায় হৃদয়ে স্থান দিয়া, নিজ গৃহে লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের অন্তরে কি যে অনাবিল সুখ শান্তি বহিয়া যাইতেছে, তাহা কেবল তাঁহারাই বুঝিতেছেন।

মসল্লা কষিবার ঘ্রাণ নাকে প্রবেশ করিলে হাঁচি দিয়া রেন্টু জাগিয়া উঠিল এবং চক্ষু মেলিয়া দেখিল, গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা রমনী তাহার শিয়রে বসিয়া রান্না করিতেছেন। বৃদ্ধা কহিলেন "বাবা তোমার কোনই চিন্তা নাই, তুমি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাও।"

রেন্টু কহিল "মা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

বৃদ্ধা কহিলেন "তোমাকে আমাদের বাড়ি লইয়া যাইতেছি।"

রেন্টু কহিল, "মা আপনাদের বাড়ি লইয়া গেলে আমাকে উহারা মারিয়া ফেলিবে।"

বৃদ্ধা কহিলেন "আমরা তোমাকে বুকে আগলাইয়া রাখিব। যমেও তোমাকে ছুঁইতে পারিবে না বাবা।

রেন্টু কহিল "মাগো যে যমে আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, সেই যমের হাত হইতে আমাকে বাঁচাইবার শক্তি আপনার নাই।"

বৃদ্ধা কহিলেন "বাবা, তুমি আমার মৃতপুত্র অমর। দয়াময় আল্লাহ দয়া করিয়া পঁচিশ বছর পর তোমাকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচিব না। তোমাকে না লইয়া আমরা বাড়ি ফিরিব না। আজ তিন দিন তিন রাত্রি এই নৌকা করিয়া আমরা তোমাকে সন্ধান করিতেছি। তুমি আমাদিগের সঙ্গে না চলিলে, এই শিবশার মাঝ দরিয়ায় নাও (নৌকা) ডোবাইয়া আমরা সকলেই একসাথে মরিব। শিবশার কামট (কুমিরের ন্যায় একজাতীয় জলপ্রাণী) আমাদের সকলকে কাটিয়া খাইবে।

রেন্টু কহিল "মা, আমাকে বাঁচিতে হইলে আপনাদের সাহায্য, আপনাদের দয়া অতীব প্রয়োজন। বাঁচিবার জন্য আজ আমি গৃহহারা হইয়া মাতা, স্ত্রী, কন্যা সন্তানদের ফেলিয়া বন-বাদর পথে ঘাটে পালাইয়া বেড়াইতেছি।

www.pathagar.com

দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক পুলিশ এবং খুনি সন্ত্রাসী, অবৈধ অস্ত্রধারীদের লেলাইয়া দিয়াছেন। তাহারা হত্যার উদ্দেশ্যে আমাকে গুলি করিয়াছে। এই দেখুন, আমার দেহে চারটি গুলির ক্ষত রহিয়াছে। আমি আহত হইয়া, কোন ক্রমে জীবন লইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছি। ঘাতক পুলিশ এবং খুনির দল আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার পিছন পিছন আপনাদের গ্রাম পর্যন্ত আসিয়াছে।

দেশের প্রধানমন্ত্রীর হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আপনাদের কি রহিয়াছে? আপনাদের বাড়ি গেলে আমার নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। বাঁচিবার আর কোনই আশা থাকিবেনা। শেখ হাসিনার নিয়োজিত ঘাতকদের হাতে নিহত হওয়ার চাইতে শিবশা নদীতে ডুবিয়া কামটের কামড়ে মরিয়া যাওয়া অনেক ভাল। রেন্টুর কথা শুনিয়া গৃহকর্তা ও কর্ত্রী নিশ্চুপ হইয়া রহিলেন। অতঃপর রেন্টু কহিল মা গো, আমি বাঁচিতে চাই। আর আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি বাঁচিতে পারিবনা। আপনারা কি দয়া করিয়া আমাকে বাঁচিতে সাহায্য করিবেন?"

নৌকার মাঝি গৃহকর্তা কহিলেন "বাবা এতোক্ষণ আমি কোন কথা কই নাই। শুধু তোমাদের কথা শুনিয়াছি। তুমি যখন আমার প্রাণের সহধর্মীনীকে মা বলিয়া ডাকিয়াছো, এক্ষণে তুমি আমাদের পুত্র হইলে। বল বাবা! বল। আমরা তোমাকে কি দিয়া সাহায্য করিতে পারি? আমাদের জীবন চলিয়া গেলেও আমরা তোমাকে সাহায্য করিব। বল, বাবা বল, কি সাহায্য আমরা তোমারে করিব।"

রেন্টু কহিল, এক্ষণে আমাকে সুন্দরবন লইয়া চলেন। তাহার পর আর কি সাহায্য লাগিবে তাহা বলিব।

গৃহকর্তা আর কথা না বাড়াইয়া সুন্দর বনের দিকে নৌকা বাইতে লাগিলেন। গৃহকর্তী রান্নার ফাঁকে ফাঁকে রেন্টুর মাথায়ও শরীরে সরিষার তৈল মালিশ করিতে লাগিলেন।

পশ্চিম গোধূলী রক্তিম বর্ণ করিয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। নৌকাটি একটি খাল ধরিয়া বহু প্রতিক্ষিত, বহু কাঙ্ক্ষিত সুন্দরবনে প্রবেশ করিল। রেন্টু প্রাণ ভরিয়া বাঁচিয়া যাইবার দীর্ঘশ্বাস লইল। তাহার মনে আশা জাগিল, এইবার হয়তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইব। রাত্রি বাড়িতে লাগিল। গৃহকর্তা সুন্দরবনের ভিতর, খালের মাঝখানে বাঁশ গাড়িয়া নৌকা বাঁধিলেন। গৃহকর্ত্রী ভাত বাড়িয়া সকলকে খাইতে দিলেন।

রেন্টু পরম আনন্দে, পরম নিশ্চিন্তে, পরম তৃপ্তিসহ খাইল। সকলের চাইতে বেশি খাইল। অধিক পরিমাণে খাইল। সুন্দরবনের মাঝে নৌকায় বসিয়া তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া নানা বিষয় লইয়া দীর্ঘক্ষণ, অনেক শলা পরামর্শ করিল, আলাপ আলোচনা করিল। অগ্রপশ্চাৎ অনেক ভাবিল, অবশেষে স্থির করিল, রেন্টু এই সুন্দর

www.pathagar.com

বনেই থাকিবে। দিনের ভাগে বনের গভীরে যাইয়া লুকাইয়া থাকিবে। আর প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্তা খাবারসহ নৌকা লইয়া এইখানে আসিবেন। রেন্টু নৌকাতেই খাবার খাইয়া নৌকাতেই রাত্রি যাপন করিবে।

ভোর হইলে রেন্টু বনের গভীরে চলিয়া যাইবে, গৃহকর্তা নৌকা লইয়া বাড়িতে রওয়ানা হইবেন। গৃহে বসিয়া গৃহকর্ত্রী খাবারের যাবতীয় আয়োজন করিয়া রাখিবেন। বাজার হাট, কেনা কাটা, রান্না বান্না, সকলই গৃহকর্ত্রীকেই সারিতে হইবে। কারণ গৃহকর্তার নৌকা লইয়া বাড়ি যাইয়া, খাবার লইয়া আবার এইখানে ফিরিয়া আসিতেই দিবস শেষ হইয়া যাইবে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাতৃজঠরে শিশু যেইরূপে নিরাপদে নিশ্চিন্তে শান্তিতে ঘুমাইয়া থাকে, সুন্দরবনের মাঝে খালের মধ্যে নৌকার উপরে রেন্টু সেই রূপেই ঘুমাইয়া রহিল।

ভোর হইল। সুন্দরবনের নানা প্রজাতির পশু-পাখির কলকাকলীতে রেন্টুর ঘুম ভাঙ্গিল। সে আতঙ্কহীন মনের আনন্দে জাগিয়া উঠিল। গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা রমনী রাতের খাওয়া হইতে বাঁচিয়া যাওয়া মুরগির মাংশ আর ভাত খাওয়াইয়া আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম পাঠ করিয়া রেন্টুর শরীরে ফু দিয়া দিলেন।

রেন্টু তাহার নিকট থাকা টাকা তাঁহাদের দিল। প্রথমে তাঁহারা টাকা নিতে চাহে নাই। তাহাতে রেন্টু বলিল "আপনি নৌকা চালাইয়া টাকা যোগার করিতে গেলে আমি না খাইয়া থাকিব। আবার আমার নিকট টাকা থাকিতে আপনারা ধারকর্জ করিবেন। তাহাছাড়া এই বনে আমার টাকার কোন প্রয়োজনও হইবে না। অতএব যতদিন দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাক আমাকে এইখানে রাখিবেন, ততদিন এই টাকা দিয়াই আমরা সকলেই খাইব। টাকার প্রয়োজন হইলে আপনারা ভাবিবেন না। আল্লাহ পাক দয়া করিলে ইনশাল্লাহ টাকা যোগাড় হইবে।" এই বলিয়াই তাঁহাদের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া ঔষধের ব্যাগ হাতে লইয়া নৌকা হইতে নামিয়া সে সুন্দরবনের গভীরে অদৃশ্য হইল।

গৃহকর্তা আর কর্ত্রী সুহাস্য মলিন বদনে নিজ গৃহে পানে ফিরিয়া চলিলেন।

শুরু হইল রেন্টুর সুন্দরবন জীবন।

প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্তা নৌকা যোগে খাবার লইয়া এইখানে আসিয়া, রেন্টুকে লইয়া একত্রে খাইয়া নৌকায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

ভোরে রেন্টু বনের গভীরে লুকাইতে লাগিল। গৃহকর্তা নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। বনের কত পশুপাখির সঙ্গে রেন্টুর ক্ষণিকের ভাব জমিতে লাগিল।

বনের লতাপাতা আর ডালপালা দিয়া, গাছের সহিত গাছের জোড়া দিয়া, গাছের উপরে সাচ্ছন্দে বসিয়া থাকিবার একটি জায়গাও রেন্টু তৈয়ার করিল। সেই জায়গায়

www.pathagar.com

বসিয়া সে আল্লাহ বিল্লাহ করে নামাজ আদায় করে। আর উচ্চ স্বরে বনের পশুপাখির সঙ্গে কথা কহে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হইয়া শেখ হাসিনা নাগরিককে বিনা বিচারে হত্যা করিবার জন্য আদাজল খাইয়া নামিয়াছেন, সে কথাও রেন্টু বনের পশুপক্ষি ও বৃক্ষরাজিকে বলিল।

রেন্টুর আহাজারী শুনিয়া, অসহায়ত্ব দেখিয়া, বনের বানরেরা দল বাঁধিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের কাছে মিনতি করিয়া কহিল "হে দয়াময় আল্লাহ তুমি যদি আমাদের বানর না করিয়া, হনুমান করিয়া দুনিয়ায় পাঠাইতে। তাহা হইলে রামায়নের হনুমান যেইরূপে লঙ্কার অত্যাচারী দুষ্ট রাজা রাবনকে বধ করিয়া এ ধরাকে পাপমুক্ত করিয়াছে। সেই রূপে বাংলাদেশের অত্যাচারী দুষ্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও আমরা বধ করিয়া দেশকে পাপাচারমুক্ত করিতাম। হে আল্লাহ, তুমি কিনা পার! তোমার মহীমার অন্ত নাই! তুমি তোমার এই বান্দার প্রতি করুনা বর্ষণ কর। অত্যাচারীকে নিপাত কর।"

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রেন্টুর চারপাশে বানরেরা থাকিত। বস্তুত অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় বানরেরা দল বাঁধিয়া রেন্টুকে ঘিরিয়া রাখিত। ভেংচি কাটা বানরের স্বভাব। কিন্তু কি আশ্চর্য! রেন্টুকে কোন বানর, ভেংচি কাটিতো না! যদি হঠাৎ কোন বানর ভুল বশত ভেংচি কাটিয়া ফেলিত, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য বানরেরা দল বাধিয়া ভেংচি কাটা সেই বানরকে তাড়া করিয়া লইয়া যাইত।

সন্ধ্যার আগে রেন্টু যখন খালপারের সেই জায়গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইত, বানরেরা গাছে গাছে লাফাইয়া খাল-এর নৌকা পর্যন্ত সঙ্গে আসিত।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসিতে লাগিল। এই রকমে দিবা রজনীর আসা যাওয়া চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যাইতে লাগিল। সূর্যের পর চন্দ্র আসিতে লাগিল। চন্দ্রের পর সূর্য আসিতে লাগিল। চন্দ্রবিহীন নক্ষত্র উদয় হইল।

চন্দ্র উঠিল। চন্দ্র ডুবিল। ভরা পূর্ণিমার রাত্রি আসিল। জোয়ারের পানি সুন্দরবন তলাইল। চন্দ্রবিহীন গহীন কাল অন্ধকার রাত্রি আসিল, চলিয়া গেল। কিন্তু কতবার আসিল, কতবার চলিয়া গেল, রেন্টু তাহা গণনা করিয়া মনে রাখিতে পারিল না। কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, তাহারও কোন খেয়াল রহিল না।

কি আছে বিধাতার বিধানে, তাহা বিধাতাই জানিবেন। কোন মানুষেরই তাহা বোধগম্য হইবে না।

ঘণ্টা খানিক হইবে গৃহকর্তা রেন্টুকে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া আপন গৃহের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার কালে বলিয়া গিয়াছেন "আজ তোমার জন্য পিঠা লইয়া আসিব। গতকাল্য আসিবার সময় তোমার "মা" বলিয়াছেন আজ তিনি পিঠা বানাইয়া রাখিবেন।"

www.pathagar.com

রেন্টু বনের গভীরে গাছের উপরে বসিয়া থাকিবার ও নামাজ পড়িবার যে স্থান বানাইয়াছে, সেই স্থানে উঠিয়া পা লম্বা করিয়া দিয়া অর্ধশায়িত হইয়া মনে মনে ভাবিতেছে, "মা" কাঁদিতে কাঁদিতে নিশ্চয়ই অন্ধ হইয়াছেন। স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে নিশ্চয়ই পাগলীনী হইয়াছে। কন্যারা কাঁদিতে কাঁদিতে অযত্নে অবহেলায় নিশ্চয়ই বোবা হইয়াছে। এ পৃথিবীতে তাহাদের দেখিবার কেহই নাই। তাহারা কতই না অসহায় হইয়া রহিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োজিত বেআইনি অস্ত্রধারী খুনি ঘাতকেরা এতো দিনে কি তাহাদের হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে? নাকি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? তাহা কেবল বিধাতাই জানেন, এ জাতীয় ভাবনায় রেন্টুর মন তলাইয়া গেল।

হঠাৎ বনের মাঝে ঠাস! ঠাস! গুলির শব্দ শুরু হইল। গুলি গাছের পাতা লতা ডাল পালা ভেদ করিয়া ছর ছর শব্দে চলিয়া যাইতে লাগিল। কাক পক্ষিরা কা কা চি চি রব শুরু করিল। বানরেরা চিৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইয়া এক গাছ হইতে আর এক গাছ ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। দুই একটি বানর গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

রেন্টু বুঝিল প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত ঘাতকেরা তাহাকে হত্যা করিতে এই সুন্দরবনেও হামলা করিয়াছে। সে ক্ষিপ্র গতিতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া, প্রাণ বাঁচাইতে দ্রুত বেগে দৌড়াইতে শুরু করিল। কিন্তু কোন দিকে দৌড়াইল? পশ্চিমে না পূর্বে দৌড়াইল, দক্ষিণে না উত্তরে, বনের গভীরে না বনের বাহিরে দৌড়াইল, তাহা কিছুই বুঝিল না। বুঝিবার সাধ্যও রহিল না। শুধু দৌড়াইল আর দৌড়াইল। দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান শুন্য হইয়া দৌড়াইল। দিনভর দৌড়াইল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে দেহ ক্লান্ত অবসন্ন হইল। দিবস বিদায় হইল, সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, আঁধার ঘিরিয়া ধরিল।

এখন কি হইবে উপায়? তাহা হইলে কি এই আঁধারে বাঘে ধরিয়া খাইবে! বিধাতা কি ইহাই ইচ্ছা করিয়া ছিলেন?

বিশ্রী গন্ধ রেন্টুর নাকে প্রবেশ করিল। বাঘের হাতে মরিবার ভয়ে ভিত হইয়া, সে তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী একটি বড় সুন্দরী গাছ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে একেবারে গাছের মগ ডালে যাইয়া বসিল। এই ডাল চিকন না মোটা। তাহার ভার বহিবার সামর্থ্য এই ডালের রহিয়াছে কিনা, তাহা হিসাব করিয়া দেখিল না। নিচে মাটিতে দক্ষিণে সম্মুখে পিছনে চতুর্পার্শ্বে নানা আকারের, নানা প্রকৃতির হিংস্র চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিলাভ চক্ষুগুলি টর্চলাইটের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। যে ডালে বসিয়া ছিল সে ডাল মড়মড় আওয়াজ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। অন্ধকারে অনুমান করিয়া রেন্টু এ ডাল ও ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কপাল মন্দ থাকিলে, অভাগার যাহা হয় তাহাই হইল। যে ডাল সে ধরিল, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঝুলিতে ঝুলিতে মড় মড় শব্দে ডাল ভাঙ্গিতে

www.pathagar.com

ভাঙ্গিতে রেন্টু ধপাশ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

এই শব্দে চর্তুপার্শ্বে জড়ো হওয়া জ্বল জ্বল চক্ষুগুলি হঠাৎ দূরে সরিয়া গেল। রেন্টু যে গাছের গোড়ায় পড়িল, সেই গাছ ধরিয়াই আবার উপরে উঠিয়া আসিল। গাছের উপরে আসিয়া এইবার গাছের মূল শাখাকে সে শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিচে মাটিতে, গাছে গাছে আবারও চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। কোমরটা ডালের উপর রাখিয়া দুই হাত দিয়া রেন্টু গাছের মূল শাখাকে এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, যমেও তাহাকে আর গাছ হইতে ছাড়াইতে পারিবে না। তাহার চক্ষে নানা জাতের চক্ষু পড়িল। কর্ণে নানা ধরনের শব্দ প্রবেশ করিল। শীতল কিছু একটা শরীর বাহিয়া নামিতেছে বা উঠিতেছে অনুভব হইল। তাহা যাচাই হোক সে গাছ ছাড়িবে না।

মরিতে তো হইবেই। তবে বাঁচার চেষ্টা না করিয়া মরিয়া যাওয়া কাপুরুষের কাজ। এ কাজ সে কোন কালেই করে নাই। এক্ষণেও করিবে না। দুই পা আর দুই হাত দিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরিয়া, সে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাককে প্রাণ ভরিয়া ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম এই তিন নামে এবং ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন এই নামে দয়াল নবী (স:) কে কখনো উচ্চ, কখনো ক্ষিণ স্বরে ডাকিতে লাগিল।

চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া আল্লাহ তালাকে ডাকা, আর আপন মোর্শেদকে স্মরণ (পীর) করা ছাড়া তাহার আর কিছুই করিবার ছিল না। তাই সে রাত্রিভর গাছের ডালায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ডাকিল, আর আপন মোর্শেদকে (পীর) স্মরণ করিল।

রাত্রি পোহাইল। ভোরের পাখি সকল ডাকিতে লাগিল। পূর্ব দিগন্তে রক্তলাল সূর্য উদিত হইল। রেন্টু খুব ভাল করিয়া চর্তুপার্শ্ব দেখিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে গাছ হইতে নিচে নামিয়া আসিয়া, মাটিতে পড়িয়া থাকা ঔষধের ব্যাগটি তুলিয়া লইল এবং তাহার কাছে থাকা অবশিষ্ট টাকা গুলি যাহা রাতে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবার কালে ছড়াইয়া ছিটাইয়া মাটিতে পড়িয়াছিল তাহা কুড়াইয়া লইল।

গতকল্য হইতে রেন্টুর সেফরাড ক্যাপসুল খাওয়া হয় নাই। ঔষধ খাইবার কোন সময়, কোন সুযোগ, কোন অবকাশ তাহার গতকল্য ছিল না। এক্ষণে ঔষধ খাইবার ও পিপাসার জন্য পানির সন্ধান করিতে লাগিল।

কোন জলাশয়, কোন ডোবা-নালা বা খালের সন্ধানে রেন্টু ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেল। কিন্তু জল পাইবার কোন স্থানের সন্ধান মিলিল না। পিপাসায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম লইল। চলন শক্তি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তৃষ্ণার তীব্রতায় সে গাছের পাতা চিবাইতে শুরু করিল।

www.pathagar.com

ইহাতে কিছুটা ফল হইল। তৃষ্ণার জ্বালা কিছু দমিল, সেই সাথে ক্ষুধার কষ্টও কিছু প্রশমিত হইল। গাছের পাতা চিবাইতে চিবাইতে পানির খোঁজে হাঁটিতে লাগিল। একবার ভাবিল গৃহকর্তা যেইখানে আসিয়া অপেক্ষা করেন সেই খাল খুঁজিলে কেমন হয়? কিন্তু খালে তো খুনি ঘাতকেরা মজুদ রহিয়াছে। সেইখানে যাওয়া যাইবে না।

জলের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে বিকাল হইয়া গেল। কিন্তু জল মিলিল না। মনে মনে ভাবিল গৃহকর্তা নিশ্চয়ই খাবার লইয়া তাহাকে সন্ধান করিয়া হয়রান হইয়া যাইতেছেন। সে এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত লইল। যতই ঝুকিপূর্ণ হউক, সেই খালেই যাইতে হইবে। গৃহকর্তাকে পাইতেই হইবে। কিন্তু একি! এতো সব একই বিষয়। একই রকম। কিভাবে সেইখানে যাইতে হইবে? কোন পথে যাইতে হইবে? উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম? সব তো একই ভাব। একই দৃশ্য। সকল কিছু দেখিতে হুবহু একই রকম। ইহা যেন এক মায়াপুরির গোলক ধাঁধা। এই ধাঁধা অতিক্রম করা অসম্ভব। তাহা হইলে কিভাবে কি উপায়ে যাইবে সেই খালে? এ প্রশ্নের উত্তরের কোনই হদিস নাই। কুল কিনারা নাই। শুধু অন্ধের মতো পথ চলা। কপাল মন্দ হইলে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইতে হয়। এইখানে অন্ধকে ছাড়িয়া দিলে যেইভাবে পথ চলিবে, যাহার চক্ষু রহিয়াছে সেও সেইভাবে পথ চলিবে।

শুধু হাঁটিতে হইবে। ভাগ্য যেখানে লইয়া যায়। রেন্টুও এক্ষণে তাহাই করিতেছে। শুধু হাঁটিতেছে। একই জায়গাই ঘুরিতেছে, নাকি সোজা যাইতেছে। তাহা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ই জানেন। চলিতে চলিতে আবারো সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। গতরাতের কথা তাহার মনে পড়িল। সে ভাবিল সন্ধ্যা হইবার আগেই দেখিয়া শুনিয়া, বাছিয়া, ভাল দেখিয়া পছন্দসই একটি বৃক্ষে যাইয়া আশ্রয় লওয়াই ভাল। যে কথা সেই কাজ। যে পাতা চিবাইলে খারাপ বোধ হয় না। এমন পাতা এবং অনেক গুলি লতা ছিড়িয়া লইয়া, ভাঙ্গিয়া পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই, এমন একটি গাছের উচু মোটা ডালে গিয়া আরামে বসিল।

মোটা ডালের দুই দিকে দুই পা ঝুলাইয়া দিয়া, ঘুমের তন্দ্রা আসিলেও যাহাতে নিচে পড়িয়া না যায়, তাহার জন্য গাছের মূল শাখার সহিত নিজের দেহকে লতা দ্বারা ভাল করিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিল। এমন শক্ত, মজবুত এবং সুন্দর করিয়া লতা দিয়া নিজেকে গাছের সহিত বাঁধিল যে, শুধু তন্দ্রাই নহে গভীর ঘুমে অচেতন হইলে, কিম্বা জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেও নিচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিল না। পাতা ভর্তি ঔষধের পলিথিন ব্যাগটি বাম হস্তের পাশে উত্তম রূপে ঝুলাইয়া, উহা হইতে পাতা লইয়া চিবাইয়া রস খাইল, গিলিয়া খাইল। রাত্রি আধার হইল। ভোর হইল। সূর্যোদয় হইল। রেন্টুর ঘুম ভাঙ্গিল। নিচে নামিয়া আসিল।

আবারো জলের সন্ধানে বাহির হইল। এই মুহূর্তে পানি তাহার সব চাইতে

www.pathagar.com

বেশি প্রয়োজন। গত দুইদিন হইয়া গেল ঔষধ খাওয়া হয় নাই। পানি ছাড়াই ক্যাপসুল গিলিবার কয়েক বার চেষ্টা করিয়া সফল হইল। পানির খোঁজে হাঁটিতে হাঁটিতে দিপ্রহর হইয়া আসিল।

হঠাৎ তাহার চোখে একটি গুইশাপ ধরা পড়িল। সে ভাবিল, গুই শাপ যদিও উভয়চর প্রাণী তথাপিও মাছই তাহার প্রিয় খাদ্য। নিশ্চয়ই আশে পাশে কোথাও পানি আছে। খাল, নদী বা জলাশয় আছে। গুইসাপটি যেই দিকে যাইতেছে, রেন্টু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উহাকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই দিকেই যাইতেছে।

গুই সাপটির ধীর চলনে মনে হইতেছে, বয়স হইয়াছে। গুঁই সাপটি আগে আগে চলিল, রেন্টু উহাকে অনুসরণ করিয়া পিছনে পিছনে চলিল। ইহাও দয়াময় পরম দয়ালেরই খেলা।

গুঁই সাপটি খালে আসিয়া পানিতে ডুব দিল। রেন্টু পানির সন্ধান পাইল। পানি খাইয়া জীবন বাঁচাইল।

মহান আল্লাহ বাঁচাইতে চাহিলে, কোন না কোন ব্যবস্থা করিয়াই দেন।

পানি খাওয়া শেষ না হইতেই পিছন দিক হইতে চিৎকার আসিল 'পলা, পলা, বিডিআর, বিডিআর।' রেন্টু পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল ভাড়ায় করিয়া দুই বোঝা কাঠ লইয়া এক কাঠুরিয়া দ্রুত আসিয়া ঝোঁপের আড়ালে রাখা নৌকায় ধপাস করিয়া রাখিয়া, ক্ষীপ্রগতিতে বাঁধন খুলিয়া নৌকা ভাসাইল, ইহা দেখিয়া কোন কিছু না বুঝিয়াই সে এক লাফে নৌকায় উঠিয়া বসিল। নৌকা চলিতে থাকিল। নৌকা বাইতে বাইতে কাঠুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমার নৌকা কই? রেন্টু হা না কিছুই কহিল না।

কাঠুরিয়া কহিল নৌকা রহিয়া গিয়াছে, থাকিতে দাও। নৌকা পরে লওয়া যাইবে। কিন্তু বিডিআর পুলিশের হাতে ধরা পরিলে উপায় থাকিবে না। গত দুইদিন আগে বনদস্যুরা বন রক্ষী (ফরেস্ট গার্ড) দের উপর হামলা করিয়াছে। উভয় পক্ষের বন্দুক যুদ্ধ হইয়াছে।

বন রক্ষীদের হতাহত করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র বনদস্যুরা লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই অস্ত্র উদ্ধার ও দস্যুদের ধরিতে বিডিআর, পুলিশ যৌথ অভিযানে নামিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের হাতে ধরা পড়িলে দস্যু সন্দেহে নির্যাতন করিবে এবং জেলে চালান করিয়া দিবে। নৌকা হারাইলে নৌকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু জেলে ঢুকাইয়া দিলে আর বাহির হওয়া যাইবে না।

এক্ষণে রেন্টু বুঝিল, দুইদিন আগের গোলাগুলি হওয়া, বানর নিহত হওয়া, তাহার প্রাণ লইয়া পালানোর প্রকৃত কারণ।

সে চিন্তা করিল এইখানে এই সুন্দরবনে আর থাকা যাইবে না। এইখানে থাকিলে ধরা পড়িবার ভয়। আর ধরা পড়িলে তাহার দেহের চারটি গুলির ক্ষত

www.pathagar.com

দেখিয়া, নিশ্চিত একজন পাকা বনদস্যু মনে করিয়া, অন্য দস্যুদের ধরিতে ও অস্ত্র উদ্ধার করিতে প্রথমেই চলিবে সীমাহীন বর্বর শারীরিক নির্যাতন। সে নির্যাতনে যদিও বা বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলেও প্রকৃত পরিচয় পাইয়া প্রধানমন্ত্রীর কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছাইবে, তাহাতে মৃত্যু আরো নিশ্চিত হইবে। সুতরাং সুন্দরবন হইতে পালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন গতান্তর নাই।

যাহার জন্য এতো কষ্ট করিয়া এই সুন্দরবন আসিয়া ছিল। এই সুন্দরবনেও আশ্রয় পাওয়া তাহার ভাগ্যে আর হইল না। সে এক্ষণে কয়রা থানার আমাদি ইউনিয়নের জায়গীর মহল গ্রামের নৌকার মাঝি, সুন্দরবন হইতে অবৈধভাবে কাঠ কাটিয়া লোকালয়ে যাইয়া বিক্রয় করাই যাহার পেশা নাম তাহার রহিম।

এই রহিমের সঙ্গেই নৌকায় করিয়া সুন্দরবন ত্যাগ করিয়া অজানার পথে নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিল।

রহিম খুতাইয়া খুতাইয়া রেন্টুর পরিচয় জানিতে চাহিল। নানা প্রশ্ন করিল। রেন্টু রহিমকে বুঝাইতে সক্ষম হইল, সরকারি দলের লোকেরা হত্যা করিবার জন্য তাহাকে গুলিবিদ্ধ করিয়াছে। তাহাকে পাইলেই হত্যা করিবে। সে অসহয় হইয়া বাঁচিবার জন্য সুন্দরবন আশ্রয় লইয়াছিল। দেহের গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থান সমূহ দেখাইল, ঔষধপত্র দেখাইল।

তাহার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় প্রয়োজন। রহিমের দয়া হইল। সে রেন্টুকে জায়গীর মহল গ্রামে, তাঁহার বাড়ি লইয়া গেল। সেইখানে দুইদিন থাকিবার পর রেন্টুর পরিচয় লইয়া গ্রামের মানুষের ভিতরে গুঞ্জন শুরু হইল।

একরাত্রিতে রহিম রেন্টুকে নৌকা করিয়া লইয়া তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ি রাখিল। সেইখানে দুইদিন থাকিবার পর, যুক্তি পরামর্শ করিয়া মংলা ও দাকোপ থানার অন্তর্গত, মংলা নৌবন্দরের নিকটবর্তী পশুর নদীর বিপরীত পারে অবস্থিত "বানীশান্তা" নামক নিষিদ্ধ পল্লী (পতিতালয়)তে রেন্টুর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল।

মংলা বন্দরের বিপরীত পারে পশুর নদীর তীরে গড়িয়া উঠা বিশাল পতিতা পাড়া "বানীশান্তা"। এ পল্লিতে তিন-চার শত কিশোরী, তরুণী, যুবতী, মহিলা দেহব্যবসায় লিপ্ত রহিয়াছে।

প্রতিদিন দেশ বিদেশের কত নাবিক কত ধরনের লোক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এ পল্লীতে আসিয়া, দেহ কামনা বাসনা মিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

www.pathagar.com

বানীসান্তা এ পল্লীর এক বেশ্যা, নাম তার 'রুনা'। এ রুনার কুঠিরেই এক্ষণে রেন্টু আশ্রয় লইয়াছে। ভাগ্য টানিতে টানিতে তাহাকে রুনা বেশ্যার কুঠিরে লইয়া আসিয়াছে।

রুনার দেহে, উষ্ণ সুকোমল যৌবন বিজলীচ্ছটা সুবেগে বহিয়া যাইতেছে। শুধু তরুণ যুবকই নহে, যে কোন মাঝিরই/ পুরুষেরই রুনার সেই দেহে তরী বহিবার, সাতার কাটিবার সাধ হইতেই পারে।

বাসনার সে সাধ পুরাইলে, কামনার তৃষ্ণা মিটাইলে দোষের হইতে পারে, নাও হইতে পারে।

যৌবনকাল বড়ই ভীষণকাল। যৌবনের তাড়নায়, যৌবনের জ্বালায়, উত্তেজনায় কম বেশি দোষ হইয়া যাওয়া বড়ই স্বাভাবিক এবং সে কালের অনেক দোষ মার্জনাও হয়।

তবে যে হৃদয়ে শক্তি আছে, যে মনে কঠিন বল আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র! যত রূপ লাবন্য মাধুরীতে ঠাসা নারীই হোক, বর্ষায়ভরা মেঘনার ন্যায় সেই দেহে যৌবন যতই উপচাইয়া পড়ুক। শক্তিশালী হৃদয় আর বলশালী মনের অধিকারী পুরুষের কাছে সেই যৌবনের কদর থাকিলেও আহ্বানে হয় সংযমী। যৌবনের মূল্য থাকিলেও তাহা ক্রয়-বিক্রয় হয় না।

গোধূলীর রাঙ্গা রং মুছিয়া যাইবার আগেই রুনার কক্ষে রেন্টু প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে রাত গভীর হইয়াছে। কিন্তু রুনার দেহ সম্পূর্ণ স্পর্শহীন। রুনা মনে মনে ভাবিল "এই ব্যাটার বোধ হয় টাকা নাই! টাকা থাকুক আর নাই থাকুক, আমার দেহ তোমার জন্য প্রস্তুত। ভোগ কর, ব্যবহার কর, আর নাই কর। রজনী পোহাইলেই টাকা তোমার দিতেই হইবে।"

আবরণ বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া, বিছানায় দেহ এলাইয়া, খদ্দেরের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়া, অবাক কৌতূহলের সাথে অপেক্ষা করিতে করিতে রুনা ঘুমাইয়া পড়িল।

নিশীর গমন, দিবাকরের আগমন, সেই সংযোগ বা শুভ সন্ধি সময়কে ফজর ওয়াক্ত বলে। এই ফজর ওয়াক্তে রেন্টু অদ্বিতীয় পরম দয়ালু মহাপ্রভু আল্লাহ পাকের নামে নামাজ আদায় করিল।

বিশ্রামপূর্ণ দেহে রুনা গভীর কৌতূহল ও আগ্রহে তাহা লক্ষ করিল।

নামাজ শেষে রেন্টু এক রজনীর দেহ ভাড়া বাবদ দুইশত টাকা রুনাকে প্রদান করিল। রুনা অবাক বিস্ময়ে রেন্টুর দিকে কিছু সময় তাকাইয়া থাকিয়া মুচকি হাসিয়া হাত বাড়াইয়া টাকা লইল।

রেন্টু কহিল "দিনের ভাগে আমি তোমার কোঠায় থাকিব, তাহার ভাড়া কত? ইচ্ছা করিলে তুমি তাহা এক্ষণে লইয়া লইতে পার।"

www.pathagar.com

"তাহা পরে দেখা যাইবে" বলিয়া রুনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রেন্টু বিছানায় গা এলাইয়া দিল। কখন নিদ্রাদেবীর সুকোমল কোলে ঘুমাইয়া পড়িল তাহা বেমালুম টের পাইল না।

মানুষের ভাগ্যাকাশে দুঃসময়ের কালো মেঘ দেখা দিলে, তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না, ভ্রমেও কেহ ফিরিয়া দেখে না। সময়ে আবার সেই আকাশ-সেই মানুষের ভাগ্যাকাশের কালো মেঘ ক্রমে সরিয়া সৌভাগ্য শশীর উদয় হইলে, কত মনে দয়ার সঞ্চয়, মিলনের বাসনা এবং ভক্তির উদয় হইতে পারে।

রেন্টুর আচার আচারণ, কথাবার্তা, চালচলন, কার্যকলাপ এবং আল্লাহর এবাদত দেখিয়া, দিন দুইয়ের মধ্যেই রুনাসহ, "বানীসান্তা" পতিতা পল্লীর অনেকের মনেই এক অনির্বাচনীয় ভাবের উদয় হইল, সে ভাবের কথা লিখিয়া বোঝানো যাইবে না। অপরিচিত এক অর্বাচীন মানুষের জন্য সকলের মনেই শ্রদ্ধা, সহানুভূতি। একথা লিখিয়া বোঝাইবার সাধ্য কাহার আছে? সকলের মনে এক ভাব, শ্রদ্ধা স্নেহ পূর্ণ পবিত্র ভাব।

রুনা তার পতিতা বৃত্তির এই অল্প জীবনে অনেক পুরুষই দেখিয়াছে। কিন্তু রেন্টুর ন্যায় লৌহ পুরুষ কখনো দেখে নাই।

এ যাবত যত পুরুষ রুনার কোঠায় আসিয়াছে, তাহারা সকলেই কত তাড়াতাড়ি রুনার উষ্ণ নরম দেহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবে, তাহাতেই ব্যস্ত থাকিয়াছে। কেহ-ই একদণ্ড সুখ-দুঃখের আলাপ তাহার সাথে করে নাই।

যাহারা দিন রজনী এ কোঠা ভাড়া লইয়াছে, তাহারা সকলেই ব্যস্ত হইয়াছে মদ, হেরোইন খাইয়া, দিবা নিশি শুধু রুনার কোমল দেহে কত অধিকবার সাতরাইবে সে চেষ্টায়। বিষাদ ক্লান্ত দেহেও রুনাকে তাহারা নিস্তার দেয় নাই। টাকাকেই তাহারা অধিক বড় মনে করিয়াছে। রুনার দেহটি টাকা দিয়া ভাড়া লইয়াছে। যতবার দেহটি ভোগ করিবে ততই টাকা অসুল হইবে, ইহাই তাহাদের একমাত্র চিন্তা। রুনার দেহে যেন ক্লান্তি নিদ্রা কিছুই নাই। এদেহ আছে শুধু খদ্দেরের ভর বহিবার।

কত নাবিক এই দেহে তরি ডুবাইয়াছে, সাতার কাটিয়াছে, তাহা রুনার হিসাব নাই। রুনার দুইতিন বছরের একটি ফুটফুটে কন্যা রহিয়াছে। কোন কর্মকার রুনার দেহে আবাদ করিয়াছে, বীজ বপন করিয়াছে, ফসল ফলাইয়াছে, রুনার তাহা সঠিক স্মরণ নাই।

এক পাষণ্ড প্রতারক রুনাকে বিবাহ করিয়া, বিবাহের তিন দিনের মাথায় শ্বশুর বাড়ি লইয়া যাইবার কথা বলিয়া এই "বানীসান্তা" পতিতা পল্লীতে আনিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়া পালাইয়া গিয়াছে। তাহার এক বছরের মাথায় এই কন্যাটি রুনার গর্ভ হইতে জগতে আসিয়াছে।

www.pathagar.com

এক্ষণে রেন্টু "বানীসান্তা" বেশ্যা পল্লীর রুনার কোঠায় স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে। দিবা হয়, নিশী আগমন করে, আবার সূর্যের উদয় হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতার পতন না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই চলিতে থাকিবে।

সরকার আর রাষ্ট্র এই দুইটি পৃথক কথা–পৃথক সমন্ধ। সরকার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী নিজ বুদ্ধিদোষে অপদস্ত হউন, সৎযুক্তি, সুমন্ত্রণা অবহেলা করিয়া ক্ষমতাচ্যুত হউন, স্বেচ্ছাচারিতা দোষে অধঃপাতে যাক, তাহাতে রাষ্ট্রের কী?

কর্মফল, পাপানুযায়ী শাস্তি, সুমন্ত্রণা বিদ্বেষী, সুপরামর্শে বিরক্তি, নীতিবর্জিত উক্তিতে, অনৈতিক কার্যে খুশি, এমন প্রধানমন্ত্রীর সরকার যত সত্বর ধ্বংস হয়, পতন হয়, দেশ ও জাতির ততই মঙ্গল, ততই রাষ্ট্রের দুর্ভোগক্ষয়, ভবিষ্যত মঙ্গলের আশা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আর মঙ্গল নাই। বই লিখিয়া কাহারও ক্ষতি করিলে কিংবা অপরাধ করিলে, লেখকের বিপক্ষে মামলা করিয়া তাহাকে গ্রেফতার করিয়া বিচার কার্যের জন্য আদালতে দণ্ডায়মান করানোই সরকারের দায়িত্ব হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া, প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যয় করিয়া, সংবিধান লংঘন করিয়া, প্রধানমন্ত্রী হইবার শপথ ভাঙ্গিয়া, আইনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, ভাড়াটিয়া পেশাদার খুনিদের দিয়া **লেখককে হত্যার চেষ্টা চালাইয়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দোষ করিলেন, তাহাতে তাহার শাস্তি অনিবার্য হইয়া রহিল।**

রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। রাষ্ট্রের কুশাসককে বিতাড়িত করার দায়িত্বও জনগণের। যদি রাষ্ট্রে জনগণ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, ন্যায্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা থাকে, সর্বোপরি আল্লাহ পাকের প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে শেখ হাসিনার পতন অনিবার্য হইবে। রেন্টুর এইক্ষণে ইহাই একমাত্রা আশা।

বিচারকের প্রকৃত ন্যায় বিচারে, গুলিতে প্রাণদন্ড-এর আদেশ হয় নাই। অথচ গুলি করিয়াই রেন্টুর প্রাণবধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চেষ্টা করা হইয়াছিল।

www.pathagar.com

রাজনীতির গোপন নোংরা কুৎসিত কালিমা লেপনকারী যে বিষয়সমূহ দিনপঞ্জির পাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, রেন্টু তাহাই "আমার ফাঁসি চাই" নামক পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে অপরাধ হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ দর্শাইয়া মৃত্যুদণ্ড দিলেও তাহাতে দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ ছিল না।

সত্য কথায় সত্য প্রকাশে বন্ধু রুষ্ট, এ নতুন নহে। দেশ ও প্রজার প্রয়োজনে বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিককে সাবধান সতর্ক করার নিমিত্তে, গোপন কুমন্ত্রণা কুকর্ম প্রকাশ করা দায়িত্ব বিবেচনায় রেন্টু তাহা সাহসিকতার সহিত জনসম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে।

ইহাই অপরাধ হইয়াছে। ইহাতেই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গুলি করিয়া হত্যার আদেশ হইয়াছে।

কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কারণ স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, দেশপ্রেমহীন স্বেচ্ছাচারী সর্বোপরি প্রতিহিংসা পরায়ণ প্রধানমন্ত্রীর নিকট ইহা অপেক্ষা আর কী আশা করা যাইতে পারে?

গুলি করিয়া আহত করিতে পারিলেও রেন্টুকে হত্যা করিতে পারে নাই। ইহাই অজস্র লাভ, দয়াময় খোদাকে শত সহস্র বার ধন্যবাদ।

সামান্য এক ক্ষুদ্র নাগরিকের সাথে দেশের অবিচারী প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন।

অসম ভীষণ যুদ্ধ।

এ যেন জলে ডুবিয়া কুমিরের সাথে লড়াই। এ লড়াইয়ে রেন্টু কী আটিয়া উঠিতে পারিবে?

পারিবে কিনা বলা মুশকিল।

তবে রেন্টু একেবারে দুর্বল নহে। তাহার রহিয়াছে ন্যায়ের শক্তি।

ন্যায়ের শক্তিতে বলিয়ানকে পরাভূত করা সহজ কথা নহে।

আবার দেশেই বাস করিয়া দেশের অত্যাচারী প্রধানমন্ত্রীর সাথে জিতিয়া যাওয়াও বড়ই কঠিন।

সামান্য বিবেচনার ত্রুটিতে, সামান্য ভুলে সর্বস্ব বিনাশ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এ অন্যায় অসম সমরে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নেতৃত্বে। কী পরিতাপ! দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রতিহিংসা, স্বেচ্ছাচারিতাই যাহার মস্তিষ্কের বল, তাহার কি আর মঙ্গল আছে?

প্রজার অনিষ্ঠে যে রাজা পুলকিত, তাহার কী আর শ্রীবৃদ্ধি আছে?

রাজার সাথে প্রজার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যে কী ঘটিবে তাহা জগৎ সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রীর রোষানল হইতে জীবন বাঁচাইতে, এক্ষণে রেন্টু 'বানী

www.pathagar.com

সান্তা' পতিতালয়ের পতিতা রুনার কোঠায় লুকাইয়া আছে। ইহাতে রেন্টুর দুঃখ মাত্র নাই, অন্তরেও বেদনা বোধ করে নাই।

তবে বেদনা লাগিয়াছে, বড়ই দুঃখ বোধ হইতেছে, এই জন্য যে, এই সঙ্কট সময়ে, এই লড়াইয়ে রেন্টুর স্ত্রী কন্যাদের জিম্মি করিয়া রাখা হইয়াছে,। আপন গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই লড়াইয়ের পরিণাম কী হইবে? প্রধানমন্ত্রী জিতিবে? নাগরিক হারিবে?

সন্ধি? অসম্ভব!

এই যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিবার্য রূপেই ঘটিবে।

এই অসম অবৈধ সমরে সন্ধির নামই আসিতে পারে না।

জন্মদাত্রী স্নেহময়ী মা বিছানায় শুইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িতেছেন। আর বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন, বাবা রেন্টু তুই কি বাঁচিয়া আছিস? পালাইয়া যাইয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিস বাবা। কোন শহরে থাকিস না। লোকালয়েও থাকিস না। কাহারও সাথে দেখাও করিস না।

তুই যে আমার কলিজার বোটা। তোর জন্য আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার নিকটও তুই আসিস না। এক্ষণে আমরা সকলে বন্দি।

তুই বনে-জঙ্গলে পশুপক্ষির সহিত বাস করিস।

বাবারে! শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকিতে কখনই লোকালয়ে আসিস না। কত কাল এইভাবে থাকিতে হইবে তাহা সৃষ্টিকর্তা দয়াময় আল্লাহ পাকই জানেন।

তোর কন্যাদের মুখখানির প্রতি চাহিয়াই আমি এখনও বাঁচিয়া আছি। কতকাল এইভাবে বন্দী থাকিব? তোর স্ত্রী সন্তানদের কী হইবে? এই কথা ভাবিয়াই তোর চির দুঃখিনী মা এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে। তবে ইহাকে বাঁচা বলে না। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু অনেক শ্রেয়।

বাবারে! এই কন্যা সন্তানদের মুখের প্রতি চাহিয়া আত্মঘাতী হইলাম না।দেহ পিঞ্জর হইতে প্রাণ বাহির করিলাম না।

তুই আমার হৃদয়ের ধন। কলিজার বোটা। বাবা তোর কি দশা ঘটিল? ঘাতকের গুলি দেহের কোথায় লাগিল? হায়! হায়! তুই কি বাঁচিয়া আছিস বাবা? তোকে দেখিতে আমার মন অস্থির।

কি বলিতে কি বলি। তুই আসিস না। না, না, তুই আসিলে দুর্দান্ত পিচাশী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্ত হইতে তোকে কেউই রক্ষা করিতে পারিবেনা।

এই সর্বনাশি সর্বগ্রাসি আমার কোল হইতে তোকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে। বাবা সে সময়ে আমার কি দশা ঘটিবে। তোর স্ত্রী কন্যাদের কি দশা ঘটিবে। পালাইয়া যাইয়া তুই বুদ্ধির কাজ করিয়াছিস।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকিতে লোকালয়ে আসিস না। গভীর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিস। বনের লতাপাতা পশুপাখি খাইয়া জীবন ধারণ করিস। আর না হয়, না খাইয়া থাকিস। তবুও লোকালয়ে আসিস না। সম্ভব হইলে যে দেশে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নাই, এমন দেশে যাইয়া কুলিগিরি করিয়া, না হয় ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিস। তাহাতে পুত্র শোকে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে না, তোর স্ত্রী বিধবা হইবে না। কন্যা সকল এতিম হইবে না। আমার বুক ফাটিয়া যাইবে না। আমি আর পারিতেছিনা। আমি আকাশে কি মাটিতে তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

জননীর পরিতাপ বিবেচনা করিয়া কি কালসর্প ক্রোড়স্ত শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়?

বুলেটে ক্ষত বিক্ষত রেন্টুর দেহের ঘা সমূহ, নিয়মিত সেফরাড ক্যাপসুল খাওয়া এবং রুনার পরিচর্যায় সম্পূর্ণ রূপে ভাল হইয়া গেল। সে এখন শারীরিক ভাবে সুস্থ-সবল মানুষ।

এতোদিন সে নামাজের সময় জায়নামাজে বসিতে পারিত না। চেয়ারে বা খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ইশারায় নামাজ পড়িতো। এক্ষণে সে দাঁড়াইয়া, বসিয়া স্বাভাবিক ভাবেই নামাজ পড়িতে পারে।

শারীরিক ভাবে সুস্থ হইয়া, মানসিক ভাবে দুর্বল হইয়া পড়িল।

স্ত্রী কন্যাদের না দেখিয়া এখন আর তাহার মন প্রাণ মানিতেছে না।

মন স্ত্রী কন্যাদের দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এতোদিনে কী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘাতক খুনিদের দ্বারা স্ত্রী কন্যাদের হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে? না এখনও জীবিত আছে, তাহা রেন্টু জানে না। সে মনে মনে ভাবে, যদি স্ত্রী কন্যাদের হত্যা করিয়া থাকে তাহা হইলে, প্রতিশোধ লইতে বাঁছিয়া বাঁছিয়া প্রধানমন্ত্রীর সকল আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিবে। আজ হোক, কাল হোক, প্রধানমন্ত্রীকেও হত্যা করিবে।

যদি স্ত্রী কন্যাদের হত্যা না করিয়া শুধু জিম্মি করিয়া রাখিয়া থাকে তাহা হইলে, সেও এমন কাউকে অপহরণ (কিডন্যাপ) করিয়া জিম্মি করিবে যাহার বিনিময়ে স্ত্রী কন্যাদের মুক্ত করিয়া বিদেশে লইয়া যাইবে।

রুনা লক্ষ্য করিল, "বানীসান্তা"র অনেকেই লক্ষ্য করিল ইদানিং রেন্টু কি বিষয় লইয়া গভীর চিন্তিত, অধিক সময় ধ্যানমগ্ন। কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিল না।

কাহাকে অপহরণ করিয়া জিম্মি করিলে, তাহার বিনিময়ে স্ত্রী কন্যাদের মুক্ত করিয়া দেশের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে। গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া ইহা চিন্তা করিতে করিতে একদিন সে তাহা স্থির করিল।

ইতোমধ্যে তাহার মুখের দাঁড়ি বড় হইয়াছে। পাঞ্জাবী পায়জামা পরিয়া, মাথায় টুপি দিয়া, মুখে দাড়ি রাখিয়া সে মাওলানার বেশ ধরিল।

www.pathagar.com

অনেক চেষ্টা ও চর্চার পর এক চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিবার অভ্যাস রপ্ত করিল।

অতঃপর একদিন রুনার সমস্ত টাকা পয়সা পরিশোধ করিয়া, তাহার নিকট ভুল ত্রুটির ক্ষমা চাহিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশান্তে বিদায় লইয়া "বানীসান্তা" পতিতালয় জীবনের অবসান ঘটাইয়া, দুর্ধর্ষ এক পরিকল্পনা লইয়া ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

যাত্রার প্রারম্ভে, পরিকল্পনার শুরুতে খুলনায় আসিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিফ সিকিউরিটি, রেন্টু হত্যা মিশনের বলিষ্ঠ সদস্য নজিব আহাম্মেদ নজিবের বাসায় ফোন করিল।

শেখ হাসিনা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মানসিক ভাবে নির্যাতিতা, রাজশাহী চাপাইনবাবগঞ্জের সাদাসিধা সরল যুবতী, ভাল মানুষ নজিবের স্ত্রী আবিদা ফোন ধরিলেন। রেন্টু তাহাকে সালাম দিয়া কহিল! আমি রেন্টু। নিউইর্য়ক থেকে আমি রেন্টু বলিতেছি। নজিব আছে?

আবিদা কহিল আপনি কোন রেন্টু?

রেন্টু: আমি ময়নার স্বামী রেন্টু।

আবিদা: ও রেন্টু ভাই। আপনি এখনও বাঁচিয়া আছেন?

রেন্টু: হ্যাঁ: আমি এখন নিউইয়র্কে আছি। নজিব আছে? আমি নজিবের সহিত কথা বলিতে চাই।

আবিদা: হ্যাঁ আছে। ধরেন।

নজিব ফোন ধরিয়া কহিল আপনি কে?

রেন্টু: আমি রেন্টু। আমার কণ্ঠ তুমি কি চিনিতে পারিতেছ না?

নজিব: আপনি এক্ষণে কোথায় আছেন?

রেন্টু: নিউইয়র্ক সিটিতে।

নজিব: কী ভাবে আপনি আমেরিকা গেলেন? এয়ারপোর্টে তো আপনাকে আটক করার নির্দেশ রহিয়াছে। কী ভাবে নিউইর্য়ক চলিয়া গেলেন?

রেন্টু: পিসি পাসপোর্টে।

নজিব: পিসি পাসপোর্ট মানে?

রেন্টু: পিকচার চেইনজ পাসপোর্ট । অন্য লোকের পাসপোর্ট-এর ছবি পাল্টাইয়া আমার ছবি লাগাইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে মতিয়ুর রহমান রেন্টু নামে এইখানে কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না।

নজিব: সুর নরম করিয়া ঃ ও রেন্টু ভাই, আপনি তো আমাদেরই লোক। ভুল বোঝা বুঝি যা হইবার হইয়া গিয়াছে। আপা (প্রধানমন্ত্রী) বলিয়াছেন, "রেন্টু যদি পত্র পত্রিকায়, নিউজ মিডিয়ায় 'আমার ফাঁসি চাই' বই সে লিখে নাই মর্মে বিবৃতি

www.pathagar.com

দিত, তাহা হইলে আমি রেন্টুকে স্পেনে যেইখানে* সেলি হাইকমিশনার, সেইখানে ডেপুটি হাই কমিশনার বানাইয়া পাঠাইতাম।" আপনি যদি নিউইয়র্কে নিউজ মিডিয়ার কাছে এই বিবৃতি দেন, তাহা হইলে এক্ষণে তাহা করা যাইবে। রেন্টু ভাই আপনি রাজি হইলে আমি আপাকে (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে) ইহা বলিতে পারি।

রেন্টু: হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবটি মন্দ নহে। আমি চিন্তা ভাবনা করিয়া পরে আবার তোমাকে কোন করিব এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করিব, বলিয়া ফোন রাখিয়া দিল।

নজিবকে এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইল, প্রধানমন্ত্রীসহ রেন্টুহত্যা পরিকল্পনায় জড়িত সকলের কানে এই কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া যে, রেন্টু এক্ষণে আর দেশে নাই। বিদেশে, নিউইয়র্কে চলিয়া গিয়াছে। এই কথা তাহারা বিশ্বাস করিলে, রেন্টুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার অভিযানে ভাটা পড়িবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহার চাচাতো চাচার শ্যালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমানকে অবসর জীবন হইতে খুঁজিয়া আনিয়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদোন্নতি দিয়া সেনাবাহিনী প্রধান করিয়াছেন।

সেনাবাহিনীর প্রধান লে: জে: মোস্তাফিজুর রহমানকে অপহরণ করিয়া, জিম্মি রাখিয়া, স্ত্রী কন্যাদের জিম্মি হইতে মুক্ত করিয়া বিদেশে লইয়া যাওয়াই রেন্টুর এক্ষণে লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য কি উপায়ে বাস্তবায়িত হইবে, ইহা লইয়াই সে এক্ষণে গভীর চিন্তিত। সেনাপ্রধানকে আহরণের পরিকল্পনা লইয়া সে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঢাকায় আসিয়া পাঞ্জাবী পায়জামা পরিয়া মুখে দাঁড়ি রাখিয়া এবং মাথায় টুপি দিয়া, এক চক্ষু বন্ধ করিয়া, মুখ বাকা করিয়া সমস্ত দিন শহরের বিভিন্ন যায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইল।

রেন্টু পরিচিত অনেককে দেখিল এবং চিনিল। কিন্তু যাহাদের সে দেখিল এবং চিনিল, তাহারা তাহাকে চিনিল না। সেও তাহাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিল না।

---

* শেখ হাসিনার ফুফাতো বোন সেলি যাকে স্পেনে বাংলাদেশ দূতাবাসের হাইকমিশনার করা হয়েছিল তার কথাই বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

রাত্রিতে খিলগাঁও তালতলায় এক বস্তিতে যাইয়া মুরশিদার মার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল। মুরশিদার মা কোন এক সময়ে রেন্টুদের বাসায় থাকিয়া কাজ করিত। রিক্সা করিয়া তালতলার পথ দিয়া যাইবার কালে রিক্সার চাকা ফাটিয়া গেলে, রিক্সা হইতে নামিয়া রিক্সা ওয়ালাকে টাকা দিয়া, অন্য একটি রিক্সা ডাকিতে যেই মুখ ঘুরাইল রেন্টুর দৃষ্টিতে মুরশীদার মা ধরা পড়িল। সে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিল, এইটা মুরশীদার মা।

দিনভর কত পরিচিত জনকে দেখিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও মুরশীদার মার ন্যায় বিশ্বস্ত মনে হয় নাই।

রেন্টু মুরশিদার মার সম্মুখে আসিয়া সালাম কহিল 'আসসালামু আলাইকুম'। আমাকে চিনিয়াছো?

মুরশীদার মা কহিল, না, আমি তো আপনাকে চিনিলাম না।

রেন্টু তাহার বন্ধ করিয়া রাখা বাম চক্ষুটি এবং মাথার টুপি খুলিয়া কহিল এইবার, চিনিয়াছো? মুরশীদার মা কহিলও না এক্ষণেও চিনি নাই । তবে খুবই চেনাচেনা মনে হইতেছে। রেন্টু কহিল, আমি রেন্টু। ফরাশগঞ্জের রেন্টু।

মুরশিদার মা; আপনি? আপনি কোথা হইতে আসিলেন? আপনার একি হাল। একি বেশ?

রেন্টু: আমি বিপদে পড়িয়াছি।

মুরশিদার মা, আমি জানি। আপনাদের বাসায় গিয়াছিলাম, আমাকে ঢুকিতে দেয় নাই। অস্ত্র দেখাইয়া বলিয়াছে আমাকে গুলি করিয়া দিবে। কয়েকবার যাইয়া ইহার পর আর যাই নাই।

রেন্টু, আমাকে তোমার ঘরে লইয়া চল। মুরশিদার মা ঘরে লইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে আলোচনা হইয়া ঠিক হইল, বস্তির লোকে কিংবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে গ্রাম হইতে মাওলানা ভাই আসিয়াছে।

মুরশিদার মা বাজার করিয়া আনিয়া রাঁধিয়া খাইতে দিল । অনেক দিন পর পরিচিত হাতের রান্না খাইতে রেন্টুর খুব ভাল লাগিল । সে অনেক বেশি খাইল ।

পরের দিন প্রথমেই একটি পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষির অফিসে গিয়া, রেন্টু তাহার বাড়ির দ্বিতীয়তলার ভাড়াটিয়ার ফোনে ফোন করিয়া, নিজেকে মিথ্যা পরিচয় দিয়া দয়া করিয়া ময়নাকে ডাকিয়া দেওয়ার অনুরোধ করিল।

ময়না ফোন ধরিয়া স্বামীর কণ্ঠ শুনিয়া শুধু কাঁদিল আর কাঁদিল।

রেন্টুরও বুক ফাঁটিয়া কান্না আসিতেছিল । সে দম বন্ধ করিয়া কোনক্রমে কান্না চাপিল।

টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে একটি মোবাইল ফোনের কথা ভাবিতেছে। এমন সময় শুভাকাঙ্ক্ষি দুইটি গ্রামীণ মোবাইল ফোন রেন্টুর হাতে দিয়া কহিলেন, ইহার নাম্বার 0171-337473 এবং ইহার নাম্বার 0171-816805এই ফোন দুইটি আপনাকে হাবিব ভাই দিয়াছেন।

www.pathagar.com

মোবাইল ফোন দেখিয়া খুশিতে রেন্টুর প্রাণ ভরিয়া গেল। এখন হইতে সে তাহার স্ত্রী ময়নাসহ সকলের সাথে কথা বলিতে পারিবে। যোগাযোগ করিতে পারিবে। এই মূহুর্তে যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোনের কোনই বিকল্প নাই।

কিন্তু হাবিব ভাই! কে এই হাবিব ভাই? কে এই আপনজন ? কে এই বিপদের বন্ধু সুহৃদয় ব্যক্তি? যিনি রেন্টুর এই মহাবিপদের দিনে, এই চরম ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসময়ে, সবচাইতে জরুরী প্রয়োজনীয় মোবাইল ফোন দিয়া সাহায্য করিলেন।

রেন্টু জিজ্ঞাসা করিল কে এই হাবিব ভাই?

শুভাকাঙ্ক্ষি কহিলেন, বি এন পির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব।

আমি বাসা হইতে অফিসে ফোন করিলে জানিতে পারিলাম আপনি অফিসে আসিয়াছেন। ইহা জানিবার মাত্রই আমি অফিসে ছুটিয়া আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে হাবিব ভাইয়ের সাথে দেখা হইলে, দু'জনে তাহার গাড়ি করিয়া আসিতে লাগিলাম। আসিতে আসিতে আপনার প্রসঙ্গে কথা উঠিল। তিনি কহিলেন যদি কখনো আপনার অথবা ময়না ভাবীর সহিত আমার যোগাযোগ হয়, তাহা হইলে আমি যেন তাহার (হাবিব ভাইয়ের) কাছ হইতে মোবাইল ফোন লইয়া আপনাকে দেই।

এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম আজ আমি রেন্টু ভাইয়ের পাড়ায় যাইব। আপনি মোবাইল ফোন আমার নিকট দিতে পারেন। সুযোগ পাইলে আমি ময়না ভাবির কাছে মোবাইল পৌঁছাইয়া দিব। এই কথা শুনিবার মাত্রই, হাবিব ভাই প্রথমে তাহার নিজের হাতের মোবাইলটি আমাকে দিলেন। তাহার পর অফিসে নিয়া আর একটি, মোট এই দুইটি মোবাইল দিয়া কহিলেন, যে করিয়াই হোক মোবাইল দুইটি রেন্টু ভাইয়ের স্ত্রী ময়না ভাবীর হাতে যেন অবশ্যই পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করি।

চেষ্টা করিয়া দেখি, বলিয়া আমি মোবাইল দুইটি লইয়া আসিয়াছি।

এই হাবিবুর রহমান হাবিবকে রেন্টু চিনিতো। হাবিবও রেন্টুকে চিনিতো। কিন্তু তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁহাদের ছিল না। কত মানুষের কত উপকার রেন্টু করিয়াছে। কিন্তু কোনদিন হাবিবের কোন উপকার করে নাই। হাবিব এতো মহৎ ব্যক্তি। এতো পরোপকারী তাহাও সে জানিতো না।

এই হাবিব আজ রেন্টুর এতো বড় উপকার করিলেন?

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাক কি দয়া করিয়া হাবিবের এই ঋণ শোধ করিবার তৌফিক রেন্টুকে দিবেন?

এই হাবিবুর রহমান হাবিব হইলেন, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। ৯০-এর স্বৈরাচর জেনারেল এরশাদ বিরোধী ছাত্রগণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্র নেতাদের মধ্যমনি। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচনে হাবিবুর রহমান হাবিবকে দলীয় মনোনয়ন না দিয়া শেখ হাসিনা কালো টাকার বিনিময়ে

www.pathagar.com

কালো টাকার এক মালিককে মনোনয়ন দিলে হাবিবুর রহমান হাবিব এবং তাহার স্ত্রী কোন প্রকার রাগ ঢাক না করিয়া সরাসরি ধানমন্ডি ৫ নাম্বার রোডের ৫৪ নং বাড়ি 'সুধাসদনে' যাইয়া শেখ হাসিনাকে কহিলেন, "যেই নেত্রী কালো টাকায় বিক্রয় হইয়া যায় সেই নেত্রীর সহিত আর যাই হোক রাজনীতি চলিতে পারে না। রাজনীতি হইতেছে একটি মহান এবং মহৎব্রত।

আর আপনি হইতেছেন অর্থলিপ্সু, রাজনীতির কলঙ্ক। আপনার দ্বারা দেশ ও জাতির ক্ষতি ভিন্ন ভাল হইবে না।" এই কথা বলিয়াই তাঁহারা স্বামী স্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বি, এন, পিতে যোগদান করিলেন।

সেই সময়ে সকলেই হাবিব ও তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইয়াছিল, এইবার শেখ হাসিনা ক্ষমতায় যাইতেছে, এক্ষণে শেখ হাসিনার সহিত সর্ম্পক ছিন্ন করিলে তাঁহারা ঠকিবে। ইহার উত্তরে হাবিব ও তাঁহার স্ত্রী কহিয়া ছিলেন, আমরা ব্যবসা করিতে আসি নাই। রাজনীতি করিতে আসিয়াছি। নীতি ছাড়িয়া দিয়া রাজনীতি হয় না। নীতি ছাড়া যাহা হয়, তাহা বেশ্যাবৃত্তি। তাহা শেখ হাসিনার দ্বারা সম্ভব। আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে।

সেই দিন রেন্টু দেখিয়াছিল এক দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হাবিবকে। আজ দেখিল তাহার জীবন বাঁচাইতে, তাহার সাহায্যকারী হাবিবকে।

মোবাইল ফোন দুইটি লইয়া শুভাকাঙ্ক্ষীর অফিস হইতে বাহির হইয়া পুরাতন শহরের গফুর ভাইয়ের বাসায় যাইয়া হাজির হইল। রেন্টুকে দেখিয়া গফুর ভাই চমকিয়া উঠিলেন, হতবাগ হইয়া গফুর ভাই বলিলেন, আল্লাহ পাক এখনও আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা তো ধরিয়াই লইয়াছিলাম আপনি আর জীবিত নাই।

রেন্টু ঃ গফুর ভাই, আপনি এক্ষণই যাইয়া আমাদের পাশের বাসার সাহাদাদকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। আমি এইখানে আসিয়াছি. ইহা না বলিয়া শুধু বলিবেন আমার একজন লোক তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সাহাদাদ যেমন ভাল, তেমন সাহসী এবং শিক্ষিত ও কর্মের ছেলে। যে কোন কাজেই তাহাকে বিশ্বাস করা যায়। ভরসা করা যায়। নির্ভর করা যায়।

সাহাদাদকে সঙ্গে লইয়া গফুর ভাই ফিরিয়া আসিলেন। সাহাদাদ রেন্টুকে দেখিয়া আনন্দিত, গর্বিত হইল। রেন্টুর বাড়ির অবস্থা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলাইয়া দেওয়া সন্ত্রাসী খুনিদের অবস্থান, এলাকার অবস্থা ইত্যাদি লইয়া উভয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করিল। সাহাদাদ জানাইল অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা আগের মতোই বাড়ি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তবে বাড়ির ভাড়াটিয়া ও অন্যান্যদের ভিতরে এবং বাহিরে যাইতে আসিতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু রেন্টুর স্ত্রী কন্যা ও মাতাকে বাহির হইতে দেওয়া হইতেছে না।

www.pathagar.com

দিন দশ আগে মাতা একবার বাহির হইবার চেষ্টা করিলে, বেআইনি অস্ত্রধারীরা অস্ত্র উচাইয়া ধরিয়া মারিয়া ফেলিবার হুমকি ধামকি দিয়া তাঁহাকে বাড়ির ভিতরে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। অনেকেই এই দৃশ্য দেখিয়াছেও।

একটি মোবাইল সাহাদাদের হাতে দিয়া তোমাদের জানালা দিয়া ময়নার হাতে পৌছাইয়া দিবে, বলিয়া রেন্টু সাহাদাদকে বিদায় করিয়া দিল।

গফুর ভাই কহিলেন, থাকিবার জায়গার প্রয়োজন হইলে আমাকে বলিবেন । আমি ব্যবস্থা করিতে পারিব।

দুপুরের খাবার খাইয়া বিদায় লইয়া, রেন্টু সোজা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আসিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেনা প্রধানের বাস ভবন, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, সেনা সদর, গ্যারিসন মসজিদ, ৩২ বেঙ্গলের রাস্তা, ৫৭ ইঞ্জিনিয়ার্স কোর, স্টেশন হেড কোয়াটার, অফিসার্সম্যাস, অফিসার্স কোয়ার্টার, সৈনিক কোয়াটার ইত্যাদি সমূহ দেখিয়া, সন্ধ্যায় মালিবাগ তালতলায় মুরশিদার মার বস্তিতে ফিরিয়া গেল।

খাবার খাইয়া, নামাজ পড়িয়া বিছানায় শুইয়া ঢাকা সেনানিবাসকে চোখের উপর মেলিয়া রাখিয়া সেনা প্রধানকে কি উপায়ে অপহরণ করিয়া, জিম্মি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

প্রতিদিন সকালে রেন্টু ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করিত এবং সারাদিন এই এলাকার সকল রাস্তা ঘাট, স্থাপনা সমূহ নখদর্পনে (রেকি) করিয়া সন্ধ্যায় মুরশিদার মার ঘরে ফিরিয়া আসিত।

এইভাবে কয়েক দিন যাইবার পর, সে দেখিল একদিন সি, এম, এইচ,-এ সেনা প্রধান আসিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যায় সেনা কুঞ্জে আসিয়াছেন।

কিছু দিন পর সে বুঝিল, ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে থাকিয়া সেনা প্রধানকে অপহরণ করা যাইবে না। তাঁহাকে অপহরণ করিতে হইলে, সেনা নিবাসের মধ্যেই যে কোন উপায়ে থাকিতে হইবে। এইখানে থাকিয়াই সেনা প্রধানের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়া সদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই মূহূর্তের মধ্যেই কার্যসিদ্ধি করিতে হইবে।

এক্ষণে রেন্টুর ভীষণ চিন্তা, কি উপায়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে থাকিবার ব্যবস্থা করা যায়। সে প্রতিদিন ভাবিতে ভাবিতে সেনানিবাসে যায়। আবার ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসে।

দিন যায়। রাত্রি যায়। দিন ফিরিয়া আসে, রাত্রিও ফিরিয়া আসে। কিন্তু রেন্টুর চোখে নিদ্রা আসে না।

প্রতি রাত্রে দশটার সময় বস্তি হইতে খানিক দূরে যাইয়া, রেন্টু ময়নার সহিত মোবাইলে কথা বলিয়া আবার বস্তিতে ফিরিয়া আসিত।

একদিন ক্যান্টনমেন্ট গ্যারিসন মসজিদে আসর নামাজ পড়িয়া রেন্টু মনে মনে

www.pathagar.com

ভাবিতেছে, কি করিয়া ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে থাকিবার ব্যবস্থা করা যায়। মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় সে দেখিল দুইজন সৈনিক কোয়ার্টার পাইবার আলোচনা করিতেছে, রেন্টু মসজিদ হইতে বাহির না হইয়া কান পাতিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিল। তাঁহারা বলিতেছে, টাকা পয়সা খরচ করিয়া, চেষ্টা তদবীর করিয়াও যদি একটি কোয়াটার পাওয়া যাইতো, তাহা হইলে দু'জনে মিলিয়া পরিবার পরিজন লইয়া ভাগাভাগি করিয়া থাকা যাইত। সৈনিকদ্বয় চলিয়া গেল। রেন্টুও চলিয়া আসিল। তবে মাথায় করিয়া সৈনিকদের কোয়ার্টার সংকটের বিষয়টি লইয়া আসিল। রাত্রিতে ঘুমাইল। কিন্তু কোয়ার্টার সংকটের কথাটি মাথায় লইয়াই ঘুমাইল।

সকাল বেলা নাস্তা খাইবার কালে মুরশিদার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি কোন আত্মীয় স্বজন আছে মিলেটারিতে চাকরি করে। কিন্তু থাকার বাসা পায় নাই। মুরশিদার মা কহিল, আত্মীয় স্বজন নাই তবে চেনা লোক আছে, ছোট দুইটি বাচ্চা লইয়া বউটি বড় কষ্টে রহিয়াছে। বউটির স্বামী মিলেটারিতে চাকরি করে। কিন্তু এইখানে, যেই বাসায় বউটি রহিয়াছে, সেই বাসায় স্বামী থাকিতে পারেনা। স্বামীর বাসায় থাকিবার অনুমতি নাই। তাই দিবার ভাগে আসিয়া, একবার বউ বাচ্চাকে কোন রকমে দেখিয়াই আবার তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হয়। বউটি একা থাকিতে ভয় পায়। মাঝে মাঝে আমি যাইয়া থাকি। এক্ষণে আপনি আসিয়া পড়ায় আমি যাইতে পারিতেছি না। তবে মুরশিদা বউয়ের সহিত থাকিতেছে। মুরশিদার স্বামী আসিলেই মুরশিদাকে লইয়া যাইবে। তখন কি হইবে? আমি মনে মনে ইহাই ভাবিতেছি। এই সকল কথা শুনিয়া রেন্টু মনে মনে আনন্দিত হইয়া কহিল, আগামীকাল ঐ মিলেটারি আসিলে আমাকে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিতে পারিবে?

মুরশিদার মা : পারিব। আপনি মিলেটারির সহিত কি কথা বলিবেন ভাই?

রেন্টু : আমি ক্যান্টনমেন্টে তাঁহাদের কোয়ার্টার করাইয়া দিতে পারিব।

মুরশিদার মা : তাহা হইলে তো পিতার কাজ হইবে। তাঁহারাও আপনাকে পিতার ন্যায় মর্যাদা দিবে।

রেন্টু : আমি তাঁহাদের সেনা নিবাসের ভিতরে থাকিবার জন্য বাসা বরাদ্ধ করাইয়া দিব। বিনিময়ে আমাকে ঐ বাসায় থাকিতে দিতে হইবে। ইহাতে রাজি হইলে আমি কোয়ার্টার বরাদ্ধ করাইয়া দিব।

মুরশিদার মা : ঐ কোয়ার্টারে থাকিতে তাঁহাদের কি ভাড়া লাগিবেনা?

রেন্টু : নামে মাত্র লাগিবে। তাহা পরে চাকরির ফান্ড হইতে কাটিয়া লইবে। আপাতত ঘরভাড়া বাবদ টাকা দিতে হইবে না।

মুরশিদার মা : তাহা হইলে তো আপনাকে শুধু থাকিতেই না, খাইতে

www.pathagar.com

পরিতেও দিবে। মাথায় করিয়া রাখিবে। এক্ষণে দুই রুমের যেই বাসায় থাকিতেছে, তাহার ভাড়াই তিন হাজার টাকা। ইহা ছাড়া গ্যাস বিল, কারেন্ট বিল, পানি বিল তো রহিয়াছেই।

রেন্টু : কোয়ার্টারের গ্যাস, পানি, কারেন্ট কোন বিলই দিতে হইবে না। উপরন্ত খাট, পালং , চেয়ার, টেবিল ,ফ্যান, লাইট, সকল কিছুই সরকার দিবে। তাঁহাদের কিছুই লাগিবে না।

মুরশিদার মা : বলিতেছেন কি? তাহা হইলে তো থাকা আর খাওয়াই শুধু নহে, আপনি চাহিলে মাসে মাসে টাকাও আপনাকে দিবে।

রেন্টু আর মুরশিদার মা আলোচনা করিয়া স্থির করিল, আগামীকাল মিলেটারি আসিলে মুরশিদার মা তাঁহাকে জানাইবে, রেন্টু তাঁহার (মুরশিদার মার) ভাই। নাম রহমান মাওলানা। সে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আসিয়াছে। সেনানিবাসের সরকারি কোয়ার্টার (বাসা) বরাদ্দ করাইয়া দিবে। যতদিন চিকিৎসার সময় লাগিবে, ততদিন সে ঐ কোয়ার্টারে তাঁহাদের সহিত থাকিবে, খাইবে। যখন চিকিৎসা শেষ করিয়া চলিয়া যাইবে, বাসার বরাদ্দও বাতিল হইয়া যাইবে।

পরের দিন অপরাহ্নে সৈনিক আসিলেন। নাম তাহার মো: হাসেম। বাড়ি রংপুর। হাসেম সেনাবাহিনীর এনসিও (নন কমিশন অফিসার)। পদবী কর্পোরাল ক্লার্ক। সে রেন্টুর প্রস্তাব শুনিয়া শুধু রাজিই হইলেন না। খুশিতে আটখানা হইয়া কহিলেন, আপনি আমাদের পিতার ন্যায়। আপনি কোয়ার্টারে আমাদের সঙ্গে থাকিবেন, ইহাতো আমাদের পরম সৌভাগ্য। হাসেমের স্ত্রী কহিল, আমি আপনাকে আব্বা বলিয়া ডাকিব। আজ হইতে আপনি আমাদের সন্তানদের নানা। কথাবার্তা পাকাপাকি ও চূড়ান্ত হইল।

সেনাবাহিনীর ৫৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ব্যাটালিয়ান-এর কর্পোরাল ক্লার্ক হাসেমের নামে কোয়ার্টার ইস্যু করাইয়া, সেই কোয়ার্টারে তাঁহাদের সহিত রেন্টু (রহমান মাওলানা) থাকিবে এবং চিকিৎসা করাইবে। রেন্টুর রোগ যে কি, ইহার চিকিৎসা কি! তাহা সেনাবাহিনীর এনসিও হাসেম জানিল না।

এক্ষণে সে সেনাবাহিনী প্রধান লে: জে: মোস্তাফিজুর রহমানকে অপহরণ করিয়া জিম্মি করিবার লক্ষ্যে বড় একধাপ অগ্রসর হইল।

কর্পোরাল ক্লার্ক হাসেমের নামে সেনা নিবাসে একটি বাসা বরাদ্দ করাইবার জন্য রেন্টু জোর চেষ্টা চালাইতে লাগিল।

জন দুই রাজনৈতিক নেতা এবং সেনাবাহিনী হইতে সদ্য অবসর প্রাপ্ত দুই জন জেনারেলের নিকট হাসেমের নামে একটি কোয়ার্টার বরাদ্দ করাইবার জন্য তদবীর

www.pathagar.com

করিতে লাগিল।* হাবিবুর রহমান হাবিবের দেওয়া মোবাইল ফোনের সাহায্যে রেন্টু রাজনীতিক ও সেনা নায়কদের সহিত যোগাযোগ এবং তদবীর অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে থাকিল। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডারের দপ্তরেও কোয়ার্টার বরাদ্দ হইবার অগ্রগতি জানিবার ও বুঝিবার জন্য লোক লাগাইয়া রাখিল।

কী রহিয়াছে ভাগ্যে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহতালাই তাহা জানেন!

সেনানিবাসে সৈনিকদের পরিবার লইয়া থাকিবার চৌদ্দতলা ভবন 'মালবিকা'র এগারো তলার দক্ষিণ পাশ্বের কোয়ার্টারটি এনসিও হাসেমের নামে বরাদ্দ হইল।

হাসেমের শ্বশুর সাজিয়া, হাসেমের স্ত্রী কন্যাদের লইয়া রেন্টু সেই কোয়ার্টারে আসিয়া উঠিল।

প্রতিদিন ফজর নামাজ শেষ করিয়া পুনরায় খাটের উপর শুইয়া সেনা প্রধান মোস্তাফিজুর রহমানকে কি উপায়ে অপহরণ ও জিম্মি করিবে তাহার জল্পনা কল্পনা করিয়া, সকাল সাতটার দিকে নাস্তা খাইয়া, গোসল সারিয়া, কখনো সিঁড়ি দিয়া হাঁটিয়া, কখনো লিফটে করিয়া নিচে নামিয়া, সিএমএইচ, গ্যারিসন মসজিদ, বত্রিশ বেঙ্গল, ষ্টেশন হেড কোয়ার্টার, সেনা প্রধানের বাসভবন ইত্যাদি স্থানে দুপুর পর্যন্ত রেকি করিবার কাজ সারিয়া, দুপুরে কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিত। দুপুরের খাবার খাইয়া, বত্রিশ বেঙ্গলের মসজিদে অথবা এমইএস-এর মসজিদে অথবা গ্যারিসন মসজিদে কিংবা পুরাতন গ্যারিসন মসজিদ বা সেনা নিবাসের যে কোন মসজিদে জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশার নামাজ পড়া, আর সেনা প্রধানকে অপহরণ করিবার লক্ষ্যে গোটা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়, কোথায় কি রহিয়াছে, অপারেশন-এর কী কী অসুবিধা সমূহ রহিয়াছে, সেনাপ্রধান এর চলাফেরার সময় কতজন দেহরক্ষী রহিয়াছে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে বাস্তব সরেজমিন ধারণা লইয়া বা রেকি সারিয়া রাত্র নয়টার পর 'মালবিকা'র এগারো তলার দক্ষিণ দিকের ১১-এর সি কোয়ার্টারে

---

* রাজনৈতিক নেতা ও জেনারেলদের আপত্তির কারনে তাঁহাদের নাম গোপন রাখা হইল।

www.pathagar.com

ফিরিয়া আসা, ইহাই এক্ষণে রেন্টুর কাজ।

অত্যন্ত সুচারু রূপে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা চষিয়া, ক্যান্টনমেন্ট এলাকা চষিয়া, সকল কিছু দেখিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া, এক্ষণে রেন্টুর কাজ সমাপ্ত হইল।

এখন কি অস্ত্র দ্বারা, কি উপায়ে, সেনা প্রধানকে অপহরণ করিয়া জিম্মি করিবে তাহা স্থির করা ও যোগাড় করাই কাজ।

কি উপায়ে কোথায় অস্ত্র পাইবে বিস্তর চিন্তা করিয়া রেন্টু সিদ্ধান্ত লইল অস্ত্র তৈয়ার করিয়া লইবে।

সে একদিন হাসেমের বাচ্চাদের খেলিবার জন্য অনেকগুলি খেলনা লইয়া আসিল। যে সকল খেলনার স্প্রীরিং রহিয়াছে, লোহার পাত রহিয়াছে, বাছিয়া বাছিয়া সেই ধরনের খেলনা আনিল। সঙ্গে কয়েক টুকরা পাইপও আনিল। ধীরে ধীরে হ্যাকসোব্লেড, প্লাস, রেত, বাইস, স্ক্রু'ড্রাইভার ইত্যাদি যাহা প্রয়োজন হইল ছোট খাটো সকলই যোগার করিল।

এক্ষণে রেন্টু বাসার বাহিরে নেহায়েত প্রয়োজন না হইলে একেবারেই যায় না। ঘরেই নামাজ পড়ে, আর প্রায় সারাদিন হাসেমের বাচ্চাদের লইয়া ঐ সকল খেলনা দিয়া খেলা করে। খেলার ছলে নিজেই আছাড় মারিয়া খেলনা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ভাঁঙ্গা খেলনা স্ক্রু'ড্রাইভার, প্লাস, হ্যাকসোব্লেড দিয়া মেরামত করে। নতুন খেলনা বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া বাচ্চাদের দেয়। আর মেরামতকৃত খেলনার যন্ত্রপাতি কোয়ার্টারের ওয়ালে সরকারের করা বিশাল স্টিলের আলমারীর মধ্যে তালা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দেয়।

এইদিকে হাসেমের বড়ই চিন্তা । রহমান মাওলানার রোগ ভাল হইয়া গেলে সে চলিয়া যাইবে। আর কোয়ার্টারের বরাদ্দও বাতিল হইয়া যাইবে। হাসেম রেন্টু (রহমান মাওলানা) কে বলে "শ্বশুর আপনি সুস্থ্য হইয়া গেলেও আমাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। আমি যতদিন ঢাকা রহিয়াছি, ততদিন আপনি আমাদের সাথেই থাকিবেন। আপনার নাতিরা (হাসেমের সন্তানরা) আপনাকে ছাড়া থাকিতে পারিবেনা। আপনি আমাদের সাথেই থাকিয়া যান।"

এই সকলই হাসেম বলে রেন্টু থাকিলে কোয়ার্টার থাকিবে সেই কারণে। এক্ষণে রেন্টু অস্ত্র তৈরি করিতে মহা ব্যস্ত। কোয়াটারের কক্ষে বসিয়া চুপচাপ নিত্য নতুন প্রযুক্তি খাটাইয়া দেশীয় অস্ত্র তৈরি করিতে রেন্টু সারাদিন পরিশ্রম করিতে লাগিল। টানা কয়েক সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া একটি অস্ত্র তৈরি করিল। এই অস্ত্রদ্বারা বিশ/ত্রিশ গজ দূরের লক্ষ বস্তুতে আঘাত হানা সম্ভব। এই অস্ত্রের টিগার রহিয়াছে। ব্যারেলও রহিয়াছে। কিন্তু এই অস্ত্র চালাইতে বারুদের গুলি (বুলেট) প্রয়োজন হইবে না। ইহা চালাইলে আওয়াজও হইবে না। অগ্রভাগ তীক্ষ্ণধার চোখা, পশ্চাৎভাগ মোটা, লোহার টুকরা এই অস্ত্রের গুলি হিসাবে ব্যবহার হইবে। চেম্বারে

www.pathagar.com

পাঁচটি করিয়া গুলি বা লোহার টুকরা থাকিবে। একটি একটি করিয়া ফায়ার করিতে হইবে। ২৫/৩০ গজের মধ্যে থাকা, রক্ত হাড় মাংশের লক্ষ্য বস্ত্র ছিদ্র করিয়া লোহার গুলি ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে। দেওয়ালে এই গুলি মারিয়া পরীক্ষা করিয়া ইহা নিশ্চিত হওয়া গিয়াছে।

সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমানকে অপহরণ করিয়া জিম্মি করিবার যে অস্ত্র প্রয়োজন, তাহা পরীক্ষা নিরিক্ষা করিয়া চূড়ান্ত হইয়াছে।

এক্ষণে অপহরণ অভিযান কার্যকর করার পালা । রেন্টু সারা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। কবে কোথায় কোন সময় কি অনুষ্ঠান হইবে। কাহারা কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করিবে, সেই দিকে চক্ষু মেলিয়া, কান খুলিয়া সে চলিতেছে।

একদিন ক্যান্টনমেন্ট গ্যারিসন সিনেমা হলের সম্মুখে সেনা বাহিনীর এমপি (মিলেটারি পুলিশ) রেন্টুকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল।

ইহাতে সে শঙ্কিত হইলেও সৈনিকদের ঘেরাও-এর মাঝে স্থির হইয়া দাড়াইয়া থাকিয়া, ঘিরিয়া ফেলিবার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে দেখিল রাস্তা ঘাট যানবাহন শুন্য, পথচারীদেরও রাস্তায় আসিতে দেওয়া হইতেছেনা। পথের পাশে স্থির অবস্থায় দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সিগন্যাল কার সায়রেন বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ দিকের জাহাঙ্গির গেইট-এর দিক হইতে আসিয়া, দ্রুত উত্তর দিকে চলিয়া গেল। এইবার রেন্টু বুঝিল, হয় রাষ্ট্রপতি না হয় প্রধানমন্ত্রী আসিতেছেন। সে সৈনিকদের মাঝে যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিল।

রাষ্ট্রপতি নহে, রেন্টুর ঘাতক আসিলেন। যিনি রেন্টুকে হত্যা করিতে অসংখ্য খুনি ঘাতকদের লেলাইয়া দিয়াছেন। সেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসিলেন।

যমদলের প্রধানকে দেখিয়া রেন্টু কিঞ্চিৎ শিহরিত হইল। তাহার শরীরের লোম গুলি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। লোমকূপ হইতে ঘাম বাহির হইয়া আসিল।

ঘাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেন্টুর নাকের ডগার সম্মুখ দিয়া উত্তরে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন পরে সে শেখ হাসিনাকে দেখিল। শেখ হাসিনার মুখমণ্ডলে মেদ জমিয়াছে এবং তিনি সিনেমার নায়িকাদের মতো রঙ্গিন মেকআপ মাখিয়াছেন।

ঘিরিয়া রাখা সৈনিকেরা প্রশ্ন করিলেন, আপনার পরিচয়?

রেন্টু, আমি ৫৭ ইঞ্জিনিয়াসের কর্পোরাল ক্লার্ক হাসেমের শ্বশুর।

সৈনিক, কোথায় যাইতেছেন?

রেন্টু, 'মালবিকা'য় জামাইয়ের কোয়ার্টারে।

যান, বলিয়া সৈনিকেরা রেন্টুকে ছাড়িয়া দিলেন। সে চলিয়া যাইতে যাইতে

www.pathagar.com

ভাবিতে লাগিল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি ভাবিতে পারিতেছেন, তাহারই শিকার, তাহারই শাসনামলে, তাহারই সৈনিকদের সহিত অবস্থান করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্যান্টমেন্টের ভিতর দিয়া এয়ারপোর্টের রানওয়ের ভিতর দিয়া গাজীপুরে চলিয়া গেলেন। রেন্টু গ্যারিসন মসজিদে ঢুকিল। সে ভাবিয়াছিল জোহরের নামাজ পড়িয়া 'মালবিকা'র কোয়ার্টারে চলিয়া যাইবে। মসজিদে ঢুকিয়া সে আনন্দময় দৃশ্য দেখিল। আনন্দ সংবাদ শুনিল। মসজিদ-এ আন্তবাহিনী পবিত্র কোরান তেলোয়াত প্রতিযোগিতার শ্রোতা দর্শক হইল। সে যতখানি মনযোগের সহিত কান পাতিয়া কোরান তেলোয়াত শুনিল, তাহার চাইতেও অধিক মনযোগ দিয়া কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, প্রতিযোগিতার পুরস্কার কে বিতরণ করিবে? কোন খানে করিবে? কখন করিবে ? তাহা শুনিবার জন্য।

আজ হইতে দুই দিন পর আগামী বুধবার আসর নামাজের পরে সেনাপ্রধান লে: জে: মোস্তাফিজুর রহমান পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

রেন্টু এমনই একটি দিন, সময় ও অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহার এ অপেক্ষার শেষ হইতে যাইতেছে। সে ফজর, জোহর, আসর , মাগরিব এবং এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই গ্যারিসন মসজিদে পড়িতে লাগিল। আর চিন্তা করিতে লাগিল, কি উপায়ে সেনাপ্রধানকে অপহরণ করিবে। তাহার তৈয়ারি অস্ত্রটা কি সঙ্গে রাখিবে? না, মসজিদ এর কোনখানে লুকাইয়া রাখিবে ? সঙ্গে রাখিলে যদি ঢুকিবার কালে দেহ তল্লাশি করে, তাহা হইলে কাজের কাজ কিছুই হইবেনা। সকল কিছুই পণ্ড হইবে।

আর মসজিদ-এ রাখিলে, কোথায় রাখিবে? এই সকল কিছু চিন্তা ভাবনা করিয়া স্থির করিল, শুক্রবার নামাজের আগে ঈমাম সাহেব কাঠের তৈরি রাজ সিংহাসনের ন্যায় যে মিম্বারে বসিয়া খুত্‌বা পড়িয়া থাকেন, তাহার নীচে অস্ত্রটি লুকাইয়া রাখিবে এবং সে খালি হাতে আসিয়া সম্মুখের কাতারে সেনাপ্রধান-এর নিকট বসিবে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্রটি বাহির করিয়া সেনাপ্রধানের বুকে বা পিঠে ঠেকাইয়া হ্যান্ডস আপ করাইয়া জিম্মি করিয়া ফেলিবে।

প্রয়োজনে নিকটস্থ দুই একটি সেনা রক্ষিকে সুট করিয়া ফেলিয়া দিবে।

যেইরূপ চিন্তা, সেইরূপ কাজ। মঙ্গলবার মাগরিবের নামাজের সময় রেন্টু অস্ত্রটি পায়ে বাঁধিয়া লইয়া গ্যারিসন মসজিদ-এ হাজির হইল। নামাজ শেষ করিয়া মসজিদ-এর সকল মুসল্লিগণ বাহির হইয়া যাইতে থাকিলে, তড়িৎ গতিতে অস্ত্রটি বাহির করিয়া খুত্‌বা পড়িবার মিম্বারের কাঠের আসনের নীচে রাখিয়া রেন্টুও বাহির হইয়া আসিল।

বুধবার জোহর নামাজের পর হইতেই রাস্তার বিপরীত পার হইতে মসজিদ-এর

www.pathagar.com

দিকে স্থির সজাগ চক্ষু রাখিয়া, রেন্টু কখন অনুষ্ঠানের লোক আসিতে শুরু করে তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সেনা প্রধানের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্য সকলে আসিয়া মসজিদ-এর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থান গ্রহণ করিল। অনুষ্ঠানে আগত কয়েকজন মসজিদের ভিতরে ঢুকিল। রেন্টু তাঁহাদের সহিত মিলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া মিম্বার বরাবর বসিল।

সে অস্ত্রের সহিত সুতা বাঁধিযা মিম্বারের এক দেড় ইঞ্চি বাহির করিয়া রাখিয়া ছিল। সেই সুতা সেই ভাবেই রহিয়াছে। ইহাতে সে নিশ্চিত হইল অস্ত্র জায়গা মতই রহিয়াছে। ক্রমে সকলে উপস্থিত হইলেন। সেনাপ্রধানও আসিলেন। আসর নামাজ শেষ হইল।

প্রধান অতিথি সেনাপ্রধান-এর জন্য এবং অন্যান্য অতিথিদের বসিবার জন্য চেয়ার আনিয়া ইমামের খুত্‌বা পড়িবার মিম্বারের সম্মুখে দুই সারি করিয়া পাতিয়া দেয়া হইল।

অতিথিগণ মর্যাদানুযায়ী কেহ সামনের সারিতে। কেহ পিছনের সারিতে উপবিষ্ট হইলেন।

পুরস্কার বিতরণী আরম্ভ হইল।

রেন্টু নিরাশ হইল। বিজয়ীগণ পর্যায় ক্রমে পুরস্কার লইতে লাগিলেন। সে দেখিল প্রথম সারির মাননীয় অতিথিবর্গকে বলপূর্বক হটাইয়া দ্বিতীয় সারিতে যাইতে হইবে। তাহার পর দ্বিতীয় সারির অতিথিদের হটাইয়া, মিম্বারের তলা হইতে অস্ত্র বাহির করিতে হইবে। অতঃপর সেনাপ্রধানকে জিম্মি করিতে হইবে। ততক্ষণে রক্ষীগণ সেনাপ্রধানকে নিরাপদে লইয়া, রেন্টুকে ধরাশায়ি করিয়া ফেলিবে। তাহাদের সম্মিলিত গুলিতে রেন্টুর দেহ ঝাঁঝরা হইবে এবং মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে। ইহাতে কোন ভুল হইবে না।

তাহার সকল পরিকল্পনা, চেষ্টা ভন্ডুল হইল। সে এক বুক হতাশা আর ব্যর্থতা লইয়া বিজয়ীদের পুরস্কারে করতালী দিতে লাগিল।

পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান শেষ হইল। প্রধান অতিথি সেনাপ্রধানসহ অতিথিগণ বিদায় হইল।

রেন্টু মাগরিব নামাজ শেষ করিয়া ভগ্ন হৃদয়ে মসজিদেই বসিয়া রহিল।

এশার নামাজ পড়িয়া সকলেই যখন বাহির হইয়া গিয়াছে, এদিক ওদিক দেখিয়া অস্ত্রটি বাহির করিয়া কোমরে লইয়া মালবিকার কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিল। চেষ্টা ছাড়িবে না, আবারো সুযোগ আসিয়া যাইবে মনকে এই সান্তনা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম হইতে উঠিল। ফজরের নামাজ পড়িল। নাস্তা খাইয়া পুনরায় সেনা প্রধানকে অপহরণের সুযোগ খুঁজিতে বাহির হইল। দিন যায়, রাত্রি আসে। সুযোগের সন্ধানে রেন্টু ঘুরিতে থাকে।

www.pathagar.com

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সুযোগ আসিল। নূতন গ্যারিসন মসজিদ তৈরি হইয়াছে। গোলাকার, খুবই সুন্দর এবং আধুনিক মসজিদ তৈরি হইয়াছে। চমৎকার আঙ্গিনা। শ্বেত পাথরের চমৎকার সিঁড়ি। দেখিতে ধান মাপিবার ধামার ন্যায়। কলম (পিলার) বিহীন মসজিদ। চর্তুপার্শ্বে হইতে আসা-যাওয়া যায় এই মসজিদে। ভিতরটা বৃত্তের ন্যায় গোলাকার। বিশাল বড়।

সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান এই মসজিদ উদ্বোধন করিবেন। মসজিদের বাহিরের কাজ শেষ হইলেও ভিতরের কাজ কিছুই হয় নাই। তবুও সেনাপ্রধান মসজিদ উদ্ভোধন করিবেন।

প্রথমে তিনি বাহিরে নাম ফলক উম্মোচন করিবেন। তাহার পর ভিতরে আসিয়া জোহর নামাজ পড়িবেন। ভিতরে ফ্লোরের কাজ কিছুই হয় নাই। কিন্তু সেনাপ্রধান নামাজ পড়িয়া উদ্বোধন করিবেন তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সুন্দর কার্পেট বিছানো হইয়াছে।

তিনি যেই দিক দিয়া আসিবেন, যেই সিঁড়ি ও দরজা দিয়া আসিবেন সেই দিকে, সেই সিঁড়িতে লাল গালিচা বিছানো হইয়াছে।

রেন্টুও পূর্ব হইতেই অস্ত্র কোমরে লইয়া সেই দরজার পাশেই বসিয়াছে। আজ আর কোন কথা নাই। কোন অপেক্ষা নাই। লাল গালিচা দিয়া হাটিয়া মসজিদ-এ ঢুকিবার মাত্র সে সেনাবাহিনী প্রধানকে হ্যান্ডস আপ করাইয়া, জিম্মি করিয়া ফেলিবে।

আর যে অস্ত্র সে তৈয়ার করিয়াছে তাহা দ্বারা দুই এক জনকে খুন জখম করিয়া, সেনা প্রধানকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে নড়াচড়া করিলে, কথা না শুনিলে, তাঁহাকে হত্যা করা হইবে।

রেন্টুর নিজের জীবনের তো কোন পরোয়াই নাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাসী অস্ত্রধারীদের দিয়া তাহার স্ত্রী, কন্যা, মাতাকে জিম্মি করিয়া রাখিয়াছেন। যে কোন মুহূর্তে তাহাদের হত্যা করিয়াও ফেলিতে পারেন। এক্ষণে যেই উপায়েই হোক, তাঁহাদের মুক্ত করাই তাহার একমাত্র কাজ।

তাঁহাদের মুক্ত করিতে না পারিলে এ জীবন রাখিয়াই বা কি হইবে? সেনা প্রধানকে জিম্মি করিয়াই কেবল তাঁহাদের মুক্ত করা যাইতে পারে।

সুতরাং আজ আর এই সুযোগ হাত ছাড়া করাই যাইবে না।

সেনাপ্রধান আসিয়াছেন। নাম ফলক উম্মোচন করিয়াছেন। মসজিদে ঢুকিবার জন্য লাল গালিচায় পা রাখিয়াছেন। এই সকল কিছু দেখিয়া, রেন্টু কোমরে রাখা অস্ত্র হাত দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

আজ আর সময় দেওয়া হইবে না। অন্য কোন চিন্তাও করিবে না। সেনাপ্রধান মসজিদ-এর ভিতরে পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহার বুকে অস্ত্র ঠেকাইয়া হ্যান্ডস আপ করাইয়া ফেলিবে। ইহাতে যাহা হয় হইবে। আর মিনিট খানিকের

www.pathagar.com

মধ্যেই সেনাপ্রধান মসজিদ-এ ঢুকিবেন। দরজার পাশে ওঁৎ পাতিয়া প্রহর গুনিতেছে। এই ঢুকিলেন। এই ঢুকিলেন। রেন্টুর দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে। অপেক্ষার প্রহর শেষ হইতেছে না। সেনাপ্রধান ঢুকিতেছে না। কাহার কপালে কি রহিয়াছে। কাহার ভাগ্য মন্দ। কাহার ভাগ্য ভাল। কখন কি ঘটিবে, তাহা জগৎ বিধাতা দয়াময় আল্লাহই জানেন।

নূতন মসজিদ-এর ইমাম মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়া ঘোষণা করিলেন "দরজা হইতে সেনা প্রধান ফিরিয়া গেলেন। প্রধানমন্ত্রী তাহাকে জরুরী তলব করিয়াছেন। তাই মসজিদ-এর দরজা পর্যন্ত আসিয়া, তিনি মস্‌জিদ-এ না ঢুকিয়া ফিরিয়া গেলেন। আজ হইতে মসজিদ-এ জামাত শুরু হইল। আপনারা কাতার সোজা করিয়া সুন্নত পড়ুন।"

একথা শুনিয়া রেন্টু বিধ্বস্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ হইল। আল্লাহ তালা যাহা করিয়া থাকেন, ভালর জন্যই করিয়া থাকেন। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া জামাতে শরিক হইল। নামাজ শেষ করিয়া 'মালবিকা'র কোয়ার্টারে ফিরিয়া যাইয়া ভাবিতে লাগিল। আজ আর সে কোয়ার্টার হইতে বাহির হইল না।

রেন্টু কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! নাকি হতাশ হইয়াছে! তাহা বোঝা যাইতেছে না। তবে আজ কয়েক দিন হইল সে কোয়ার্টারের বাহিরে যাইতেছে না। কেবল বেশি বেশি করিয়া নামাজ পড়িতেছে। আর আপন মনে চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেছে। ইহা কি হইল। কি হইতেছে। নানা বিষয় তাহার মনের আকাশে ভিড় করিতেছে। তাহার ভীরুতার জন্যই কি সেনাপ্রধানকে জিম্মি করিবার অভিযান বার বার ব্যর্থ হইতেছে। সাহসিকতার সহিত আর কি করিলে এ অভিযানে সফল হইবে? গভীর ভাবে এই সকল কিছুও বিবেচনা করিতেছে।

কর্পোরাল ক্লার্ক হাসেম সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে কহিলেন "বাচ্চাদের পোলিও টিকা খাওয়াইতে হইবে। 'আগামীকা'ল সকাল সাতটায় সেনাপ্রধান মোস্তাফিজুর রহমান 'মালবিকা'য় আসিয়া শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়াইবেন।" কথাটি শুনিয়া রেন্টুর দিক হারা নাবিকের দিক খুঁজিয়া পাইবার ন্যায় মনে হইল। যাহার জন্য সে হন্য হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। যাহাকে অপহরণ করিবার জন্য সে এই 'মালবিকা' ভবনের ঘরে অবস্থান লইয়াছে। সেই শিকার নিজেই খোদ আসিয়া এই ভবনের নীচ তলায় উপস্থিত হইতেছে!

কি আছে বিধাতার মনে তাহা বিধাতাই জানে।

চৌদ্দতলা ভবন 'মালবিকা'র নীচ তলার উত্তর পশ্চিমের কক্ষ শিশুদের চিকিৎসালয়। উত্তর পূর্বে সিএসডি-এর বিক্রয় কেন্দ্র। পূর্ব দক্ষিণে সাইকেল ষ্ট্যান্ড। পশ্চিম দক্ষিণে নামাজ ঘর। এই নামাজ ঘরের তিনচার গজ বিপরীতেই শিশু চিকিৎসালয়। এই সকল কিছুই রেন্টুর নখদর্পণে। তবুও সে এশার নামাজ পড়িতে

www.pathagar.com

আনন্দের সহিত নীচ তলায় নামাজ ঘরে আসিল। আসলে সকল কিছু নূতন করিয়া দেখিয়া হিসাব নিকাশ করাই ছিল তাহার এই নামাজ ঘরে আসিবার মূল লক্ষ্য। নিচে নামিয়া সে দেখিল সকল কিছু ঝকঝকে চকচকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে। বাহিরে লাল নীল সবুজ হলুদ নানা রং-এর পতাকা টানানো হইয়াছে। নামাজ ঘরে নতুন চাদর বিছানো হইয়াছে। নামাজ ঘরের দরজার পাশেই সেনাপ্রধানের বসিবার চেয়ার রাখা হইয়াছে। নামাজ শেষ করিয়া সকল কিছু উত্তম রূপে দেখিয়া মনের আনন্দে রেন্টু লিফট করিয়া কোয়ার্টারে চলিয়া গেল।

কোয়ার্টারে যাইয়া প্রথমেই সে অস্ত্রটি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া ইহার কার্য ক্ষমতা পুনরায় নিশ্চিত হইল। হাসেমের স্ত্রী রেন্টুকে খাইতে দিলেন।

আনন্দে উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায়, সফলতার, ব্যর্থতার সুচিন্তার, দুঃশ্চিন্তার তীব্র আঘাতে তাহার গলা দিয়া অন্ন নামিল না। সে আহার করিবার কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। অবশেষে আহারের চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়া শয্যা ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের দরজা আটকাইয়া বিছানা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া অস্ত্রটি বালিশের পাশে শিহরে রাখিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম হইল না। রাত্রিভর শুধু জল্পনা, কল্পনা, নানা কথা, নানা স্মৃতি ভীড় করিয়া থাকিল। ফজরের আযান হইবার পূর্বেই অজু করিয়া নামাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া, দয়াময় পরম দয়ালু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক আল্লাহ্ পাকের নাম জপ করিতে লাগিল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আজান শেষ না হইতেই রেন্টু অস্ত্রটি পায়ের সহিত উত্তমরূপে বাঁধিয়া পায়জামা পাঞ্জাবী পরিয়া হাতে তছবিহ লইয়া 'মালবিকা'র নীচ তলায় নামাজ ঘরে আসিল।

রেন্টুর তর সহিতেছে না। সময় কাটিতেছে না।

কখন আসিবে সেই মহেন্দ্রক্ষণ? যেই মহেন্দ্রক্ষণে সে সেনাবাহিনী প্রধানকে জিম্মি করিবে। স্ত্রী, কন্যা মাতাকে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োজিত ঘাতকদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বিদেশ লইয়া যাইবে।

এখন কী হইতেছে। পর মুহূর্তে কী হইবে, কী ঘটিবে। তাহা বিধাতা জগদ্বীশ্বরই কেবল জানেন। মানুষের তাহা জানিবার সাধ্য নাই। বুঝিবার সাধ্য নাই।

ধীরে ধীরে মুসল্লিগন নামাজ ঘরে উপস্থিত হইলেন। ফজরের জামাত শেষ হইল। একে একে সকল মুসল্লি চলিয়া গেলেন।

বাকি রহিল কেবল রেন্টু। সে দরজার পার্শ্বে প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া, চক্ষু বন্ধ করিয়া তসবীহ্ জপ করিতে লাগিল। মুখে মুখে সে যতই তসবিহ্ জব করুক। বুকের গভীরে, অন্তরের ভিতরে তাহার একই চিন্তা। একই খেয়াল।

সে বাঁচিয়া গিয়াও মরিয়া গিয়াছে। স্ত্রী কন্যা, মাতা বন্দী রহিয়াছে। এক্ষণে মরিয়া যাইয়া হইলেও, মাতা স্ত্রী কন্যাদের খুনি ঘাতকের জিম্মি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। ইহাই তাহার একমাত্র পণ।

www.pathagar.com

তিলে তিলে কষ্টে কষ্টে প্রতি মুহূর্তে মরিবার চাইতে একবার চিরতরে মরিয়া যাওয়াই শ্রেয়। আজ যা হইবার হইবে। হয় মৃত্যু না হয় সফলতা। এসপার ওসপার একটা হইবেই। গত দুইটি অপারেশন ভণ্ডুল হইয়াছে। আজ আর তাহা হইতে দেওয়া যাইবে না। ফলাফল নিষ্পত্তি করিতেই হইবে। এ বিষয় চূড়ান্ত।

রেন্টু চক্ষু বুঝিয়া তসবীহ্ জপ করিতেছে। আর হাতের আঙ্গুল দ্বারা তজবীহ্র দানা কাটিতেছে। এসময়ে চক্ষুর পাতায় তাহার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কর্ণের পর্দায় রেন্টু বলিয়া শব্দ করিয়া বিরক্ত সহকারে শাসনের সুরে কহিলেন "বাবা আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার কথা তোমার গ্রাহ্য হইবে কি হইবে না তাহা আমি জানি না। তবে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা তোমার ভালোর জন্যই বলিতেছি। মঙ্গলের জন্যই কহিতেছি। সেনাপ্রধানকে জিম্মি বা অপহরণ করিতে আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি। তুমি কখনই এই কাজ করিও না। এই কাজে তুমি সফল হইবে, না ব্যর্থ হইবে, তাহা বিষয় নহে। কিন্তু তুমি এই কর্ম দ্বারা ফল পাইবে না। এক্ষণে মনে হইতেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এতো চিনিয়াও কিছু চেনা তোমার বাকি রহিয়াছে।"

রেন্টুর স্নেহময়ী মাতা গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "এক সেনাপ্রধান কেন! গোটা সেনাবাহিনীকে, এমনকি গোটা দেশ এবং জাতিকেও যদি তুমি জিম্মি করিয়া ফেল তাহা হইলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিছুই যাইবে আসিবে না। সে তোমাকে ছাড়িবে না। হত্যা করিবেই। সেনাবাহিনী প্রধান বল, দেশ বল, জাতি বল, সকল কিছু ধ্বংস হইয়া গেলেও শেখ হাসিনার বিন্দু মাত্র দুঃখ হইবে না। এসবই তোমার জানা থাকিবার কথা। ইহার পরও তুমি মূর্খের মতো কি চিন্তা করিয়া সেনাপ্রধানকে জিম্মি করিতে যাইতেছো? আমার কথা না হয় ছাড়িয়াই দাও। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। মরিয়া গেলেই কি! বাঁচিয়া থাকিলেই কি! কিন্তু তুমি যাহা করিতে যাইতেছো, তাহাতে তোমার স্ত্রী কন্যাগণ অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী দ্বারা জিম্মি অবস্থায় যাহাও বাঁচিয়া আছে, তাহাও আর বাঁচিবে না।

তুমি এই কাজ করিয়াছো, এই সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্ণে প্রবেশ করিবার মাত্র সে জ্বলিয়া উঠিবেন এবং মুহূর্তের মধ্যে সর্বাগ্রে তোমার স্ত্রী কন্যাগণকে হত্যা করাইবেন। ইহাতে কি কোন সংশয় রহিয়াছে? আল্লাহ পাক অদৃষ্ট ফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সেনাপ্রধানকে জিম্মি করিবার যে চিন্তা তোমার মনের মাঝে দানা বাঁধিয়াছে, তাহা তুমি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাও। মায়ের আদেশ শিরধার্য্য কর। ***এক সেনাপ্রধান তো দূরে থাকুক হাজার সেনাপ্রধানের বিনিময়েও প্রধানমন্ত্রী তোমাকে ছাড়িবে না।*** সেনা প্রধানকে তুমি মারিয়া ফেলিতে পারিবে। কিন্তু তোমার লক্ষ্য হাসিল হইবে না। অতএব তুমি এই পরিকল্পনা বাতিল করিয়া, এইখানেই থাকিয়া সৈনিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দানা বাঁধাইয়া দাও।"

www.pathagar.com

সেনা বাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নামাজ ঘরের বন্ধ দরজার ভিতরে রেন্টু বসিয়া আছে।

দরজার অপর পাশে সেনা প্রধান শিশুদের পোলিও খাওয়াইতেছেন। সেনা প্রধানকে আক্রমণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু এক্ষণে মাতার অলঙ্ঘনীয় আদেশ স্মরণ করিয়া, উপদেশ সমূহের যথার্থতা বিবেচনা করিয়া, রেন্টু আক্রমণে ক্ষান্ত রহিল।

গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা, বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল মাতা ঠিকই কহিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেইরূপ হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং নিজ পরিবার ভিন্ন দেশ ও জাতির জন্য যাহার অন্তরে অণুমাত্র অনুভূতি নাই, দরদ নাই, ভালবাসা নাই, সে সেনাবাহিনী প্রধানকে জিম্মি হইতে মুক্ত করিতে, রেন্টুর স্ত্রী কন্যাদের মুক্তি দিয়া বিদেশে চলিয়া যাইবার সুযোগ করিয়া দিবেন, ইহা আশা করা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করারই শামিল।

মাতার অদৃশ্য পরামর্শে, রেন্টু ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিল। ভিন্ন পন্থা, ভিন্ন পথ ধরিল। সেনাপ্রধান শিশুদের পোলিও ভ্যাক্সিন খাওয়াই চলিয়া গেলেন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ রব্বুল আলামিন-এর দরবারে শুকরিয়া।

যাহার প্রতি মাতার আশির্বাদ থাকে, সৃষ্টিকর্তাও তাহার প্রতি রাজি থাকেন। তিনি আল্লাহ পাক সকলই জানেন। একমাত্র প্রভূই বলিতে পারেন, কখন কি হইবে। তিনি ব্যতীত আর কাহারো ইহা বুঝিবার, জানিবার সামর্থ্য নাই। ক্ষণিক আগেও কি ভাবা হইয়াছিল। কিসের প্রস্তুতি চলিতেছিল আর এক্ষণে কি হইল। রেন্টু কি ভয়ানক বিপদজনক ভুল সিদ্ধান্ত হইতে, কি মারাত্মক বিপথগামী পথ হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক না হইয়া পারা যাইবে না।

ভিন্ন কৌশলে, ভিন্ন পন্থায়, ভিন্ন পথে আগাইয়া যাইবার নিমিত্তে 'মালবিকা'র নামাজ ঘর হইতে, রেন্টু উঠিয়া জোহর নামাজ পড়িতে (সোঝা) ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নির্ভীক বত্রিশ ব্যাটালিয়ান মস্‌জিদে উপস্থিত হইল।

www.pathagar.com

চতুর্দিকে কড়া নিরাপত্তা প্রহরী, চকচকে ঝকঝকে পরিষ্কার, পিন-পতন নীরবতা, গাছের ছায়া ঘেরা বত্রিশ বেঙ্গল। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি ফল ও বনজ গাছের মধ্যবর্তী স্থানে মসজিদ।

নামাজ শেষ হইল। কতিপয় জেসিও এনসিও নামাজ শেষে হাদিস পড়িতে গোল হইয়া বসিলেন। জেসিও এনসিও ছাড়া বাকি সকল মুসল্লিগণ নামাজ শেষে চলিয়া গিয়াছেন। হাদিস পাঠ শেষ করিয়া মুনাজাত হইল। ইহার পর সৈনিকগণ বলাবলী করিতে লাগিলেন, "গতকল্য গুলিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান কার্যালয়-এর সম্মুখ হইতে কুকুরের মাথায় টুপি পরাইয়া এবং মুখে দাঁড়ি লাগাইয়া একটি মিছিল বাহির করা হয়। মাথায় টুপি দেওয়া, মুখে দাঁড়ি লাগানো কুকুরের গায়ে পাকিস্তানের দালাল লিখিয়া শহর ঘোরান হয়। কুকুরের মুখে দাঁড়ি মাথায় টুপি দিয়া আওয়ামী লীগ সমর্থকগণ এই দেশের সকল আলেম ওলামায়ে কেরাম ও মমিন মুসলমানকেই অপমান করিয়াছে। মাথায় টুপি দেওয়া দাঁড়িওয়ালা সকল মুসলমানকেই পাকিস্তানের দালাল বলিয়া বোঝানো হইয়াছে। অথচ আমরা কত সৈনিক যুদ্ধ করিয়া আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিয়াছি। মুসলমান বলিয়া আজ আমরা মুখে দাড়ি রাখিয়াছি, মাথায় টুপি পরিয়াছি। আর ইহার জন্যই আমরা মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকগণ পাকিস্তানের দালাল বনিয়া গেলাম। এই দেশের নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা যৌবন বয়সে দাঁড়ি না রাখিলেও, মাথায় টুপি না দিলেও, বয়স বাড়িবার সাথে সাথে দাঁড়ি রাখিয়া মাথায় টুপি দিয়াই থাকে। তাঁহারা সকলেও পাকিস্তানের দালাল বলিয়া গণ্য হইল। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাইবার সুফল ইহাই। এক সৈনিক কহিলেন শুনিতেছি, আগামীতে জোর করিয়া হইলেও, আবারও ক্ষমতায় আসিবে। তাহা হইলে তো মাথায় টুপি মুখে দাড়ি লাগিবে না, ধুতি না পরিলেই পাকিস্তানের দালাল হইতে হইবে।

শেখ হাসিনা সরকার যেই দিকে যাইতেছে তাহাতে কাশ্মিরের রাজার ন্যায় বাংলাদেশকে কোন দিন ভারতের অঙ্গ রাজ্য ঘোষণা করিয়া দেন। ইহাই এখন ভাবিবার বিষয়। ভারতের পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলিকাতার গুরুত্বহীন একটি ক্ষুদ্র বই মেলা, যে বই মেলায় পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তাও উপস্থিত হন নাই এমন একটি মেলা উদ্বোধন করিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গিয়া হাজির হইলেন। ভারতীয় কর্মকর্তাগণ বারবার শেখ হাসিনাকে পূর্ববঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা ভারতীয় কর্মকর্তাদের ইচ্ছাকৃত এই ভুল একবারও সংশোধন করিলেন না। তিনি একবারও কহিলেন না, আমি পূর্ববঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী নই। আমি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

মূখ্যমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞা কি, তফাৎ কি, তাহা ভারতীয় কর্মকর্তাদের অজানা থাকিবার কথা নহে। কারণ, ভারতেই মূখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী এই দুয়ের

www.pathagar.com

শাসন বিদ্যমান। তাহাদের খুব ভাল করিয়াই জ্ঞান রহিয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভারতের অধীনস্ত কোন অঙ্গরাজ্যের সরকার প্রধানকে 'মূখ্যমন্ত্রী' বলা হইয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানকে বা স্বাধীন কোন পৃথক রাষ্ট্রের মন্ত্রী শাসিত সরকার প্রধানকে 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন হইল, ভারতীয় কর্মকর্তাগণের উত্তমরূপে ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও, কেন তাহারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বারবার মূখ্যমন্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেনই বা ইহা সংশোধন না করাইয়া নীরব রহিলেন? প্রথমতঃ ভারতীয় কর্মকর্তাগণের ইহা যে ভুল করিয়া বলা নহে এবং ইহা সংশোধন করিলে ভারতীয়রা যে অসন্তুষ্ট হইবেন তাহা তিনি (শেখ হাসিনা) উত্তমরূপেই জ্ঞাত রহিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত : ভারত বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নহে, একজন মূখ্যমন্ত্রী চাহেন। যিনি ভারতের অধীনস্ত রাজ্য সমূহের মূখ্যমন্ত্রীদের ন্যায় ভারত সরকারের আজ্ঞাবহ হইয়া ভারতীয় স্বার্থ রক্ষা করিবেন।

তৃতীয়ত : বাংলাদেশকে অধিনস্ত অঙ্গ রাজ্যে পরিণত করিবার সুদূর প্রসারী ভারতীয় দূরভিসন্ধির তিনি ও (শেখ হাসিনা) একজন অংশীদার। তাহার হিসাব হইল, প্রধানমন্ত্রীর স্থলে মূখ্যমন্ত্রী কেন, মূখ্যসচিব কহিলেও আপত্তি নাই, শুধু তাহাকে ক্ষমতায় রাখিতে হইবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতীয় কর্মকর্তাগণের প্রকাশ্যে মূখ্যমন্ত্রী বলিবার কারণ হইল (১) শেখ হাসিনা স্বয়ং এই ঘোষণাকে কিভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহা পর্যবেক্ষণ করা (২) ঘোষণার দ্বারা বাংলাদেশের জনগণের মাঝে কীরূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইল, মানিয়া লইল কি না, না মানিয়া লইলে কতখানি না মানিল, তাহা নির্ণয় করা (৩) এই দুইয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের (ভারতীয়দের) অভিসন্দির কার্যকারিতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিবার পরবর্তী কৌশল নিরূপণ করা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহার এক অযোগ্য আত্মীয় অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেলকে নূতন করিয়া চাকুরিতে যোগদান করাইয়া, লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদোন্নতি দিয়া, সেনাবাহিনী প্রধান করিয়া রাখিয়াছেন। এবং অচিরেই এইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়া, স্থায়ীভাবে সেনাপ্রধান করিয়া রাখিবার মতলব আঁটিয়াছেন।

ফারাক্কা বাঁধ দিয়া ভারত আমাদের পদ্মা নদীর পানিই শুধু আটকাইয়া রাখে নাই, তাহারা উজানে কৃত্রিম নদী কাটিয়া, নদীর গতি পরিবর্তন করিয়া, পানি লইয়া যাইয়া উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের মরুভূমিতে ফসল ফলাইতেছে। ইহা আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন। আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা

www.pathagar.com

এবং পানি আটকাইয়া রাখা অপরাধ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতিসংঘে একবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপনও করিয়া ছিলেন।

কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফারাক্কা চুক্তির নাম করিয়া যে শুভঙ্করের ফাঁকির চুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আন্তর্জাতিক সংস্থায় এ বিষয়টি উত্থাপনের পথও বন্ধ করিয়াছেন। পানি পাওয়াও বন্ধ করিয়াছেন।

সেনাবাহিনীর প্রতিটি ব্যাটেলিয়ানে একটি করিয়া মসজিদ রহিয়াছে। সেই সকল মসজিদসহ পুরাতন গ্যারিসন মসজিদ, এমইএস মসজিদ, ক্যান্টনমেন্ট মসজিদ-এ রেন্টু নামাজ শেষে হাদিস পাঠ করিয়া জেসিও, এনসিও এবং সৈনিকদের লইয়া এই সকল বিষয়ে ব্যাপক আলোচনায় লিপ্ত হইল।

আসর নামাজ এক মসজিদ-এ, মাগরিব নামাজ অন্য মসজিদ-এ, এশার নামাজ অপর মসজিদ-এ, এই ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মসজিদ হইতে মসজিদ-এ নামাজ পড়া, হাদিস পাঠ এবং আলোচনা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিল। ইহা ছাড়া 'মালবিকার' নীচ তলার নামাজ ঘর, চৌদ্দ তলার ছাদের উপর, ক্যান্টিন ইত্যাদি স্থানে এই সকল আলোচনা ছড়াইয়া পরিল।

এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিকই তাহার আত্মীয় সেনাপ্রধান মোস্তাফিজুর রহমানকে জেনারেল পদোন্নতি দান করিলেন। গোটা সেনাবাহিনী ভিতরে ভিতরে ফুঁসিয়া উঠিল।

শেখ হাসিনা তাহার নিকট দূর আত্মীয়, দেশী এবং তাহার পিতার গড়া রক্ষী বাহিনীর অফিসারদের সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাইয়া সেনাপ্রধান মোস্তাফিজুর রহমানকে অবসর দিয়া তিনজনকে ডিঙ্গাইয়া মেজর জেনারেল হারুণকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদোন্নতি দিয়া সেনাপ্রধান করিলেন।

জনগণের ভোট না পাইলেও ছলে, বলে, কলা, কৌশলে পুনরায় ক্ষমতায় আসিবার জন্য নির্বাচন কমিশন, সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে, এসপি, ডিসিসহ সকল স্থলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব লোক বসাইলেন।

অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকিয়াই নির্বাচন করিতে চাহেন। কিন্তু যেইহেতু সাংবিধানিক বিধি নিষেধ রহিয়াছে, তাই সকল স্তরে নিজস্ব লোক স্থাপন করিয়া, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট নামে মাত্র ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া, মূলত নিজের কাছে ক্ষমতা রাখিয়া নির্বাচনের প্রস্তুতি লইতে লাগিলেন।

এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর মেজর, ক্যাপ্টেন, জেসিও, এনসিও এবং সৈনিকদের মাঝে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হইল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া শেখ হাসিনার বিদায় পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিবার অনুরোধ করিয়া, সৈনিকদের রেন্টু বুঝাইল "আপনাদের হতাশ হুইবার কারণ নাই। নির্বাচনের দায়িত্বে তো আপনারাই ফিল্ডে

www.pathagar.com

যাইবেন। আপনাদের কমান্ডিং অফিসারগণ যতই শেখ হাসিনার লোক হউক। তাঁহারা তো আর নিজেরা ফিল্ডে যাইবেন না এবং নির্বাচনী ফিল্ডে যাইবার কালে তাহারা আপনাদিগকে নিশ্চয়ই এই কথা বলিয়া দিতে পারিবেন না যে, "ফিল্ডে যাইয়া ব্যালট পেপারে নৌকা মার্কায় সিল মারিয়া বাক্স ভরিয়া দিবেন. অতএব আপনাদের দুঃচিন্তার কারন নাই।

আপনারা ফিল্ডে যাইয়া জনগনের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করিবেন। আপনারা যদি জনগনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে পারেন। তাহা হইলে আপামর জনতা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহাদের ভোট প্রদান করিবেন। জনতা যদি ভোট কেন্দ্রে যাইয়া ভোট প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়া যায় তাহা হইলে , শেখ হাসিনা ও তাহার দলকে ডুবাইয়া ছাড়িবেন।

মনে রাখিবেন শেখ হাসিনা ও তাহার লোকেদের কৌশল হইল, জনগন যাহাতে ভোট কেন্দ্রে না যাইতে পারে, ভোট প্রদান করিতে না পারে। ইহার জন্যই জনগনকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্য তাহারা কৌশলে প্রচার করিতেছে ***"যেই ভাবেই হউক শেখ হাসিনা আবারো ক্ষমতায় আসিবে"***।

দেশের ভাগ্য, দেশের ভবিষ্যৎ, সকল কিছুই নির্ভর করিতেছে আপনারা যাহারা সৈনিক, আপনাদের উপরে । আপনারা জনগনকে নিরাপত্তা দিন। সাহস দিন। জনগন তাঁহাদের পথ বাছিয়া লইবে।

নির্বাচন অত্যাসন্ন হইল।

নানা প্রকার ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া, অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া, শেখ হাসিনা প্রস্থান করিলেন। যেই প্রস্থান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টসহ সারা দেশের চেহারা পাল্টাইয়া গেল।

কই সেই যমদূত সাদৃশ্য অবৈধ অস্ত্রধারী খুনির দল কই? সেই নির্দয় নিষ্ঠুরেরাই বা কোথায়?

একি! আজ দস্যুদের দেখিতেছিনা কেন? শেখ হাসিনা কর্তৃক নিয়োজিত দস্যুদের আনা গোনাও লক্ষ্য হইতেছেনা । এতো নীরবতা কিসের জন্য?

ময়না চক্ষু স্থির করিয়া, অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বাহির পানে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু না, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা । বাড়ীর দূরে, নিকটে, যেইখানে অস্ত্রধারী দস্যুগণ সারাক্ষণ পাহারা দিতেছিল, সেইখানেও আজ কেহই নাই। সমুদয় স্থান দস্যু শুন্য, ফাঁকা।

www.pathagar.com

রেন্টুর বৃদ্ধামাতা ম্লান বদনে নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন, বাবা রেন্টু! বাবা আমার ! তুই কোথায় রহিয়াছিস? তুই বাঁচিয়া থাক বাবা!

প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া শেখ হাসিনা ভাবিয়াছিলেন রেন্টুকে হত্যা করিবেন। হত্যা করিয়া লাশ গুম করিবেন এবং "আমার ফাসি চাই" গ্রন্থটি মাটি চাপা দিয়া মনের আগুন নির্বাপিত করিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। মনের আগুন নিভিল না। মনের আশা মিটিল না। এত সব কাণ্ড করিয়া, এত সব ঘটাইয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। আশাও পূর্ণ হইল না। তাহার মনের আগুন মনেই রহিয়া গেল।

শেখ হাসিনা বোধ হয় রেন্টুর এক এক ভীষণ মূর্তি স্বপ্নে দেখিয়া, নিদারুন আতঙ্কে জড়সড় হইতেছেন, কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছেন না, পালাইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া পাইতেছেন না। আবার নিজেই রেন্টুর লাশ জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ভস্ম করিতেছেন।

১লা অক্টোবর, ২০০১। ফজর নামাজ শেষ করিয়া, মসজিদ হইতে ঘরে না আসিয়া, সূর্য্য উদিত হইবার আগেই মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাইয়া জড়ো হইতে লাগিল। *সৈনিকেরা জনতার নিরাপত্তায় কড়া প্রহরায় নিয়োজিত রহিল। সন্ত্রাসী কুচক্রীগণ পলায়ন করিল।*

লোহিত বর্ণধারণ করিয়া পূর্বাকাশপতি রবিদেব সহস্র কর বিস্তার করিয়া যতই আসিতে লাগিল, ভোট কেন্দ্রে নর নারী নির্বিশেষে জনতা ততই ভীড় জমাইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সূর্যদেবের পূর্ণ আগমন ঘটিল। ঘর ছাড়িয়া মহিলা পুরুষ সকল ভোটার ভোট কেন্দ্র ঘিরিয়া ফেলিলেন। দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সজাগ পাহারায় রহিলেন।

ভোটের সকল ইতিহাস পিছনে ফেলিয়া ভোটারেরা নূতন এক বিরল ভোটের ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন।

প্রতিবাদী বিক্ষুব্ধ উষা সহস্র সহস্র তেজে নাগরিকগণকে জাগরিত করিল এবং সরকার প্রধান হইয়া বিনা বিচারে বই লিখিবার কারণে নাগরিককে হত্যা করা সীমাহীন ক্ষমাহীন অপরাধ. এই কথাটাই সকলের কানে কানে

www.pathagar.com

ঘোষণা করিয়া দিল।

বিধাতার বিধান মতো প্রচণ্ড জনরোষের তুফানে বলদর্পি, অবিচারী, নাগরিক হত্যাকারী, স্বেচ্ছাচারী শেখ হাসিনা তাহার তরি লইয়া পরাজয়ের নীল নদে চিরতরে ডুবিয়া গেল।

প্রধানমন্ত্রী হইয়া অতিক্ষুদ্র নাগরিক রেন্টুকে হত্যার আদেশ দিতে, হত্যার ষড়যন্ত্র ও আয়োজন করিতে শেখ হাসিনার কি মনে হইলনা , স্ত্রী স্বামী হারা হইয়া বিধবা হইলে, সন্তানেরা পিতৃহীন হইয়া এতিম হইলে, তাহাদিগের মুখের প্রতি চাহিয়া কি কেহ কাঁদিবেনা।

অনাচার অবিচারের এই কলঙ্কের দৃষ্টান্ত ঘুচিবে কিসে?

ঈশ্বরের মহিমা অপার। তিনি আজ যাহাকে রাজ ক্ষমতার অধিকারী করিতেছেন, কাল তাহাকেই ভিখারী বানাইতেছেন।

রাজ ক্ষমতায় যাইয়া কেহ কেহ নিজেকে সর্বশক্তিমান প্রতীয়মান করে, তাহা সত্য। ইহাতে যে একটু সন্দেহ ছিল, তাহা শেখ হাসিনার কর্মদ্বারা একেবারেই দূর হইল। ধন্য তোমার কর্ম ! ধন্য তোমার চিন্তা বুদ্ধি! ধন্য তোমার প্রধানমন্ত্রীত্ব!

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা পূরণে কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহারই কৃপায় ১লা অক্টোবর, ২০০১ সাল, এই দেশের মানুষ, ভোট যুদ্ধে শেখ হাসিনাকে পরাজয়ের গভীর সুমদ্রে ডুবাইয়া ছাড়িল। পাপির অধোগতি, দূগর্তি ভিন্ন সৎগতি কোথায়?

অবৈধ অস্ত্রধারী খুনির দল পালাইয়া গেল। রেন্টু হত্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্ব প্রাপ্ত ভারতীয় গোয়েন্দা "র" এর সদস্য রাম মোহন দাস ওরফে মানু মজুমদার এর নেতৃত্বে কতিপয় দুবৃর্ত্ত ভারতে গিয়া আশ্রয় লইল।

সকল দুর্ভাবনা, দুঃচিন্তা, শেখ হাসিনার ভয়, হৃদয় হইতে সরিয়া গেল। রেন্টু আপন গৃহে ফিরিয়া আসিল । মাতা, স্ত্রী, কন্যা সকলের আনন্দের সীমা রহিল না । সুখের কান্নায় নরনারী আবাল বৃদ্ধ সকলেই কাঁদে। রেন্টুর মাতা, স্ত্রী, কন্যা সকলেই সুখের কান্নায় চক্ষের জল ফেলিলেন। মাতা, কন্যাদ্বয় পুত্র -পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখে চুম্বন করিলেন।

সৃষ্টিকর্তার মহিমার জয়, অধম অপদেবতার ক্ষয় , ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত রেখায় আবারো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইল।

www.pathagar.com

ঘটনার বিবরণ

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থের লেখক। বইটি জুন ২০০০-এর ১/২ তারিখে বের হয়।

৭ই জুন ২০০০ "আমার ফাঁসি চাই" বইটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে এবং শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নজিব আহমেদ নজিব বইটি গণভবনে (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ভবনে) শেখ হাসিনার হাতে পৌঁছে দেয়। বইটি দেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ হন এবং ঐদিন ঐ সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে রেন্টুকে হত্যা করার আদেশ দেন। অতঃপর প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তার পরের দিন অর্থাৎ ৮ জুন বিকেলের শেষে সন্ধ্যার আগে গণভবনের নীচতলার পূর্বদিকের ড্রইং রুমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠাণ্ডা মাথায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং " আমার ফাঁসি চাই" বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেন এবং হত্যার চূড়ান্ত আদেশ দেন।

বৈঠকে শেখ হাসিনার নিকট সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র"-এর এজেন্ট রাম মোহন দাস ওরফে মানু মজুমদারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হত্যা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়িত করার নেতৃত্ব প্রদান করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ

১। শেখ হাসিনা (প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)

২। শেখ রেহানা (শেখ হাসিনার ছোট বোন)

৩। রাম মোহন দাস ওরফে মানু মজুমদার (ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর এজেন্ট)

৪। নজিব আহমেদ নজিব (শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী, বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে)

৫। বাহাউদ্দিন নাসিম (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসনিার এপিএস, বাবার আর এক ফুফাতে ভাইয়ের ছেলে)

৬। মোক্তাদির চৌধুরী ওরফে রবিউল আলম চৌধুরী (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস)

৭। বজলুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লিঁয়াজো অফিসার)

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু হত্যাষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়িত করার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে অবহিত করার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব দেয়া হয় নজিব আহমেদ নজিবকে।

হত্যাপূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিষয়ে তদারকির ও সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার দায়িত্ব দেয়া হয়, যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস ও এপিএস এবং লিঁয়াজো অফিসার যথাক্রমে, মোক্তাদির চৌধুরী ও বাহাউদ্দীন নাসিম এবং বজলুর রহমানকে।

অতঃপর "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়িত করার কাজে সকলে মিলে নিয়োজিত হয়।

এরা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রমহমান রেন্টুকে হত্যা করার জন্য যোগাযোগ করে ঢাকা সিটি করপোরেশন নগর ভবনের বেআইনী অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী টেন্ডারবাজ গ্রুপের সাথে।

নগর ভবনের বেআইনী অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের সাথে রাম মোহন দাস ওরফে মানু মজুমদারের নেতৃত্বে নজিব আহমেদ, বাহাউদ্দিন নাসিম, মোক্তাদির চৌধুরী, বজলুর রহমান বৈঠক করে। ঐ বৈঠকে সন্ত্রাসী বেআইনী অস্ত্রধারীদের জনানো হয় যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

তোমরা (সন্ত্রাসীরা) মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করলে সিটি করপোরেশনের একচেটিয়া টেন্ডারবাজীসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে অন্যান্য সকল বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে।

অতঃপর আসামীরা সকলে মিলে হত্যা করার জন্য, বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে খুঁজতে শুরু করে।

বিভিন্ন জন ও সূত্র থেকে এই সংবাদ জানতে পেরে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে গা ঢাকা দেন। আত্মগোপন করেন।

এদিকে গোয়েন্দা পুলিশ এস.বি এবং এনএস আই-এর লোকেরা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে তার বাসাসহ সম্ভাব্য সকল জায়গায় খুঁজতে থাকে।

এসবি এবং এনএস আই-এর বক্তব্য ছিল আমরা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর সাথে দেখা করতে চাই এবং "আমার ফাঁসি চাই" বই চাই।

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া বেআইনী অস্ত্রধারী ঘাতকের

www.pathagar.com

দল, বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে।

দিন দশেক পরে ১৯ শে জুন, মায়ের অসুস্থতার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু স্ত্রী কন্যাসহ ৬২ বি, কে, দাস রোড ফরাশগঞ্জ, সুত্রাপুর ঢাকার বাসায় ফিরে আসে।

২০শে জুন ২০০০ সাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া অবৈধ বেআইনী অস্ত্রধারী ঘাতক খুনিদের দল মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার জন্য প্রথমে তার বাসা ও আশপাশের এলাকা ঘিরে ফেলে।

সুত্রাপুর থানার এসআই মোঃ আব্দুর রশীদের নেতৃত্বে থানা পুলিশ, এসবির এসআই জাফর আহাম্মেদ এবং এন এস আই এর সহযোগিতায় ঘাতক খুনির দল মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার জন্য পুরো এলাকা ঘেরাও করে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে।

বিকাল তিনটায় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু টেলিফোন করার জন্য তার বাসার (রাস্তার) বিপরীত দিকে অবস্থিত সিমেন্টের দোকান 'মিনা ট্রেডার্স' (৯ নং বি, কে, দাস রোড) এ যায়।

এমন সময় পূর্ব (আগে) থেকে ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া খুনি ঘাতকের দল হত্যার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে গুলি করে।

ঘাতকদের মধ্যে থেকে মোট তিনজন, তিনটি পিস্তল থেকে হত্যার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর উপর গুলি চালায়।

খুনি ঘাতকদের চারটি গুলি মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর দেহে বিদ্ধ হয়।

মহান সৃষ্টিকর্তা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অপার মহিমা, রহমত, বরকত এবং কুদরত দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে ঘাতকের বুলেটে আহত অবস্থায় প্রাণে বাঁচিয়ে দেন।

আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে বাঁচিয়ে রাখলে, কারো পক্ষে কি ঐ বান্দাকে হত্যা করা সম্ভব?

তামাম জাহানের মালিক মহান আল্লাহ পাক-এর দয়া, কুদরত এবং সাহায্যের ফলে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া খুনি ঘাতকদের চারটি বুলেটে আহত অবস্থায়ও প্রাণ নিয়ে সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

ঘাতকেরা উল্লাস করতে করতে মোটর সাইকেলে করে সুত্রাপুর থানার দিকে চলে যায়।

অতঃপর সুত্রাপুর থানার এসআই মোঃ আব্দুর রশীদের নেতৃত্বে, কতিপয় থানা পুলিশ, এসবির এসআই জাফর আহাম্মেদের নেতৃত্বে এসবি এবং এনএস

www.pathagar.com

আইয়ের লোকজন ঘটনা স্থলে পড়ে থাকা ঘাতকদের গুলির খোসা কুড়িয়ে নিয়ে, মিনা ট্রেডার্সের মেঝে পড়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর রক্ত ধুয়ে মুছে, পরিষ্কার করে, ঘটনা স্থলত্যাগ করে।

অতঃপর ঘাতকদের ২য় দল এসে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লাশ খুঁজতে থাকে। লাশ না পেয়ে ঘাতক খুনিরা ঘটনা স্থলের লোকজনকে লাশ কোথায় জিজ্ঞেস করলে, লোকজন জানি না বলে উত্তর দিলে, অবৈধ ও বেআইনী অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী খুনির দল অস্ত্র বের করে, স্থানীয় লোকজনকে শাসিয়ে বলতে থাকে "লাশ দে, নইলে তোদের মেরে ফেলবো।"

তখন জন সাধারণ প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়।

অতঃপর খুনি ঘাতকের দল ঘটনাস্থল ও আশ পাশের দোকান ও বাড়ি ঘরে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লাশের জন্য তল্লাশি চালায়। কিন্তু তারা লাশ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।

অতঃপর খুনির দল মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যাদের অপহরন করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু এলাকার শত শত লোক ঘটনা স্থলে এগিয়ে এলে, খুনি ঘাতকদের নারী ও শিশু অপহরন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নিয়োজিত অবৈধ বেআইনী অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী খুনি ঘাতকদের দল মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, কন্যাসহ পরিবার পরিজনকে নিজ বাসভবনে জিম্মি (আটক) করে রাখে।

এদিকে আহত অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু নৌকা (ঘটনাস্থল বুড়িগঙ্গা নদীর তীর) যোগে মিল ব্যারাক কে. বি. রোড-এ মনু ভাইয়ের বাসায় গিয়ে উঠে, এবং মনু ভাইয়ের প্যান্ট ও সার্ট পরে, সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিট-এ গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে।

"আমার ফাঁসি চাই" নামক বই লেখার কারণে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেন্টুকে হত্যা করার জন্য ভাড়াটিয়া খুনিদের দিয়ে গুলি করিয়েছেন এবং যে কোন মুহূর্তে তাকে পুনরায় হত্যা করা হবে মর্মে বয়ান দেন। এবং ***হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করা এবং তার মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই দায়ী মর্মে ঘোষণা দেয়।***

হত্যা প্রচেষ্টা, গুলি, বোমা, অপহরণ, এবং জিম্মি, আটক ঘটনার দশ দিনের মাথায় ৩০ শে জুন, ২০০০ সাল শেখ হাসিনা সরকার "আমার ফাঁসি চাই" বইটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করে।

৩০শে জুন দেশের সকল জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়—"মতিয়ুর রহমান রেন্টু কর্তৃক লেখা "আমার ফাঁসি চাই" নামক বইটিতে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ এবং বৈরিতা উদ্রেককারী বিষয়বস্তু থাকায় বইটির সমুদয় কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" তথ্য বিবরণী।

www.pathagar.com

২০শে জুন, ২০০০ মঙ্গলবার থেকে ১৫ই জুলাই, ২০০১ সাল পর্যন্ত, ঐ খুনি সন্ত্রাসীরা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী, কন্যা, পরিজনকে জিম্মি ও আটক করে রাখে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে পুনরায় হত্যা করার জন্য ভাড়াটিয়া খুনি ঘাতকের দল তার পিছু ধাওয়া করতে থাকে।

২০শে জুন, ২০০০ হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করার পর থেকে আজ এখন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার জন্য শেখ হাসিনার নিয়োজিত অবৈধ বেআইনী অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী খুনি ঘাতকেরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তিনি গৃহহারা হয়ে ছদ্ম বেশধারণ করে বিভীষিকাময় পলাতক জীবন যাপন করছেন।

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী, কন্যাদের ২০শে জুন, মঙ্গলবার ২০০০ থেকে ১৫ই জুলাই, ২০০১ সাল পর্যন্ত ঘাতকের দল জিম্মি ও আটক করে রাখে। তাদেরকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। ফলে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর কন্যা মারিয়াম রহমান (স্বর্ণলতা)-এর দুইটি শিক্ষা বছর (২০০০ সাল এবং ২০০১ সাল) নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

নাগরিকের মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকের জানমাল, ইজ্জত, তথা নাগরিকের জীবন রক্ষার পরিবর্তে, রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হয়ে প্রধানমন্ত্রী বেআইনী ভাবে অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দিয়ে, নাগরিককে শুধু বই লিখার কারণে হত্যার উদ্দেশ্য ভাড়াটিয়া খুনিদের দিয়ে গুলি করালে, সেই দেশে আইন, আদালত এবং সংবিধানের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

এবং ঐ ভয়ানক দুর্বিসহ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে জীবনের নিরাপত্তাহীনতার জন্য, জীবন বাঁচানোর জন্য, নাগরিকের শেষ ভরসাস্থল হিসেবে আইন আদালতের আশ্রয় চাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন আক্রান্ত নাগরিককে প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতকের হাত থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য, শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে, জনমানবহীন অঞ্চলে পালিয়ে বেড়াতে হয়।

ভয়ানক দুর্বিসহ বিভীষিকাময় পলাতক জীবন যাপন করতে বাধ্য হতে হয়।

* বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে যে পরিচয় পত্র (সনদ) প্রদান করে তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, সর্বপ্রকার "মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে এবং তাঁহার নিরাপত্তা বিধান করতে"।

* অথচ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর নিরাপত্তা

www.pathagar.com

বিধানের পরিবর্তে তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন।

* সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।

* অথচ, রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর পদে থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবিধান লঙ্ঘণ করে বেআইনীভাবে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার চেষ্টা চালান।

তাঁর মৌলিক মানবাধিকার হরন করেন এবং তাঁর প্রতি চরম অবিচার করেন।

* সংবিধানে বলা আছে : "আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশের

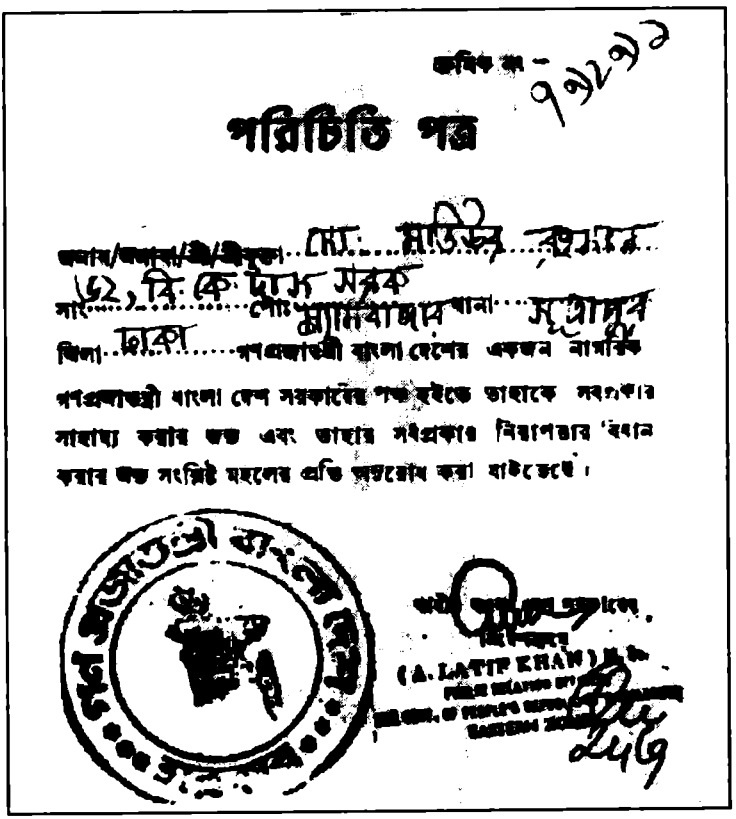

ক্রমিক নং - ৭৯২৭৯

পরিচিতি পত্র

জনাব/জনাবা/শ্রী/শ্রীমতী ...মো: মতিউর রহমান...
সাং...৬২, বি. কে. দাস সড়ক...পোঃ...থানা...সূত্রাপুর
জিলা...ঢাকা...গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশের একজন নাগরিক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ সরকারের পক্ষ হইতে তাহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার জন্য এবং তাহার সর্বপ্রকার নিরাপত্তার বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি অনুরোধ করা যাইতেছে।

(A. LATIF KHAN)

এই পরিচিতি পত্রটি '৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় এই গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে প্রদান করে।

এই পরিচিতি পত্রটিমুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর এ সংরক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।"

* অথচ রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর পদে বসে "আমার ফাঁসি চাই" নামক বই লেখার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে বেআইনি ভাবে হত্যার চেষ্টা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবিধান রক্ষার পরিবর্তে অরক্ষিত করেছেন এবং নিরাপত্তা বিধানের পরিবর্তে সংবিধানকে নিরাপত্তাহীন করেছেন।

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীর পদে সমাসীন হওয়ার সময় এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে,

"আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব, এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

* অথচ পবিত্র সংবিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সংবিধানকে নিরাপত্তাহীন করে, সংবিধান রক্ষার পরিবর্তে অবজ্ঞা করে, অনুরাগ এবং বিরাগের বশবর্তী হয়ে বেআইনী ভাবে শুধুমাত্র "আমার ফাঁসি চাঁই" নামক বই লেখার কারণে, মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথের বরখেলাপ করেছেন। শপথ ভঙ্গ করেছেন।

* নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং সুবিচার নিশ্চিত না করে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে বই লেখার কারণে নাগরিককে হত্যার চেষ্টা চালিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা—

১। শপথ ভঙ্গ করেছেন।

২। সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন।

৩। প্রধানমন্ত্রীর (প্রধান নির্বাহীর) ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।

৪। আইনের শাসন ধ্বংস করেছেন।

৫। মৌলিক মানবাধিকার হরণ করেছেন।

৬। অন্যায় অবিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৭। মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও তার পরিবারের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন।

৮। অবৈধ অস্ত্রধারীদের দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যাদের অপহরণের চেষ্টা করেছেন।

www.pathagar.com

৯। নারী ও শিশুদের জিম্মি করে রেখেছেন।

১০। নাগরিকের চলাফেরার স্বাধীনতা হরণ করেছেন।

১১। নাগরিককে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করেছেন।

১২। আদালতের আশ্রয় চাওয়ার অধিকারসহ সকল প্রকার সাংবিধানিক, নাগরিক, মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন।

তথা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সকল অধিকার সকল সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর (প্রধানমন্ত্রীর) পদে বসে বই লেখার কারণে নাগরিককে ''হত্যার চেষ্টা'', এই মামলাটিকে ব্যতিক্রমী মামলা হিসেবে নিতে হবে।

এই ব্যতিক্রমী মামলায় উল্লিখিত অভিযুক্ত সকলেই এই ''হত্যা প্রচেষ্টা''র সাথে জড়িত।

তারা সকলেই হত্যা প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্রের ''বৈদ্যুতিক তার'' স্পর্শ করেছিলেন এবং এর ফলে ''হত্যা প্রচেষ্টা'' ঘটেছে। হত্যার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে গুলি করা হয়েছে এবং ঘাতক আসামীদের চারটি গুলি তার দেহে বিদ্ধ হয়েছে।

হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা একটি জীবন্ত বৈদ্যুতিক তারের মত এবং এই মামলায় অভিযুক্ত সকলেই এই তার স্পর্শ করার কারণে নিজেদেরকে ষড়যন্ত্রে জড়িত করেছেন।

এটি একটি ''হত্যা ষড়যন্ত্র'' মামলা। বই লেখার কারণে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লেখককে ''হত্যা প্রচেষ্টা''র ব্যতিক্রমী মামলা।

যেখানে ষড়যন্ত্রের নেতাদের বিচারের জন্য এভিডেন্স এ্যাক্টের একটি সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োগ দরকার।

ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের জন্য পেনাল কোড ও এভিডেন্স এ্যাক্টের আইন ব্যবহার করতে হবে।

** এখানে এভিডেন্স এ্যাক্টের ১০ নং ধারা প্রয়োগ করতে হবে। কেননা এটি সাধারণ মামলা নয়।

সরকারের সর্বোচ্চ নির্বাহীর পদে বসে, প্রধানমন্ত্রীর নাগরিককে রক্ষার পরিবর্তে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও হত্যা প্রচেষ্টার মামলা এটি।

** পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।

যদিও অভিযুক্তদের মধ্যে অগ্যাতনামা কয়েকজন হত্যার উদ্দেশ্যে পিস্তল দিয়ে

www.pathagar.com

গুলি করে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে আহত করেছে। কিন্তু অন্যান্যরা জেনে শুনেই হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। বিধায় তারা এই মামলা ও বিচার থেকে রক্ষা পেতে পারেন না।

২০ শে জুন, ২০০০ সাল "হত্যা প্রচেষ্টা" চালিয়ে লেখককে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর।

২৬ শে জুন, ২০০০ সাল বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়ার এবং পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়ে দৈনিক দিনকালে "আমার ফাঁসি চাই" বইয়ের প্রকাশনা (ছাপা) বন্ধ করা ।

৩০ শে জুন, ২০০০ সাল সরকার "আমার ফাঁসি চাই" বইটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করেছেন।

৩০ শে জুন, ২০০০ সাল "আমার ফাঁসি চাই" বইটি সরকার নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করায় ও দৈনিক দিনকালে বই ছাপা বন্ধ করায় এবং বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু ২০ জুন, ২০০০ সাল, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে (লেখককে) হত্যার জন্য গুলি করিয়েছেন, বলে বয়ান দেয়ার পর (২১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) সরকার পক্ষ থেকে এর কোন বাদ প্রতিবাদ না করায়, ও লেখককে রক্ষার কোন প্রকার কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায়, (যা সাংবিধানিকভাবে সরকারের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল। নাগরিকদের জানমাল রক্ষার জন্যই সরকার গঠিত হয় এবং সরকার থাকে।)

এবং লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে গুলি বিদ্ধ করার ঘটনার কোন পুলিশি তদন্ত না করায় স্পষ্ট প্রমাণ হয়েছে,

সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর "হত্যা প্রচেষ্টা"র সাথে সরাসরি জড়িত।

"হত্যা প্রচেষ্টার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জড়িত" সংবাদপত্রে এই অভিযোগ আনার পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কোন প্রতিবাদ করেননি।

এমনকি সরকার প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা এই "হত্যা প্রচেষ্টা"র কোন রূপ তদন্ত করেননি বা তদন্ত করান নাই।

এতেই প্রমাণ হয় প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে শেখ হাসিনা এই হত্যা সংঘটিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

অবৈধ ও বেআইনীভাবে খুনিদের দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে 'হত্যা প্রচেষ্টা'র দায়দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর বর্তায়।

কেননা ঘাতকের বুলেটে আহত অবস্থায় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু সাংবাদিক সম্মেলন করে এই "হত্যা প্রচেষ্টায়" শেখ হাসিনাকে প্রধান

www.pathagar.com

আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করার পর রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর নিরাপত্তা বিধান করা ও ঘাতকদের গ্রেপ্তার করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমনকি এই অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এমন দাবিও করেননি।

এতেই প্রমাণ হয় "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর অভিযোগ সত্য।

এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা স্বীকার করে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন।

গোপনে কোন ষড়যন্ত্র করা হলে কেউ চাক্ষুষ সাক্ষী রেখে করে না।

মানুষ মিথ্যা কথা বললেও ঘটনা প্রবাহ মিথ্যা কথা করতে পারে না।

ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বিশ্লেষণ করেই এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

ষড়যন্ত্রের ঘটনা প্রমাণ করতে, পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা ও ঘটনা প্রবাহের উপর নির্ভর করতে হয়।

এ ধরনের নজির উচ্চ আদালতের রায়ে প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রের নির্বাহী হয়ে বেআইনীভাবে নাগরিককে হত্যার চেষ্টা করা, হত্যা করা, সংবিধানে বর্ণিত বিধিবিধানের লঙ্ঘন এবং প্রধানমন্ত্রীর শপথ থেকে বিচ্যুতি। যে শপথ প্রধানমন্ত্রী মেনে চলতে বাধ্য।

তিনি এ মর্মে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, **"আমি শেখ হাসিনা সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ; আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব; আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথা বিহীত আচরণ করিব।"**

অতএব যে শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, সেই শপথ মেনে চলতে প্রধানমন্ত্রী আইনত বাধ্য।

এই শপথ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিচ্যুতি ঘটলে, শপথ ভঙ্গের দায়ে, শপথ খেলাপী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শাস্তি হওয়া অবধারিত।

প্রধানমন্ত্রীর এতো ক্ষমতা, এতো শক্তি সামর্থ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সংবিধান, আইন এবং নাগরিককে নিরাপদ করা এবং রক্ষা করার জন্যই এই শপথ নেয়া অত্যাবশ্যকীয় জরুরী ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এই শপথ ব্যতিরেকে কেউই প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না।

অতএব শপথ নিয়ে শপথ ভঙ্গ করলে; শপথ ভঙ্গের দায়ে শপথ খেলাপী হিসেবে, প্রধানমন্ত্রীর শাস্তি হওয়া জরুরী।

সংবিধান অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং সকলের প্রতি আইনানুগ সমান আচরণ করতে হবে। সেই আচরণে বৈষম্যের কোন সুযোগ বা অবকাশ আমাদের সংবিধানে নেই।

সাবেক প্রধান নির্বাহী রাষ্ট্রপতি এরশাদকে যেভাবে জেলে রেখে বিচার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য সকল আসামীকে জেলে রেখে বিচার করা হোক।

সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা অপব্যবহার করে দুর্নীতি করেছিলেন।

আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা অপব্যবহার করে মানুষ খুন করার চেষ্টা করেছিলেন।

"আমার ফাঁসি চাই" নামক বই লেখার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর সাংবিধানিক অধিকার (বই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার পরে আদালতে আশ্রয় লাভের অধিকার) আইনগত অধিকার (মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করার পর মামলা করার অধিকার), স্বাভাবিক জীবনের অধিকার এবং বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়ে ছিলেন। বেআইনী ভাবে অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার যারপর নাই চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

শেখ হাসিনা গং এখনও মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার পরিকল্পনা ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অতএব এরশাদের মতো শেখ হাসিনা ও অন্যান্য আসামীদের কারাগারে রেখে বিচার করা হোক।

শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য অভিযুক্তরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন।

নারী ও শিশুকে জিম্মি করে জঘন্য অপরাধ করেছেন।

এ ছাড়া রেন্টুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন।

হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করেছেন।

তাই অবিলম্বে শেখ হাসিনাসহ সকল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হোক এবং ৩৩ (তেত্রিশ) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেয়া হোক।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের নাগরিক অপরাধ করলে যে আইনে বিচার হবে ও যে শাস্তি হবে, রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী ঐ একই অপরাধ করলে তার (নির্বাহীর) ঐ একই আইনে বিচার হলেও শাস্তি হতে হবে অনেক কঠিন ও অনেক বেশী।

কারণ নাগরিক শুধু সংবিধান ও আইন মানতে বাধ্য থাকে।

কিন্তু প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী কেবল সংবিধান ও আইন মানতেই বাধ্য নন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার শপথও মানতে বাধ্য।

যতক্ষণ নির্বাহী শপথ মানতে বাধ্য থাকবেন, ততক্ষণ তিনি নির্বাহী থাকবেন। যেই মুহূর্তে তিনি নির্বাহীর শপথ ভঙ্গ করবেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি নির্বাহীর যোগ্যতা এবং অধিকার হারাবেন।

নির্বাহীর আইন ও সংবিধান লঙ্ঘন করা শপথ ভঙ্গ করারও সামিল। নির্বাহীর বিচার হতে হবে একাধারে আইন ও সংবিধান লঙ্ঘনকারী শপথ ভঙ্গকারী এবং অপরাধী হিসেবে।

নাগরিকের বিচার হবে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে।

প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীর বিচার হবে সংবিধান ও আইন এবং শপথ ভঙ্গ করার তিন অপরাধে।

অপরাধ করবে না, এই মর্মে নাগরিকের কোন শপথ নেয়া থাকে না। নাগরিক অপরাধ করলে বাংলাদেশ দণ্ড বিধি অনুযায়ী শাস্তি হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের *প্রধানমন্ত্রী হতে হলে তাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক অপরাধ না করার শপথ নিতে হয়। যতক্ষণ তিনি এই শপথ না নিবেন, ততক্ষণ তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না।*

অতএব বিচারে নাগরিকের যে শাস্তি হবে, প্রধান নির্বাহীর একই অপরাধে তার চেয়ে অনেক কঠিন এবং বেশী শাস্তি হওয়া উচিত।

নাগরিকের আইনানুযায়ী সাধারণ শাস্তি হবে।

আর নির্বাহীর দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তি হতে হবে।

বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ৩০২ ধারায় খুনের বদলে "ফাঁসির (হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ড) আইন আছে। কিন্তু হত্যা প্রচেষ্টার বদলে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই।

কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে গুলি করে নাগরিককে হত্যা করার চেষ্টাকারীর শাস্তি হবে সাধারণ নাগরিকের শাস্তির চাইতে অনেক কঠিন এবং অনেক বেশী।

সেকারণেই প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে "আমার ফাঁসি চাই" নামক বই লেখার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে সাবেক প্রধান

www.pathagar.com

নির্বাহী শেখ হাসিনার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও সংসদে অযোগ্য ঘোষণা, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক। এবং অন্যান্য আসামীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হোক।

শেখ হাসিনাকে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হলে, এর একটা অদূর ও সুদূরপ্রসারী শুভ প্রতিক্রিয়া হবে। আর সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে, বাংলাদেশের আর কোন ব্যক্তি শপথ নিয়ে সরকার প্রধান হয়ে, প্রধানমন্ত্রী হয়ে সংবিধান ও আইন লঙ ঘন করে, শপথ ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেআইনীভাবে সন্ত্রাসীদের দিয়ে সাধারণ নাগরিককে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ করার দুঃসাহস দেখাবে না।

দেশের গৌরব, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মদাতা, প্রতিষ্ঠাতা একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বই লেখার কারণে ২০ শে জুন, ২০০০ সাল হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করা এবং সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত হত্যার উদ্দেশ্যে তাড়িয়ে বেড়ানো এবং পাহাড়ে, জঙ্গলে, জনমানবহীন অঞ্চলে বিভীষিকাময় দুর্বিসহ পলাতক জীবনযাপনে বাধ্য করার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে **তাঁর স্ত্রী, কন্যা পরিজনকে অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দিয়ে বেআইনি ভাবে (বাসভবনে) আটক করে রাখার জন্য, এবং কন্যার অমূল্য শিক্ষা জীবন ধ্বংস করার জন্য আসামীদের** কাছ থেকে ৩৩ (তেত্রিশ) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ দানের আবেদন করা গেল।

দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকে আইন এবং সংবিধান ও শপথের তোয়াক্কা না করে, অবজ্ঞা করে, ক্ষমতার অপব্যবহার অপপ্রয়োগ করে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে, বেআইনী ভাবে, অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ঘাতকদের দিয়ে,

দেশ ও জাতির গর্বের ধন, রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ জাতীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা **মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে বই লেখার কারণে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করা এবং পরবর্তীতে হত্যার একই উদ্দেশ্যে পিছনে পিছনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানোর অপরাধে।**

www.pathagar.com

দৈনিক দিনকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

THE DAILY DINKAL

বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৮৪ ॥ বৃহস্পতিবার ৯ আষাঢ় ১৪০৭ ॥ ২০ রবিউল আউয়াল ১৪০১ ॥ Thursday 23 June 2000 ॥

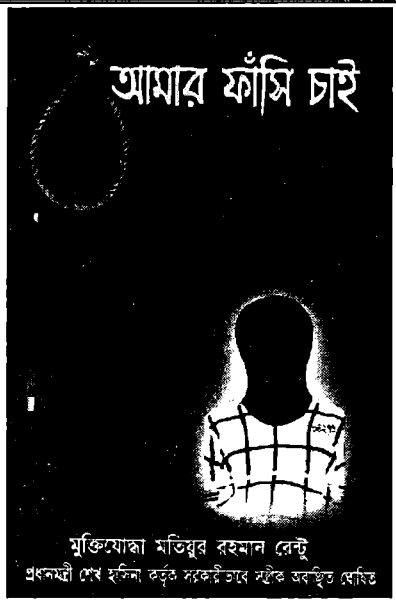

'আমার ফাঁসি চাই'। গ্রন্থটি নিয়ে এখন তোলপাড় চারদিকে। গ্রন্থটির লেখক ইতোমধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কি আছে এই গ্রন্থে? আজ থেকে শুরু হল ধারাবাহিক মুদ্রণ, পাঠকদের কৌতূহলের কথা মনে রেখেই। আজকের পর্বে আছে: মেয়র হানিফকে নির্বাচিত করতে ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা খরচ। তাকে 'বেঈমান' বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এবং এলজিআরডি মন্ত্রী বানানোর আশ্বাস প্রদান। খুলনা-দিনাজপুর ট্রেন মার্চের সময় গুলি রহস্য। নাগেশ্বরী নদীতে খালেদা জিয়াকে ডুবিয়ে মারতে ফেরির সারেংকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান। দিনাজপুরে ইয়াসমিন হত্যার ঘটনা ফুঁসিয়ে তুলতে গোপন পরিকল্পনা। বিরোধী দলে থাকতে শেখ হাসিনা সব সময় বলতেন লাশ চাই লাশ। পুলিশের লাশ চাই। লাশ পাওয়ার খবর শুনলেই তিনি মনের আনন্দে গেয়ে উঠতেন 'জিন্দেগী হায় জিন্দেগী'। আর বলতেন, 'আজ বেশি বেশি খাবো। ময়না আজ বেশি বেশি রান্না করো'। পড়ুন: ৫-এর পৃষ্ঠায়

অপরাধী আসামীদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫১ (একান্ন) বছর রাজনীতিতে ও সংসদে অযোগ্য, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি

www.pathagar.com

দিয়ে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত যাতে **ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের কোন প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার করে, শপথ বাক্য ভঙ্গ করে, শপথের খেলাপ করে, আইন ও সংবিধানকে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে, মানুষ খুন করার মত জঘন্য অপরাধ করার দুঃসাহস না করে।**

সরকার প্রধান হয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করার পরিকল্পনা (ষড়যন্ত্র) এবং খুনের চেষ্টা করার মতো অপরাধ যিনি করেছেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫১ (একান্ন) বছর রাজনীতিতে ও সংসদে অযোগ্য এবং ১০০ (একশত) কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দিয়ে, বুঝিয়ে দেয়া উচিত আইনের হাত কত বিশাল এবং কত শক্তিশালী।

দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিনা বিচারে অবৈধ ও বেআইনী ভাবে মানুষ হত্যা করতে যাওয়া দুর্বৃত্তদের দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তি দিয়ে আইনের গতি সঞ্চারিত করা হোক, এবং অপরাধীদের বুঝিয়ে দেয়া হোক, কেউ-ই আইনের উর্ধে নয়। **আজ হোক, কাল হোক, অপরাধী যেই হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। শাস্তি তাকে পেতেই হয়।**

সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইন ও সংবিধানকে রক্ষা করা।

যে সরকারের কাছে নাগরিক নিরাপত্তা চাইবে, নিরাপত্তার দাবি করবে। আইন ও আদালতের আশ্রয় লাভের সুযোগ চাইবে, সেই সরকারেরই প্রধান হয়ে প্রধানমন্ত্রী বেআইনী ভাবে নাগরিককে হত্যা করার চেষ্টা করবেন, তাহলে সেই **দেশের আইন, আদালত, সরকার, সংবিধান বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।**

অতএব দেশ, আইন, আদালত, সরকার এবং সংবিধান রক্ষার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫১ (একান্ন) বছর রাজনীতিতে ও সংসদে অযোগ্য, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

আইন ও সংবিধান লঙ্ঘন করে, সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, শপথ ভঙ্গ করে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অপপ্রয়োগ করে, বেআইনিভাবে নাগরিক হত্যার চেষ্টার দায়ে আসামী **শেখ হাসিনাকে দৃষ্টান্ত মূলকশাস্তি যাবজ্জীবন** সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতিতে ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য এবং একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার করে, আইনানুযায়ী যথাবিহীত

www.pathagar.com

আচরণ না করে, অনুরাগ ও বিরাগের বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র বই লিখার কারণে বেআইনি ভাবে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার পরিকল্পনা (ষড়যন্ত্র) করা, হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া, হত্যা প্রচেষ্টা চালানো, **আইনের পরিপন্থী। সংবিধানের পরিপন্থী। সংবিধানে মানবাধিকারের যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, তার পরিপন্থী এবং যে শপথ নিয়ে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন, সেই শপথের স্পষ্ট লঙ্ঘন ও খেলাপ।**

অতএব অভিযুক্ত শেখ হাসিনাকে ক্ষমতার অপব্যবহার, আইনের পরিপন্থী, সংবিধান পরিপন্থী, মানবাধিকার পরিপন্থী এবং শপথ ভঙ্গের অভিযোগে বিচার করে, দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছরের জন্য রাজনীতি ও নির্বাচন নিষিদ্ধ, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

২০ শে জুন, ২০০০ সাল মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করতে পারলেও, হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে, বেআইনি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী খুনির দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী, কন্যা পরিবার পরিজনকে নিজ গৃহে আটক করে রাখে। জিম্মি করে রাখে।

২৩ শে জুন, ২০০০ থেকে "আমার ফাঁসি চাই" বইটি ধারাবাহিক ভাবে দৈনিক দিন কাল ছাপতে শুরু করলে শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতক জল্লাদ এর দল ঐ ছাপা বন্ধ না হলে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর ৭০ বছর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয় পরিজনকে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করার এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়।

২৬ শে জুন, ২০০০ দৈনিক দিনকালে এই সংবাদ পরিবেশন করা হয় এবং মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী ময়না রহমানের অনুরোধে "আমার ফাঁসি চাই" বইটি ছাপানো বন্ধ করা হয়।

এরপরও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নেয়া সরকার, মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে না এসে, ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা, অবজ্ঞা ও ব্যর্থতা দেখিয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক দিনকাল
দ্বিতীয় সংস্করণ
THE DAILY DINKAL
বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৮৪ ॥ বৃহস্পতিবার ১৪ আষাঢ় ১৪০৭ ॥ ২৫ রবিউল আওয়াল ১৪২১ ॥ Thursday 28 June 2000 ॥

'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থ ধারাবাহিক প্রকাশ পুনরায় চালু করতে বিপুল অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার

সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'আমার ফাঁসি চাই'-এর লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধের পর দিনকাল-এ গ্রন্থটির ধারাবাহিক প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। গত দু দিন পাঠকদের কাছ থেকে শ' শ' টেলিফোনে অনুরোধ করা হচ্ছে গ্রন্থটির অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করার। সর্বাধিক প্রচলিত একটি সাপ্তাহিকে গ্রন্থটির ধারাবাহিক প্রকাশের ফলে দিনকালকে নিষিদ্ধ করার সম্ভাবনার কথা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে

'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। তারা অনেকেই টেলিফোনে অথবা সশরীরে দিনকালে এসে গ্রন্থটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে কোনো দমন-নীতির বিরুদ্ধে সকল মহল সোচ্চার থাকবে বলেও সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

OFFICIAL TEXT
প্রমাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani Dhaka 1213

মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০০
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০০

ঢাকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি -- ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলোঃ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন প্রাক্তন সহকারী মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা একটি বই ২৯শে জুন তারিখে সরকার নিষিদ্ধ করেন। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বইটিতে এমন সব বক্তব্য রয়েছে যেগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারে। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এর লেখককেঅজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা ঢাকায় গুলি করে আহত করে।

পৃষ্ঠা - ২৪

OFFICIAL TEXT
প্রমাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani Dhaka 1213

U.S. Department of State
Country Report on Human Rights Practices for 2000

DHAKA, FEBRUARY 27 – The following is the text of the Bangladesh portion from the annual State Department Human Rights Report released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor in Washington, February 26, 2001.

(begin text)

On June 29, the Government banned a book written by Matiur Rahman Rentu, a former aide to Awami League president and current Prime Minister Sheikh Hasina, on the grounds that it contained materials that could provoke hatred and malice toward the Government. The author was shot and injured by unidentified assailants in Dhaka after his book first was released.

Page - 20

www.pathagar.com

দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ব্যর্থতার কারণে যদি সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর শাস্তি হতে পারে, তাহলে ঐ একই অপরাধে কেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রীর শাস্তি হবে না?

ইচ্ছাকৃত ভাবে জনগণের জানমাল-এর নিরাপত্তা না দেয়ার অভিযোগে, সরকারের দায়িত্ব নেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কঠিনতর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও সংসদে অযোগ্য, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হোক, **যাতে ভবিষ্যতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে আসা ব্যক্তিগণ, জনগণের জানমাল-এর নিরাপত্তা বিধানের বিষয়ে হুঁশিয়ার সাবধান এবং সতর্ক থাকতে বাধ্য থাকে।**

মাননীয় আদালত এবং জুরী (Jury) মন্ডলী

দেশে আইন ছিল। আইন প্রয়োগকারী (পুলিশ) ছিল। সংবিধান ছিল। ছিল সরকার।

কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু এবং তার পরিবারের সদস্য খুন হলে, সেই খুনের বিচার ছিল না।

রেন্টু ও তার পরিবারের জন্য, বিচার, আইন, সংবিধান, সরকার কোন কিছুই ছিল না।

কিন্তু কেন ছিল না ?

মাননীয় আদালত এবং জুরী (Jury) মন্ডলী

রেন্টু ও তার স্ত্রী ময়নাকে হত্যা করতে সরকার প্রধান "প্রধানমন্ত্রী" স্বয়ং আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন। এজন্যই রেন্টুদের জন্য আইন, আইনপ্রয়োগকারী, সংবিধান এবং সরকার কিছুই ছিল না।

যেখানে সরকার সাংবিধানিক ভাবে নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। সেখানে সরকার প্রধান হয়ে নাগরিককে হত্যা করার চেষ্টাকারী শেখ হাসিনাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নিষিদ্ধ, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি হতে পারে।

সরকার প্রধান আইনের শাসনের প্রতি, সংবিধানের প্রতি, শপথ বাক্যের প্রতি কতটা অশ্রদ্ধাশীল, অবজ্ঞাশীল হলে নাগরিককে, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বেআইনী ভাবে হত্যা করতে যায়।

প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে শেখ হাসিনা বেআইনীভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিবার পরিজনকে অত্যাচারের মহাসমুদ্রে নিপতিত করেছেন। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের লেখাপড়ার অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত করেছেন। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার

www.pathagar.com

অধিকার হরণ করেছেন। দীর্ঘ তের মাস অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দিয়ে গৃহে বন্দি করে রেখেছেন।

এই নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা সরকার নামক নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের কলঙ্ক। এরা রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন। সরকারের দায়দায়িত্ব মানমর্যাদা সমস্ত কিছু ভূলুণ্ঠিত করেছেন।

রাষ্ট্রের নাগরিককে প্রধানমন্ত্রী বেআইনি ভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০০-এর ইংরেজি ২০ নং পৃষ্ঠায় এবং বাংলা ২৪ নং পাতায় এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

ফলে সারাবিশ্বের কাছে বাংলাদেশ হেয় হয়েছে।

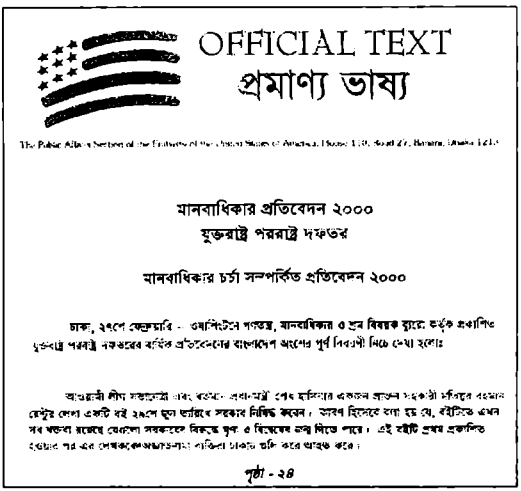

OFFICIAL TEXT
প্রমাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani, Dhaka 1213

মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০০
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০০

ঢাকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি — ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলো:

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন প্রাক্তন সহকারী মতিউর রহমান রেন্টুর লেখা একটি বই ২৯শে জুন তারিখে সরকার নিষিদ্ধ করেন। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বইটিতে এমন সব বক্তব্য রয়েছে যেগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারে। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এর লেখককে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা ঢাকায় গুলি করে আহত করে।

পৃষ্ঠা - ২৪

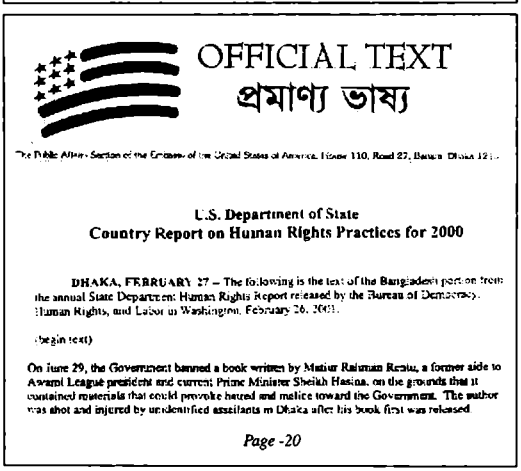

OFFICIAL TEXT
প্রমাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani, Dhaka 1213

U.S. Department of State
Country Report on Human Rights Practices for 2000

DHAKA, FEBRUARY 27 – The following is the text of the Bangladesh portion from the annual State Department Human Rights Report released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor in Washington, February 26, 2001.

(begin text)

On June 29, the Government banned a book written by Matiur Rahman Rentu, a former aide to Awami League president and current Prime Minister Sheikh Hasina, on the grounds that it contained materials that could provoke hatred and malice toward the Government. The author was shot and injured by unidentified assailants in Dhaka after his book first was released.

Page -20

www.pathagar.com

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB নগর সংস্করণ
১৫তম বর্ষ ।। ১৭৩তম সংখ্যা ।। ঢাকা ।। বুধবার ৭ আষাঢ় ১৪০৭।। ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী ।। 21 JUNE 2000

'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক গুলীবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক মতিউর রহমান রেন্টু (৪৬) গতকাল (মঙ্গলবার) বিকেলে রাজধানীর সূত্রাপুর থানার বি কে দাস রোড এলাকায় গুলীবিদ্ধ হয়েছেন। মতিউর রহমান জানান, "ঐ গ্রন্থটি লেখার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা তাকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে গুলী করে।" তিনি জানান, ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় ৯ নম্বর বি কে দাস রোডে। ঐ সময় তিনি ৯ নম্বর বি কে দাস রোডের একটি ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে বসে ফোন করছিলেন। এসময় তিন যুবক দোকানে ঢুকে পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলী করে। একটি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আর বাকী চার রাউন্ড গুলী তার বাম পায়ে বিদ্ধ হয়। এসময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসলে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেলে তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, " '৭১-এ দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ করেছি। আজ জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আপনাদের সাথে এই কথা বলছি। একটু পরে বাঁচবো কিনা জানি না। এখন আমি যদি মারা যাই তবে আপনারা মনে রাখবেন আমার মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই দায়ী থাকবেন।" তিনি বলেন, " '৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ছয় ব্যক্তিকে 'অবাঞ্ছিত' করা হয়। ঐ ছয় ব্যক্তির মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাকে কেন অবাঞ্ছিত করা হয়েছে আমি জানি না।" এই ঘটনার পর থেকেই আওয়ামী লীগের লোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে তিনি

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ 'আমার ফাঁসী চাই' গ্রন্থের লেখক মতিউর রহমান রেন্টুর গুলীবিদ্ধ পা। ইনসেটে মতিউর রহমানের ছবি

www.pathagar.com

দৈনিক
দ্বিতীয় সংস্করণ

দিনকাল

THE DAILY DINKAL

বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৮৪ । বৃহস্পতিবার ৮ আষাঢ় ১৪০৭ । ১৯ রবিউল আওয়াল ১৪০১ । Thursday 22 June 2000 ।

আমার ফাঁসি চাই গ্রন্থের লেখক

প্রেসিডেন্টের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন

www.pathagar.com

দৈনিক
মানবজমিন
সময়ের সাহসী সংবাদপত্র

তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা ১২০ বুধবার ২২ জুন ২০০০ ৮ আষাঢ় ১৪০৭ ১৯ রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরি

ময়না রহমানের এই ছবিটি দৈনিক মানবজমিন থেকে নেয়া -২২শে জুন ২০০০ইং
তিনি জানেন না তার স্বামী জীবিত না মৃত্যু তিনি শুধু এই টুকুই জানেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার স্বামীকে হত্যা করার জন্যই গুলি করিয়েছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

OFFICIAL TEXT
প্রামাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani, Dhaka 1213

মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০০
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০০

ঢাকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি -- ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলোঃ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন প্রাক্তন সহকারী মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা একটি বই ২৯শে জুন তারিখে সরকার নিষিদ্ধ করেন। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বইটিতে এমন সব বক্তব্য রয়েছে যেগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারে। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এর লেখককে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা ঢাকায় গুলি করে আহত করে।

পৃষ্ঠা - ২৪

OFFICIAL TEXT
প্রামাণ্য ভাষ্য

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America, House 110, Road 27, Banani, Dhaka 1213

U.S. Department of State
Country Report on Human Rights Practices for 2000

DHAKA, FEBRUARY 27 -- The following is the text of the Bangladesh portion from the annual State Department Human Rights Report released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor in Washington, February 26, 2001:

(begin text)

On June 29, the Government banned a book written by Matiur Rahman Rentu, a former aide to Awami League president and current Prime Minister Sheikh Hasina, on the grounds that it contained materials that could provoke hatred and malice toward the Government. The author was shot and injured by unidentified assailants in Dhaka after his book first was released.

Page -20

www.pathagar.com

দৈনিক দ্বিতীয় সংস্করণ
দিনকাল
THE DAILY DINKAL
বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৮৪ ॥ বৃহস্পতিবার ১৪ আষাঢ় ১৪০৭ ॥ ২৫ রবিউল আওয়াল ১৪০১ ॥ Thursday 28 June 2000 ॥

'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থ ধারাবাহিক প্রকাশ পুনরায় চালু করতে বিপুল অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার

সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'আমার ফাঁসি চাই'-এর লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধের পর দিনকাল-এ গ্রন্থটির ধারাবাহিক প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। গত দু দিন পাঠকদের কাছ থেকে শ' শ' টেলিফোনে অনুরোধ করা হচ্ছে গ্রন্থটির অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করার। সর্বাধিক প্রচলিত একটি সাপ্তাহিকে গ্রন্থটির ধারাবাহিক প্রকাশের ফলে দিনকালকে নিষিদ্ধ করার সম্ভাবনার কথা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে

'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। তারা অনেকেই টেলিফোনে অথবা সশরীরে দিনকালে এসে গ্রন্থটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে কোনো দমন-নীতির বিরুদ্ধে সকল মহল সোচ্চার থাকবে বলেও সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক দিনকাল
দ্বিতীয় সংস্করণ
THE DAILY DINKAL
বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৮৪ । বৃহস্পতিবার ৯ আষাঢ় ১৪০৭ । ২০ রবিউল আওয়াল ১৪০১ । Thursday 23 June 2000 ।

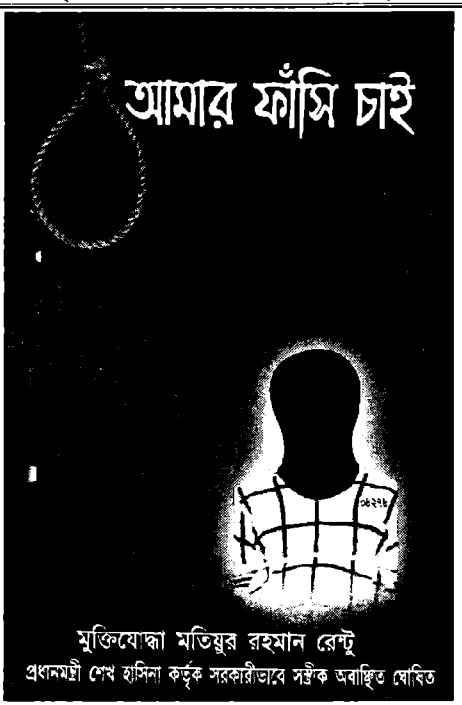

'আমার ফাঁসি চাই'। গ্রন্থটি নিয়ে এখন তোলপাড় চারদিকে। গ্রন্থটির লেখক ইতোমধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কি আছে এই গ্রন্থে? আজ থেকে শুরু হল ধারাবাহিক মুদ্রণ, পাঠকদের কৌতূহলের কথা মনে রেখেই। আজকের পর্বে আছে: মেয়র হানিফকে নির্বাচিত করতে ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা খরচ। তাকে 'বেঈমান' বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এবং এলজিআরডি মন্ত্রী বানানোর আশ্বাস প্রদান। খুলনা-দিনাজপুর ট্রেন মার্চের সময় গুলি রহস্য। নাগেশ্বরী নদীতে খালেদা জিয়াকে ডুবিয়ে মারতে ফেরির সারেংকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান। দিনাজপুরে ইয়াসমিন হত্যার ঘটনা ফুঁসিয়ে তুলতে গোপন পরিকল্পনা। বিরোধী দলে থাকতে শেখ হাসিনা সব সময় বলতেন লাশ চাই লাশ। পুলিশের লাশ চাই। লাশ পাওয়ার খবর শুনলেই তিনি মনের আনন্দে গেয়ে উঠতেন 'জিন্দেগী হায় জিন্দেগী'। আর বলতেন, 'আজ বেশি বেশি খাবো। ময়না আজ বেশি বেশি রান্না করো'। পড়ুন: ৫-এর পৃষ্ঠায়

www.pathagar.com

দৈনিক মানবজমিন

সময়ের সাহসী সংবাদপত্র

রেন্টুর পায়ে গুলি লেগেছে

স্টাফ রিপোর্টার : 'আমার ফাঁসি চাই' বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টুর ওপর হামলা হয়েছে। তাকে উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টাও হয়েছিলো। তার স্ত্রী মনা বলেছেন, আমি এখনো জানি না রেন্টু কোথায়। গতকাল বিকেলে তাঁর ফরাশগঞ্জের বিকে দাস রোডের বাসভবন থেকে বের হয়ে রেন্টু পাশের একটি দোকানে টেলিফোন করতে গিয়েছিলেন। এমন সময় তিনটি মোটর সাইকেলযোগে ৬/৭ জন যুবক রেন্টুর ওপর হামলা চালায়। রেন্টুর পায়ে গুলি লেগেছে বলে তার স্ত্রী জানিয়েছেন। বিস্তারিত কিছু জানতে পারেননি। মুক্তিযোদ্ধা রেন্টু কিছুদিন আগে সরকারিভাবে সর্বত্র অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিলো। কিন্তু রেন্টুর বাসায় যায়নি। রেন্টুর স্ত্রী আরো জানিয়েছেন, কয়েকদিন যাবৎ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এসে নানাভাবে হয়রানির চেষ্টা করেছে।

HOLIDAY

Rentu shot by assailants

Motiur Rahman Rentu, who became the *bete noire* of the Awami League for writing an expose of Prime Minister Sheikh Hasina, was shot and seriously injured on Tuesday by unknown attackers in a telephone booth in old Dhaka. Close associates of Rentu and many newspaper reports say that he was shot for the 'crime' of writing the controversial book *'Amar Fanshi Chai'* (I Should be Hanged).

He was trying to call someone at around 3.30 p.m. on Tuesday at 9, K.B. Das lane, when three armed cadres, purportedly of the ruling party, broke into the booth and fired five bullets at him. One missed him, but the other four bullets hit and pierced his left leg. Rentu told some pressmen at the office of the Dhaka Reporters' Unity (DRU) that he is passing through a precarious period as he is getting death threats all the time from ruling party leaders. He asked the journalists at the DRU office to save him from the armed cadres of the AL.

Rentu and his wife served Sheikh Hasina as personal aides on behalf of the party for as long as twelve years. He fell from grace some two years ago when he reportedly protested against the misdeeds of the AL leaders and the family members of the Prime Minister. The Prime Minister's Office declared him *persona non grata* along with some other terrorists who belonged to the AL. He felt betrayed and humiliated and wrote the book not only to reveal the objectionable sides of the PM but also to vindicate himself.

The Daily Star

Author claims he was shot for his book

By Staff Correspondent

Motiur Rahman Rentu, author of a controversial book "Amar Phashi Chai" (I want my hanging), was shot in his leg by unidentified gunmen at BK Das Road in Sutrapur area in the city yesterday.

An armed gang attacked Rentu while he was passing through the area. Four bullets struck his left leg, Rentu told newsmen at DRU office in the evening.

Rentu, a freedom fighter who worked very closely within the inner circle of Awami League from 1981 to 1997, had made some critical observations in his book about the working of ruling party including its leaders.

Son of late Bari of Mokshedpur thana of Gopalganj, Rentu is one of the six who were barred from entering the Prime Minister's office or attend any function of the PM in 1997 as an "undesirable element".

He accused ruling party supporters of attacking him for writing the book, published earlier this month. He also appealed to the people to save him from the armed attackers.

Sutrapur police said they were informed about a shootout at BK Road. But police could not confirm who was shot and who were the attackers. "We are investing the incident," a thana official said at 9 pm.

দৈনিক জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

২০০০ সালের টপ টুয়েন্টি।

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বছরটি ছিল নানা ঘটনায় ভিন্ন। বছরের শুরু থেকে শেষ সময় পর্যন্ত নানা ঘটনা বার বার ছুঁয়ে গেছে জনজীবন। আলোচিত এসব ঘটনার মধ্য থেকেই 'টপ টুয়েন্টি' বাছাই করা হয়েছে জনকণ্ঠের পাঠকদের জন্য।

- বিস্ময় ঃ বাংলাদেশ!
- সফর ঃ প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর।
- অর্জন ঃ ক্রিকেটে বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস।
- দুর্নীতি ঃ [illegible]
- হত্যা ঃ [illegible] হত্যা।

(২- পৃষ্ঠা ২-এর ক. দেখুন)

২০০০ সালের (প্রথম পাতার পর)

- অবমাননা ঃ জাতীয় সঙ্গীতের বিকৃতিমূলক প্যারোডি।
- লজ্জা ঃ দুর্নীতির দায়ে এরশাদের জেল।
- বিতর্ক ঃ [illegible] নির্মাণ এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন নিয়ে [illegible] চৌধুরী এবং [illegible] উক্তি।
- কেলেঙ্কারি ঃ এরশাদ ও হাইকোর্টের বিচারকের গোপন কথোপকথনের ক্যাসেট।
- লজ্জাজনক ঘটনা ঃ বছরের প্রথম প্রহরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাঁধন নামক তরুণীর লাঞ্ছনা।
- মানবিক ঘটনা ঃ [illegible]
- আতঙ্ক ঃ ডেঙ্গুজ্বর, [illegible]
- মিছিল ঃ [illegible] নেতৃত্বে নারী মিছিল।
- বিক্ষোভ ঃ [illegible] বিএনপি সংসদ সদস্য [illegible]
- [illegible] ঃ [illegible]
- [illegible] ঃ [illegible]

[illegible] 'আমার ফাঁসি চাই'।

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] ঃ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible]

দৈনিক দিনকাল

THE DAILY DINKAL

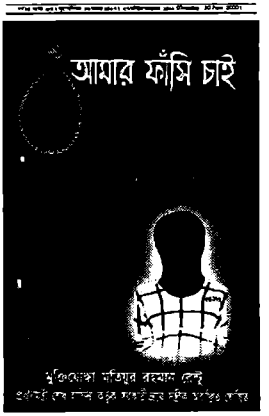

মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা 'আমার ফাঁসি চাই' বইটি বাজেয়াপ্ত

মতিয়ুর রহমান রেন্টু কর্তৃক লেখা 'আমার ফাঁসি চাই' নামক বইটিতে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ এবং বৈদেশিক উত্তেজনাকারী বিষয়বস্তু থাকায় বইটির সমুদয় কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। -তথ্য বিবরণী

www.pathagar.com

এই নিষ্ঠুর অমানবিক, বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে, সামাজিক নিরাপত্তা থাকবে না। নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। এবং **সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মান-ইজ্জত পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবে না।**

অতএব এদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও নির্বাচন নিষিদ্ধ, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ডের মতো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে এবং রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হবে, রাষ্ট্রের এবং সরকারের দায় দায়িত্ব মানসম্মান ফিরিয়ে আনতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এরা ক্ষমতায় থাকাকালীন বিচারপতিদের বিরুদ্ধে, আদালতের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করেছিল। হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে বস্তি বসিয়েছিল। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রী হয়েও রাস্তায় গাড়ি ভাংচুর করেছিল। এরা সংবিধান পরিপন্থী কর্মকাণ্ডকে উস্কে দিয়ে বিচার বিভাগকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করতে চেয়েছিল। হাইকোর্টে দুর্নীতিপরায়ন (মোঃ লতিফুর রহমান ক্যাসেট কেলেঙ্কারী) ব্যক্তিকে বিচারপতি নিয়োগ করেছিল। এদের অপরাধের সীমা ছিল না।

অতএব আইনের শাসন কায়েম করতে এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিচারকের রায় মনঃপুত না হওয়ায়, এরা বিচারকের আত্মীয় স্বজনদের নাজেহাল করেছিল। বিচারপতির ভাইয়ের বাড়িতে (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে) আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এরা বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা হরণ করেছিল এবং বিচারপতিদের নিরাপত্তাহীন করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে এরা প্রকৃত পক্ষে বিচারপতিদের খুন করার উস্কানি দিয়েছিল। এরা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার নামে নরহত্যা (কাটাবনে স্কুটার চালক) করেছিল।

www.pathagar.com

অগ্নিসংযোগ করেছিল। গাড়ি ভাংচুর করেছিল, যানবাহন পুড়িয়ে ছিল।

''আমার ফাঁসি চাই'' নামক বই পছন্দ হয়নি বলে এরা বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। লেখক চারটি গুলিতে আহত হয়েও আল্লাহ পাকের রহমতে প্রাণে বেঁচে গেছেন। লেখককে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে এরা লেখকের স্ত্রী কন্যা পরিবারকে জিম্মি করে রেখেছিল। গৃহবন্দী করে রেখেছিল।

এরা আইনের শাসন ধ্বংস করেছিল। সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। **রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে এরা রাষ্ট্রে অবিচারের রাজত্ব কায়েম করেছিল।**

এসব কিছুর মূল হোতা ছিলেন, মূল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বয়ং শেখ হাসিনা।

অতএব **আইনের শাসন কায়েম করতে, আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে, সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে, বিচারপতিদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে,** সভ্যতার কলঙ্ক, আইন, বিচার, সংবিধান ও মানবতার দুষমণ এই অসভ্য বর্বর নিষ্ঠুরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন বছর (৫১) রাজনীতি ও নির্বাচন নিষিদ্ধ, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় শেখ হাসিনা হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের সাথে মানসিক ভাবে গাটছড়া বেধেছিলেন। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনে বসে হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

এ মামলার কোন পত্যক্ষদর্শী সাক্ষী না থাকলেও রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করা, আহত অবস্থায় রেন্টুর সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে অভিযুক্ত করা এবং সরকার প্রধান হিসেবে এই অভিযোগের তদন্ত না করা, ২২ শে জুন দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এজাহার হিসেবে ধরে নিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামী করে মামলা নেয়ার আবেদন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে জীবনের নিরাপত্তার আবেদন। দৈনিক দিনকালে ''আমার ফাঁসী চাই'' বই ছাপানো বন্ধ করা তারপর ৩০ শে জুন সরকার কর্তৃক ''আমার ফাঁসি চাই'' বই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক রেন্টুকে না চেনার ভান করা। তারপর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংসদ উপনেতা জিল্লুর রহমানকে দিয়ে তিনি (শেখ হাসিনা) রেন্টুকে চেনেন না বলে বিবৃতি দেয়ান। বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে এটা ফরমায়েসী বই। ''এই বই লিখাতে কত টাকা দেয়া হয়েছে কত কপি কিনে বিতরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এবং পরবর্তীতে সে (রেন্টু) একটি দলের এজেন্ট ছিল। শেখ হাসিনা এইসকল উক্তি এবং ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা প্রমাণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশেই হত্যাকারীরা হত্যার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে গুলি করে আহত করে।

''প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাড়াটিয়া খুনিদের দিয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য গুলি করিয়েছেন এবং যে কোন সময় তাকে হত্যা করবেন'' এই মর্মে রেন্টু বয়ান (২১ শে জুন সংবাদপত্রসমূহে তা প্রকাশিত হয়) দেয়ার পরও সরকার প্রধান হয়ে এই ঘটনার সামান্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেননি এবং এই বয়ানের কোন প্রতিবাদও করেননি। বরং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা নীরব থেকে এই বয়ানের সততা স্বীকার করে নিয়েছেন।

এতেই এই হত্যা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার জড়িত থাকা প্রমাণিত হয়।

অপরাধের বিচার করা এবং বিচার করে অপরাধীর শাস্তি দেয়া রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। অপরাধ সংঘটিত হলে তার প্রতিবিধান করা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারের কর্তব্য।

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করতে পারলেও, হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর পুনরায় তাঁকে হত্যা করার জন্য তাড়িয়ে বেড়ানো এবং তাঁর স্ত্রী কন্যা পরিবারকে অপহরণের চেষ্টা করে, বেআইনী ও অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী খুনিদের দিয়ে, অবৈধ ও বেআইনি এবং সংবিধান পরিপন্থী ভাবে এক (১) বছরের ও অধিক সময় জিম্মি করে রেখে এবং ''আমার ফাঁসি চাই'' নামক বই লুট করে, ছিনতাই করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা যে অন্যায় অবিচার এবং অমানবিক অপরাধ করেছেন, সারা বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল, নজির বিহীন।

সুতরাং বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ১৯ (এ) ২৬/ ১০৯/ ১২০/ (খ) /৩০২/ ৩৪/ ৩০৭/ ৩২৪/ ৩২৬/ ৪১৮ ও ৫১১ এবং ১৯৪৭ সালের দুনীতি দমন আইনের ৫(২) ধারা অনুযায়ী এবং জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী বা দ্রুত বিচার আদালতে আসামীদের বিচার করা ও শাস্তি দেয়া হোক।

www.pathagar.com

দণ্ড বিধির ১২০ (খ) ধারা অনুযায়ী যে কোন অন্যায়, অপরাধ বা বেআইনী কাজে সম্মতি বা যুক্ত থাকলে তা ষড়যন্ত্রের অপরাধ। যে কোন পর্যায়েই এই প্রক্রিয়ার সাথে কেউ যুক্ত হলে সেও একই অপরাধের দায়ে পড়বে। সেই হিসেবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, গুলি, বোমাবাজি, সন্ত্রাস, নারীশিশুকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ, নারী ও শিশুকে বেআইনী ভাবে অবৈধ অস্ত্রধারীদের দিয়ে জিম্মি (আটক) করে রাখার অভিযোগ এবং বই লুট করার অভিযোগ আইন সম্মত।

২০ শে জুন, ২০০০ মঙ্গলবার মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করা, হত্যার চেষ্টা করা, তার স্ত্রী কন্যাদের অপহরণের চেষ্টা করা এবং জিম্মি ও আটক করার নয়/ দিনের মাথায় শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক "আমার ফাঁসি চাই" বইটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করাই প্রমাণ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং নির্দেশে হত্যা চেষ্টা, অপহরণ চেষ্টা, বই লুট করা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, নারী ও শিশু জিম্মি ও আটক করার অপরাধ সংগঠিত হয়েছে।

অতএব রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতার অপব্যবহার, ও অপপ্রয়োগ করে **নাগরিককে হত্যা করার চেষ্টাকারী হিসেবে, নাগরিককে জিম্মি ও আটককারী হিসেবে এবং বই লুট বা ছিনতাইকারী হিসেবে শেখ হাসিনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি** যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও নির্বাচনে অযোগ্য, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা, অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

"আমার ফাঁসি চাই" বই লেখার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর উপর বিক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় শেখ হাসিনা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে গণভবনের শীতল কক্ষে বসে হত্যার মতো অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। গণভবনের ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং হত্যা পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের যে নীলনক্সা প্রণীত হয়েছিল, সেই নীলনক্সা বাস্তবায়িত করার জন্য, আসামীগণ তাদের সঙ্গিও বেআইনি অবৈধ সশস্ত্র সাথীদের নিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে গুলি করে আহত করে ও বোমাবাজি করে।

অতঃপর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লাশ নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে আসামীরা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী, নাবালিকা কন্যাদের অপহরণ করার চেষ্টা চালিয়ে জনতার প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়।

অতঃপর তারা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী কন্যা পরিজনকে জিম্মি হিসেবে আটক করে রাখে এবং **"আমার ফাঁসি চাই"** বই লুট ও ছিনতাই করে।

www.pathagar.com

অতএব আসামীদের বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ১৯ (এ) /২৬/১০৯/১২০/ (খ) / ৩০২/ ৩৪/ ৩২৪/ ৩২৬ ধারানুযায়ী ও জন নিরাপত্তা আইন ৭ ও ১০ অনুযায়ী বিচার করা হোক এবং শাস্তি দেয়া হোক।

* ১০৯/ ১৪৭/ ১৪৮/ ১৪৯/ ৪৪৭/ ৪৪৮/ ৪৩৬/ ৩০০/ ৪১৮/ ৫১১ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের ৫ (২) ধারা অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে হবে।

হত্যা করা মহা পাপ।

শপথ নিয়ে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হয়ে, প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রতিহিংসার বশে বেআইনীভাবে মানুষ খুন করা, বেআইনীভাবে নারী শিশুকে অপহরণের চেষ্টা করা, নারী শিশুকে জিম্মি করা আরো বড় মহা পাপ।

"আমার ফাঁসি চাই" নামক বই লিখার কারণে লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করে, তার স্ত্রী কন্যাদের অপহরণের চেষ্টা করে, নারী শিশুদের জিম্মি করে এবং বই লুট করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা সেই বড় মহাপাপ করেছেন।

অতএব (১) প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতার অপব্যবহার (২) নাগরিক হত্যা প্রচেষ্টা ও বোমাবাজী করে ত্রাস সৃষ্টি করা (৩) নারী শিশু অপহরণের চেষ্টা (৪) নারী শিশুকে জিম্মি করা (৫) মৌলিক মানবিক অধিকার হরণ (৬) বই লুট ও ছিনতাই (৭) সংবিধান লঙ্ঘন করা (৮) শপথ ভঙ্গ করা এবং (৯) বেআইনী অবৈধ অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের ব্যবহার করার অভিযোগে, মুক্ত স্বাধীন ভাবে লেখার স্বার্থে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং আদালতের মানমর্যাদার স্বার্থে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হিসেবে শেখ হাসিনাসহ আসামীদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও নির্বাচন নিষিদ্ধ, একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে প্রধান আসামী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে থেকে, প্রধানমন্ত্রী হয়ে, শুধুমাত্র বই লেখার কারণে লেখককে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে আহত করা, নারী শিশুদের অপহরণের চেষ্টা করা, নারী শিশুদের জিম্মি করা, এবং বই লুট করার মতো জঘন্য অপরাধ কেউ করলে সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫....এবং বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ১৯ (এ) ২৬। ৩২৪/ ৩২৬/ ৩০৭/ ৩০২/ ৩৪....ধারায় তার দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হওয়া অবশ্যই একান্ত উচিত।

যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও নির্বাচন নিষিদ্ধ,

www.pathagar.com

একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড।

প্রধান আসামীর এই সাজা হওয়া আমাদের দেশের রাজনীতিতে ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে অদূর ও সুদূর প্রসারী সুপ্রভাব পরবে।

ভবিষ্যতে আর কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষ খুন করতে যাওয়ার মতো, নারী শিশু অপহরণ করতে যাওয়ার মতো, নারী শিশু জিম্মি করার মতো, বই লুট করার মতো, শপথ ভঙ্গ করার মতো এবং সংবিধান লঙ্ঘন করার মতো অপরাধ করবে না বলে নিশ্চিত আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ৩৪ ধারায় বিচার হতে হবে।

দণ্ড বিধির ৩৪ ধারার অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে শেখ হাসিনাকে শাস্তি দিতে হবে।

হত্যা প্রচেষ্টার সাথে শেখ হাসিনার যুক্ত থাকার অভিযোগ কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যে পাওয়া না গেলেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৩৪ ধারায় অভিযোগ বিবেচনায় নেয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যা মামলায় লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকার বা ঘটনা স্থলে উপস্থিত থাকার প্রমাণ কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যে পাওয়া না গেলেও শাহরিয়ার রশীদ খানের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৩৪ ধারায় অভিযোগ বিবেচনায় নেয়া হয়।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে (সন্ত্রাস বিরোধী আদালতে) জননিরাপত্তা আইনে, দ্রুত বিচার আইনে হত্যা চেষ্টা, বোমাবাজী, অপহরণ, জিম্মি করা, বই লুট, সন্ত্রাস ও অস্ত্র আইন, ক্ষমতার অপব্যবহার, সংবিধান লঙ্ঘন, হত্যার জন্য তাড়া করা এবং শপথ ভঙ্গের অভিযোগে মামলা নিতে হবে।

পাকিস্তানের আদালত ক্ষমতার অপব্যবহার করে কর ফাঁকি, সম্পদ আত্মসাত, ছিনতাই চেষ্টা ও সন্ত্রাসের অভিযোগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে প্রথমে ১৪ বছর, পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি রুপির সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং ২১ বছর রাজনীতি নিষিদ্ধ রায় দেন।

বাংলাদেশের আদালত রাষ্ট্রপতি এরশাদকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে পাঁচ (৫) বছর কারাদণ্ড ও প্রায় সাড়ে পাঁচ (৫) কোটি টাকা জরিমানা করেছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে আদালত ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেন।

যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির অভিযোগে আদালত এরশাদকে, নওয়াজ শরীফকে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং রাজনীতি/ সংসদে অযোগ্য বলে শাস্তি দেন ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেন।

তাহলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষ হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে, নারী শিশু অপহরণ, নারী শিশু জিম্মি, বই লুটপাট, ছিনতাই, এবং বেআইনী অবৈধ অস্ত্রধারী

www.pathagar.com

দিয়ে সন্ত্রাস-এর অভিযোগে শেখ হাসিনাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি/ সংসদে অযোগ্য এবং একশত (১০০) কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত।

মুজিব হত্যা মামলার রায়ে হাইকোর্টের মাননীয় দুই বিচারপতি রুহুল আমীন এবং এ, বি, এম খায়রুল হক ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১২০ বি ধারা অনুযায়ী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে আসামীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

মাননীয় বিচারপতিদের রায়ে দেখা যাচ্ছে, অপরাধ (হত্যা প্রচেষ্টা) সংঘঠনের সময় উপস্থিত না থাকলেও, অর্থাৎ অপরাধ সংঘঠন কালে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকলেই সশরীরে উপস্থিত অপরাধীকে ফৌজদারী দণ্ড বিধির যে ধারায় শাস্তি দেয়া হবে, পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রকারীদেরও ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১২০ ধারা অনুযায়ী সমশাস্তি দেয়া হবে।

তাহলে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যা করার জন্য যারা গুলি করে আহত করেছে, তাদের যে শাস্তি হবে, ঐ হত্যা ষড়যন্ত্রকারী, পরিকল্পনাকারী, নেতৃত্বদানকারী, উস্কানী ও ইন্ধনদাতা এবং নির্দেশ দানকারী হিসেবে শেখ হাসিনার এবং অন্যান্য আসামীগণের ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১২০ ধারা অনুযায়ী একই শাস্তি হবে।

রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা অপব্যবহার করে দুর্নীতি করে সম্পদ সৃষ্টির অভিযোগে মাননীয় আদালত এরশাদকে পাঁচ বছর জেল, প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা ও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন।

একই অভিযোগে পাকিস্তানের আদালত নওয়াজ শরীফকে চৌদ্দ (১৪) বছর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একুশ (২১) বছর রাজনীতি নিষিদ্ধের রায় দিয়ে ছিলেন।

সুতরাং শুধুমাত্র বই লেখার কারণে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা অপব্যবহার করে, শপথ ভঙ্গ করে, সংবিধান লঙ্ঘন করে, বেআইনি ভাবে, ভাড়াটিয়া খুনি, অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দিয়ে নাগরিক হত্যার চেষ্টার দায়ে, নারী ও শিশুকে অপহরণের দায়ে, নারী ও শিশুকে জিম্মি করে রাখার দায়ে, বই লুট ও ছিনতাইয়ের দায়ে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির দায়ে শেখ হাসিনার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, একান্ন (৫১) বছর রাজনীতি ও নির্বাচন নিষিদ্ধ এবং একশত কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

"আমার ফাঁসি চাই" বই লেখার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর উপরে বিক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় শেখ হাসিনা ঠাণ্ডা মাথায় গণভবনের শীতাতাপ কক্ষে বসে হত্যার মতো অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে রেন্টুর স্ত্রী কন্যাদের জিম্মি করার নয় দিনের মাথায় শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক "আমার ফাঁসি চাই" বইটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করাই প্রমাণ করে শেখ হাসিনা উল্লিখিত ঘটনা সংঘটিত করেছেন।

www.pathagar.com

দৈনিক মানবজমিন

সময়ের সাহসী সংবাদপত্র

রেন্টুর পায়ে গুলি লেগেছে

স্টাফ রিপোর্টার : 'আমার ফাঁসি চাই' বইয়ের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টুর ওপর হামলা হয়েছে। তাকে উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টাও করেছিলো। তার স্ত্রী [illegible] বলেছেন, আমি এখনো জানি না রেন্টু কোথায়। গতকাল বিকেলে তাঁর [illegible] দিকে দাস রোডের বাসভবন থেকে বের হয়ে রেন্টু পাশের একটি দোকানে টেলিফোন করতে গিয়েছিলেন। এমন সময় তিনটি মোটর সাইকেলযোগে ৬/৭ জন যুবক রেন্টুর ওপর হামলা চালায়। রেন্টুর পায়ে গুলি লেগেছে বলে তার স্ত্রী জানান। বিস্তারিত কিছু জানাতে পারেননি। মুক্তিযোদ্ধা রেন্টু কিছুদিন আগে সরকারিভাবে সন্ত্রাসী অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিলো। কিন্তু রেন্টুর বাসায় যায়নি। রেন্টুর স্ত্রী আরো জানিয়েছেন, কয়েকদিন যাবৎ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এসে নানাভাবে হয়রানির চেষ্টা করেছে।

HOLIDAY

Rentu shot by assailants

Motiur Rahman Rentu, who became the *bete noire* of the Awami League for writing an expose of Prime Minister Sheikh Hasina, was shot and seriously injured on Tuesday by unknown attackers in a telephone booth in old Dhaka. Close associates of Rentu and many newspaper reports say that he was shot for the 'crime' of writing the controversial book '*Amar Fanshi Chai*' (I Should be Hanged).

He was trying to call someone at around 3.30 p.m. on Tuesday at 9, K.B. Das lane, when three armed cadres, purportedly of the ruling party, broke into the booth and fired five bullets at him. One missed him, but the other four bullets hit and pierced his left leg. Rentu told some pressmen at the office of the Dhaka Reporters' Unity (DRU) that he is passing through a precarious period as he is getting death threats all the time from ruling party leaders. He asked the journalists at the DRU office to save him from the armed cadres of the AL.

Rentu and his wife served Sheikh Hasina as personal aides on behalf of the party for as long as twelve years. He fell from grace some two years ago when he reportedly protested against the misdeeds of the AL leaders and the family members of the Prime Minister. The Prime Minister's Office declared him *persona non grata* along with some other terrorists who belonged to the AL. He felt betrayed and humiliated and wrote the book not only to reveal the objectionable sides of the PM but also to vindicate himself.

The Daily Star

Author claims he was shot for his book

By Staff Correspondent

Motiur Rahman Rentu, author of a controversial book, "Amar Phashi Chai" (I want my hanging), was shot in his leg by unidentified gunmen at BK Das Road in Sutrapur area in the city yesterday.

An armed gang attacked Rentu while he was passing through the area. Four bullets struck his left leg, Rentu told newsmen at DRU office in the evening.

Rentu, a freedom fighter who worked very closely within the inner circle of Awami League from 1981 to 1997, had made some critical observations in his book about the working of ruling party including its leaders.

Son of late Bari of Mokshedpur thana of Gopalganj, Rentu is one of the six who were barred from entering the Prime Minister's office or attend any function of the PM in 1997 as an "undesirable element".

He accused ruling party supporters of attacking him for writing the book, published earlier this month. He also appealed to the people to save him from the armed attackers.

Sutrapur police said they were informed about a shootout at BK Road. But police could not confirm who was shot and who were the attackers. "We are investing the incident," a thana official said at 9 pm.

দৈনিক জনকণ্ঠ

২০০০ সালের টপ টুয়েন্টি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বছরটি ছিল ঘটনায় ঠাসা। বছরের শুরু থেকে শেষ সময় পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনা বার বার ছুঁয়ে গেছে জনজীবন। আলোচিত এসব ঘটনার মধ্য থেকেই 'টপ টুয়েন্টি' বাছাই করা হয়েছে জনকণ্ঠের পাঠকদের জন্য।

- বিষয় ॥ [illegible]।
- সফর ॥ প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর।
- অর্জন ॥ ক্রিকেটে বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস।
- দুর্নীতি ॥ [illegible]।
- হত্যা ॥ কর্মরত অবস্থায় সাংবাদিক শামসুর রহমানকে হত্যা।

(২- পৃষ্ঠা ২-এর ৩য় কঃ দেখুন)

২০০০ সালের (শেষ পাতার পর)

- অবমাননা ॥ জাতীয় সঙ্গীতের বিকৃতিমূলক প্যারোডি।
- সাজা ॥ দুর্নীতির দায়ে এরশাদের জেল।
- বিতর্ক ॥ [illegible] নির্মাণ এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন নিয়ে গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং [illegible] উক্তি।
- কেলেঙ্কারি ॥ এরশাদ ও হাইকোর্টের বিচারকের গোপন আলোচনার ক্যাসেট।
- ন্যাক্কারজনক ঘটনা ॥ শতকের প্রথম প্রহরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাঁধন নামক তরুণীর লাঞ্ছনা।
- মানবিক ঘটনা ॥ [illegible]।
- আতঙ্ক ॥ ডেঙ্গুজ্বর, [illegible]।
- মিছিল ॥ বিচারপতিদের বিরুদ্ধে বিএনপির নেতৃত্বে লাঠি মিছিল।
- [illegible] ॥ [illegible]
- [illegible] ॥ [illegible]
- বিজয় ॥ [illegible]

[illegible] 'আমার ফাঁসি চাই'।

- জোট ॥ চার দলীয় [illegible] জোট।
- [illegible] ॥ হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে [illegible]।
- [illegible] ॥ [illegible]

দৈনিক দিনকাল

THE DAILY DINKAL

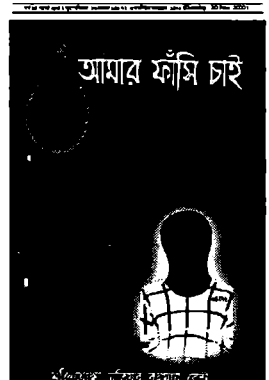

মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা 'আমার ফাঁসি চাই' বইটি বাজেয়াপ্ত

মতিয়ুর রহমান রেন্টু কর্তৃক লেখা 'আমার ফাঁসি চাই' নামক বইটিতে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ এবং বৈধভাবে [illegible] বিবরণ থাকায় বইটির সমুদয় কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। -তথ্য বিবরণী

www.pathagar.com

প্রথম আলো শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০

সামইজদাত

খোলা চোখে

হাসান ফেরদৌস

কোনো বইকেই কখনো নিষিদ্ধ করা উচিত নয়, সরকারি বা বেসরকারি যেভাবেই হোক না কেন, কোনো বইয়ের ভালো-মন্দ সরকারি আমলারা বিচার না করে যদি পাঠকদের হাতে সে ভার দেওয়া হয়, তাহলে সবার [illegible]। [illegible] আর সম্ভব নয়। [illegible] সীমায় [illegible] লুকানো বা কিছু তার প্রতি অন্যায় চাপা করা। তার চেয়েও বড় কথা যা চাপা হলো তা যে '[illegible]' সে কথা প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া। রাজনীতি যারা করেন, এই সহজ মনস্তাত্ত্বিক সত্যটি তাদের বোঝা উচিত।

2000 : HARBINGER OF THE NEW MILLENNIUM

HOLIDAY 35

THE NATIONAL WEEKEND NEWSPAPER

Allusions and realities

By SADEQ KHAN

On the day the Treasury Bench passed the country's first budget on the basis of the new millennium on June 23, the government also issued an ambiguous order to ban a book called *Amar Fasis Chai* (I deserve death by hanging) written by Motiur Rahman Rentu. A brief official handout said that all copies of the said book have been proscribed for containing hatred, provocative and prejudicial matters against the government, and future editions, publication, sale, distribution and possession of any copy of the book have been banned. The nature of the order surprised many people. Since the amendment of the Special Powers Act provisions relating to printing and publication in 1991, it is the general impression that any such ban on printed matter, without specific grounds of obscenity or threats to public order and communal harmony, would not be maintainable, and could be successfully challenged in the High Court, for violation of freedom of speech. If the matter was libellous, there was space for litigation under the law of the land, but that was not done. Those who had already read the book also wondered why, since the government publicly took notice of the book and found it offensive, it was not the malafide but the tenor of the book that was condemned. The writer was a [illegible] freedom fighter in 1971 and also took up arms backed by India against the Bangladesh government after the assassination of Sheikh Mujib in 1975. The [illegible] Gandhi's government in India forced his surrender for lack of support. The proscribed book, written in the form of an unkempt confessional diary, graphically sought to establish the writer's claim of close family association with the Awami League Chief from 1981 to 1997, and his own involvement in indictable offences of heinous nature 'contrived' according to the account, 'at top-level intrigues'. In whispers, if no more in print, the book has already raised too many questions that the government action does not answer.

Meanwhile, some members of Parliament of the ruling party itself have been spreading hatred against the executive arm of the state for not sparing their offsprings from the rigour of criminal investigations. And as for provocative and prejudicial statements, the ministers of the government have been indulging in these freely and aggressively against other arms of the state, including the President in person and the judges of the Supreme Court.

It is another aspect of the current regime, its blind India-servility about which the proscribed book also made a crude allusion, that calls for constructive criticism. Notwithstanding the denials of the departing Indian High Commissioner who found out apprehensions about Indian designs on the Chittagong Hill Tracts and Indian sanctuary for the Prti Chakma terrorist group to be "irresponsible" whereas his own Home Minister is stretching his imagination all the time to suspect Pakistan's ISI involvement in all Indian communal problems, including Christian killings by the *Sangh Parivar* (the BJP fraternal family) zealots. There are enough signals in border incidents and repeated utterances of some Indian politicians about Indian security being threatened by insurgents finding refuge in Bangladesh (preparing cause belli for broadening the Chicken's Neck?) that Bangladesh must fend for itself in the international forums and cannot rely on Indian promises of commonality of interests. At the UN Convention for the Laws of the Sea, India has given notice to stake its claim (and rightly so) for one million square kilometres of land under international waters on the strength of geographical and technical data showing extension of its continental shelf from the mainland mass into the sea. India would then have under-water land boundaries with Bangladesh (in the Bay of Bangladesh), Myanmar and Thailand (in the Andaman Sea), Sri Lanka (in the southern Indian Ocean) and Pakistan, Oman and Yemen up to the Carlsberg ridge in the Arabian Sea. This would mean that from the current coastline of India, the real Indian boundary would extend in some parts some 2000 kilometres away, within which India can do exclusive mining, fishing and also strategic defence operations.

What about Bangladesh? Left to the self-serving inaction of the incumbent regime, Bangladesh is in danger of being squeezed into insignificance in the Bay of Bengal mapping of under-water territorial claims, with South Talpatti lost, on one side, and Andaman island claims of accretion, on the other. In geophysical terms, on the other hand, under Article 76 of the UN Convention of the Law of the Sea which prescribes determination of territorial/continental shelf claims under sea-water "on the basis of sedimentary thickness," Bangladesh has a valid claim on the Bengal Deep Sea Fan that for millennia have been spreading the annual deposit of silts from the three major eastern Himalayan river systems draining through Bangladesh to invade the sea-bed of the Bay of Bengal and extend right up to Sri Lanka. We need to compile our own geological and technical data, and we have, like India, up to 2008 to stake our claim. Whether or not the self-serving political leadership [illegible] up to this [illegible] task, all agencies of the government [illegible] land and water, allies and possibly the [illegible] should take up this issue in all [illegible] and ensure, amongst other things, the [illegible] territorial [illegible] principal at the only [illegible] open, that is the Bay of Bengal.

www.pathagar.com

দৈনিক
দ্বিতীয় সংস্করণ
দিনকাল
THE DAILY DINKAL
বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৮৪ । বৃহস্পতিবার ২১ আষাঢ় ১৪০৭ । রবিউল আওয়াল ১৪২১ । Thursday 5 July 2000 ।

'মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিদাররা নীরব কেন'

এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল হান্নান

HOLIDAY

Rentu appeals to withdraw ban on his book

Rentu appeals to withdraw ban on his book

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

মার্চ ২১ ২০০০

বদরুদ্দীন উমর

বইটি জনগণ পড়তে চান

কোন বই লেখানো, ছাপানো ও বিক্রি বন্টন করার মধ্যে এমনিতে দোষের কিছু নেই। যদি তার মধ্যে দোষের বা সমাজবিরোধী কিছু থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই দেখা দরকার। তবে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বইতে কিছু থাকলে সে বই সরকারীভাবে বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কোন গণতান্ত্রিক কাজ নয়।

www.pathagar.com

জুলাই ০৪-৭-২০০০

যায়যায়দিন

সেই সুযোগটি তারা নেয়নি, নিচ্ছে না। যেমন তারা আরো তলতে পারতো মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা *আমার ফাঁসি চাই* বইটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধকরণ এবং আততায়ী কর্তৃক রেন্টুর ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনাটি। এভাবে অন্তত পক্ষে রেন্টুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতো।

আমি গত সপ্তাহেই বলেছিলাম শোনা গেছে, এই বইটির ৯৫ পৃষ্ঠা হচ্ছে ক্রাঞ্চ পয়েন্ট (Crunch Point বা চরম মুহূর্ত)। এখান থেকেই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য শুরু। দৈনিক দিনকাল এই বইটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু করলেও ক্রাঞ্চ পয়েন্ট পেরিয়ে নিষিদ্ধ হবার ঝুঁকি নেয়নি। তাই তারা ৯৫ পৃষ্ঠার আগেই থেমে যায়। সোমবার ২৬ জুনে দিনকাল জানায়, বইটির লেখক রেন্টুর পরিবার মৃত্যু হুমকির মুখে। রেন্টুর স্ত্রী ময়না রহমান ও তাদের কিছু আত্মীয়স্বজন দিনকালকে ফোন করে অনুরোধ জানান, *দয়া করে নিরেট সত্য কথাগুলো প্রকাশ বন্ধ করুন। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আমাদের বাঁচতে দিন।*

এই অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মঙ্গলবার ২৭ জুনের পর থেকে দিনকাল বইটির ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।

তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ক্রাঞ্চ পয়েন্ট পেরোতে চাননি। অন্য কেউ কোথাও কোনোভাবে যাতে বইটি অথবা তাঁর কোনো অংশ আর প্রকাশ না করতে পারে সে জন্য বৃহস্পতিবার ২১ জুনে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

এই ঘোষণার ফলে আগ্রহী পাঠকরা বইটি পড়া থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু আশা করা যায়, এই ঘোষণার ফলে বইটির লেখক মতিয়ুর রহমান রেন্টু তাঁর জীবন থেকে বঞ্চিত হবেন না। প্রধানমন্ত্রী হয়তো স্মরণ করবেন, রাজনৈতিক নেতা সিরাজ শিকদার নিহত হবার ঘটনাটি তার পিতা শেখ মুজিবের জন্য যে বিশাল কলঙ্কের এক হেতু সৃষ্টিকেসে পরিণত হয়েছিল সেটা শেখ মুজিবের মৃত্যুর পরেও তার পার্টিকে বহন করতে হচ্ছে। বইটি নিষিদ্ধকরণের পর মুহূর্ত থেকেই লেখক রেন্টু ও তার স্ত্রী ময়নার নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব বর্তেছে সরকারের ওপর। সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করবে সরকার এই নতুন দায়িত্ব পালন করেন কি না। মইন বলো।

১১ জুলাই ২০০০

যায়যায়দিন

গত সপ্তাহে ইংরেজি সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় কলামিস্ট সাদেক খান জানতে চেয়েছেন, কোন আইনের অধীনে মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা *আমার ফাঁসি চাই* বইটি বাজেয়াপ্ত করা হলো। তার কারণ, ১৯৭৪ সালে এ সংক্রান্ত যে আইন পাস করা হয়েছিল তা ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাতিল করেন। এই বইটির প্রকাশনা, সংরক্ষণ বাতিলের বিরুদ্ধে কেউ

জুলাই ১৮-৭-২০০০

যায়যায়দিন

এর একটা উত্তর হতে পারে, এরা কেউই হয়তো প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় নন। সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত *আমার ফাঁসি চাই* বইটির লেখক মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও তার স্ত্রী ময়না যারা দুজনই শেখ হাসিনার খুব কাছের লোক ছিলেন তারাও আওয়ামী লিগাকৃত এবং হান্নানের সঙ্গে একই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবনে অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছিলেন। শেখ হাসিনার আত্মীয় নন রেন্টু এবং ময়না। অনেকের মতে, শেখ হাসিনার চারপাশে এখন আত্মীয় চক্রের জোরালো উত্থান ঘটেছে। আর তাই অতীতে যারা শেখ হাসিনার জন্য সকর্ম ও দুষ্কর্ম উভয়ই করেছেন তাদের এখন সরে যেতে হচ্ছে। এদের মতে, *আমার ফাঁসি চাই* বইটি নিষিদ্ধ করার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, এই বইটিতে আত্মীয়দের ওপর প্রধানমন্ত্রীর চরম নির্ভরশীলতা ফুটে উঠেছে যাতে ব্যথিত এবং বুঝিত বোধ করছেন অনাত্মীয় আওয়ামী নেতাকর্মীরা। এরা মনে করেন, অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক রেন্টুর গুলিবিদ্ধ হওয়া, তার লেখা বইটি নিষিদ্ধ হওয়া এবং আওয়ামী লিগাকৃত ও হান্নানকে প্রেফতারের কথিত নির্দেশ – এসব একই সূত্রে গাথা।

www.pathagar.com

৮ আগস্ট ২০০০ পৃষ্ঠা-৩

যায়যায়দিন

বিরোধী দল কোটালিপাড়ায় বোমা পুতেছিল। আমার হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে যারা জড়িত তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তারা জানে, আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়। কাজেই সে ব্যবস্থাগুলো থেকেও আরো মারাত্মক পদ্ধতি কিভাবে নেয়া যায় সেটাই তারা করছে। তারা যথেষ্ট ট্রেনিংপ্রাপ্ত।

-শেখ হাসিনা

আমরা হত্যার রাজনীতি করি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই যে হত্যার রাজনীতি করেন তা প্রমাণিত। সম্প্রতি একটি বই বের হয়েছে, এই বইয়ের লেখকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আওয়ামী লীগেরই একজন সদস্য ছিলেন। সেই বইতে অনেক তথ্য আছে। তার মধ্যে শুধু একটি তথ্য আমি দেবো। সেটি হলো প্রধানমন্ত্রী আমাকে হত্যা করতে চেয়েছেন এবং সে জন্য তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে হত্যা করাতে পারলে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি ৫০ হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছিলেন। কাজেই আজকে হত্যার রাজনীতি প্রধানমন্ত্রী করছেন। এর আগেও এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সময়ে [illegible] আমাকে হত্যার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। আর বুঝতে পারছি, এসব হত্যা চেষ্টার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নিজে জড়িত।

-খালেদা জিয়া

মিথ্যা বলায় খালেদা জিয়ার জুড়ি নেই। তার মতো মিথ্যা বলায় পারঙ্গম এদেশে অতীতে জন্মায়নি। তিনি যে বই ও লেখকের নাম সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেছেন সে ব্যক্তি কোনোদিনই শেখ হাসিনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। খালেদা জিয়া যদি বইয়ের লেখা বিশ্বাসই করেন তবে অন্য আরেকজন একটি বই লিখে তাতে নিজের ছবি ছাপিয়ে বলেছে যে, সে জিয়ার ছেলে। আমার প্রশ্ন, খালেদা কি সেই ছেলেকে নিজের ছেলে বলে স্বীকার করে চাচ্ছি ভাগিং এবং কোকো লন্ডনের অংশ তাকে দেবো এটা করলে বলবো সে বাপের বেটি।

-স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ সরকারমন্ত্রী জিল্লুর রহমান

যে বই ও লেখকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতার কথা জিল্লুর রহমান অস্বীকার করেছেন সে লেখক ও তার স্ত্রী শেখ হাসিনার একেবারে অন্দরমহলের লোক। শেখ হাসিনার সঙ্গে এ দম্পতির সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সঙ্গে এই দম্পতির বহু ছবিই প্রমাণ করবে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা। প্রয়োজনে পত্রিকায় সে ছবি ছাপিয়ে দিয়ে আমরা জিল্লুর রহমান সাহেবদের মিথ্যার বেসাতির মুখোশ জনসমুখে উন্মোচিত করে দেবো। জিল্লুর রহমান সাহেবরা এই লেখক দম্পতিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন ৯৭ সালে। লেখকের বইটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাজার থেকে এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে লেখক গুলিবিদ্ধ হবে নির্খোজ হয়। কথায় বলে 'চোরের মা-র বড় গলা।'

-বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আহমদ নজীর

কথিত ষড়যন্ত্রের সময় তিনিই তো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তখন তো তিনি তদন্ত করে দেখতে পারতেন তাকে হত্যার জন্য কে কাকে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিল। সন্দেহ হচ্ছে, বইটি খালেদা জিয়ারই ফরমায়েশ মতো হয়েছে কি না। খোঁজ নেয়া দরকার, ওই বইটি লেখার জন্য তিনি কতো টাকা খরচ করেছেন।

-শেখ হাসিনা

দুই নেত্রীর বোঝা উচিত, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন তাতে তাদের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা।

-বাম নেতা রাশেদ খান মেনন

৮ আগস্ট ২০০০ পৃষ্ঠা-৬১

যায়যায়দিন

... [illegible] তখন প্রধানমন্ত্রী নেত্রী খালেদা জিয়ার একটা ইন্টারভিউ বিবিসি প্রচার করেছিল। এই ইন্টারভিউ-তে খালেদা জিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে বিরোধী দল জড়িত এ রকম অভিযোগ তিনি আগেও বিরোধী দলের ওপর চাপিয়েছেন। আমরা হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজে যে হত্যার রাজনীতি করেন সেটি কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি দেশে একটি বই বেরিয়েছে। এই বইয়ের লেখকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আওয়ামী লীগেরই একজন সদস্য ছিলেন। সেই বইতে অনেক তথ্য আছে। তার মধ্যে একটি তথ্য শুধু আমি দেবো। সেটি হলো প্রধানমন্ত্রী আমাকে হত্যা করতে চেয়েছেন এবং সে জন্য তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে হত্যা করতে পারলে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছিলেন। কাজেই আজকে হত্যার রাজনীতি প্রধানমন্ত্রী করছেন। বিরোধী নেত্রী খুব সিরিয়াস একটা অভিযোগ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়া থেকে ফিরে আসার পরদিন ঢাকায় যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন তাতে এই বই সম্পর্কে তিনি বলেন, ...এতো বছর পর কেন তিনি (খালেদা জিয়া) সেটা বললেন... আমি জনগণের জন্য রাজনীতি করি। হত্যার রাজনীতি করি না।... সন্দেহ হচ্ছে, এটি ফরমায়েশি বই কি না। খোঁজ নেয়া দরকার, এই বই লেখার জন্য তাকে কতো টাকা দেয়া হয়েছে।

দুজনাই বলছেন তারা হত্যার রাজনীতি করেন না এবং দুজনাই পরস্পরের বিরুদ্ধে [illegible]

www.pathagar.com

৮ আগস্ট ২০০০ পৃষ্ঠা-১৪

যায়যায়দিন

বিবিসি-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে খালেদা জিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আমাকে হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নিজে জড়িত। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে এর আগে শেখ হাসিনাও বলেছেন, খালেদা জিয়া আমাকে হত্যা করতে চান। দেখা যাচ্ছে, শেখ হাসিনাই প্রথম এ সংঘাতের রাজনীতি সৃষ্টি করেছেন। ২ আগস্ট ইত্তেফাক, ইনকিলাব, প্রথম আলোসহ কয়েকটি পত্রিকার রিপোর্ট বিবিসির সঙ্গে আলাপকালে খালেদা জিয়া বলেন, সম্প্রতি দেশে একটি বই বের হয়েছে। এই বইয়ের লেখকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আওয়ামী লীগেরই একজন সদস্য ছিলেন। সেই বইতে অনেক তথ্য আছে। তার মধ্যে একটি তথ্য আমি দেবো। সেটি হলো, প্রধানমন্ত্রী আমাকে হত্যা করতে চেয়েছেন এবং সে জন্য তিনি বলেছিলেন যে আমাকে হত্যা করতে পারলে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি ৫০ হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছিলেন। কাজেই আজকে হত্যার রাজনীতি প্রধানমন্ত্রী করছেন। আজ আমি বলতে পারছি, এই হত্যা চেষ্টার সঙ্গে আসলে প্রধানমন্ত্রী নিজে জড়িত।

২ আগস্ট বিবিসির সঙ্গে খালেদা জিয়ার এ সাক্ষাৎকার দিনকাল ছাড়া কোনো পত্রিকাই লিড

১৫ আগস্ট ২০০০

যায়যায়দিন

আমার ফাঁসি চাই শীর্ষক বইটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধের সমালোচনা করে ৯ আগস্ট দৈনিক যুগান্তরে কলাম লেখেন রাজনীতিক, প্রাবন্ধিক বদরুদ্দীন উমর। তিনি লেখেন, ক্ষমতাসীন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো বইয়ে কিছু থাকলে সে বই সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কোনো গণতান্ত্রিক কাজ নয়। বইয়ে আপত্তিকর কিছু থাকলে সেটা দেখার মালিক জনগণ এবং আদালত। বইটিতে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ওয়াজেদ সম্পর্কে এমন তথ্য যদি থাকে যা জনগণের জন্য উদ্বেগজনক ও ক্ষতিকর, তাহলে সেটা পড়ে দেখা ও বিচার করার সুযোগ জনগণকে অবশ্যই দিতে হবে। বইটি জনগণ পড়তে চান এবং অবিলম্বে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সেটিকে বাজারে আসতে দেয়ার দাবি [illegible] অবশ্যই [illegible] হবে।

এখানে বলা দরকার, বইটি নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদ করেননি সরকার সমর্থক কোনো বুদ্ধিজীবী বা কলামিস্ট। সরকার বিরোধীরাও জোর প্রতিবাদ জানাননি। একাই সেখানে বদরুদ্দীন উমরই সরব হলেন। — কাজী জাফির-উজ-জামান

১৫ আগস্ট ২০০০

যায়যায়দিন

শেখ হাসিনা দেশ নিয়ে রাজনীতি করতে আগ্রহী এমন কথা অতীতে বহু পর্যবেক্ষক বলেছেন। সম্প্রতি বিচক্ষণ আর পরিশ্রমের সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন মতিয়ুর রহমান রেন্টু তার বই-এ। রেন্টু শেখ হাসিনার সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। তিনি এবং তার স্ত্রী প্রায় ১৭ বছর পরিবারের সদস্যের মতোই শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি লিখেছেন, শেখ হাসিনা বহু দফায় তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপির লাশ উপস্থিত করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি অন্তত একটি ক্ষেত্রে লাশ পাওয়ার জন্যে জনৈক পুলিশ কর্মকর্তার সাহায্যও তিনি কামনা করেছিলেন। মতিয়ুর রহমান রেন্টু এ স্বীকারোক্তিও করেছেন, তিনি (মোটরসাইকেল আরোহী) এতদসংক্রান্ত শেখ হাসিনার গোপন নির্দেশের বাহক ছিলেন। বইটিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠেছে যে শেখ হাসিনা রুগ্ন ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতায় ভুগছেন। বস্তুত রেন্টুর বইটি পড়লে এ মূল্যায়নই প্রধান হয়ে ওঠে। মতিয়ুর রহমান রেন্টু শতাধিক আলোকচিত্র এবং অন্যান্য দলিলের সাহায্যে তার বক্তব্য এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে সেসব বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা কঠিন। সবচেয়ে বড় কথা, শেখ হাসিনার সরকার বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো সাত তাড়াতাড়ি বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং চট্টগ্রামে শেখ হাসিনা একটির বদলে দশটি লাশ ফেলার হুমকি দিয়ে মতিয়ুর রহমান রেন্টুর বক্তব্য এবং মূল্যায়নের নির্ভুলতাই প্রমাণ করলেন।

৮ আগস্ট ২০০০

যায়যায়দিন

মতিয়ুর রহমান রেন্টু
নৌকার সাহসী নাবিক
বঙ্গবন্ধু কাদের বন্ধু
টিল মারলে পাটকেলটি খেতে হয়
হাটে হাড়ি ভেঙেছি

চাইলাম ফাঁসি, পেলাম গুলি
এ দেশে কেমনে সত্য কথা বলি!

৫ ডিসেম্বর ২০০০

যায়যায়দিন

এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে ফটোস্ট্যাট দোকানিদের প্রচুর ব্যবসা হয়েছিল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু লিখিত আমার ফাঁসি চাই বইটির ফটোকপি করে। এখন তাদের ভালো ব্যবসা হচ্ছে [illegible]

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর ২০০০

যায়যায়দিন

বেরিয়েছে। বেরিয়েছে।। বেরিয়েছে।।।
নিষিদ্ধ হয়ে যাবার আগেই কিনুন

তোমার ফাঁসি চাই

রহস্য। রোমাঞ্চ।। উত্তেজনা।।।
প্রতিটি লাইনে। প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

রাজকন্যা কেন প্রজার ফাঁসি চান? সে কি মতিউর রহমান? মতিউর চৌধুরী? নাকি মতিউর রেন্টু? কে এই মতিউর? কোথায় এই মতিউর?
সব উত্তরই পাবেন। পড়ুন সরকারি ঘোষণাতে নিষিদ্ধ হয়ে যাবার আগেই

তোমার ফাঁসি চাই

৩০ দিনে ৩৩ বার মুদ্রণ।
প্রতিটি মুদ্রণ সংখ্যাই
২০০০০১ ছাড়িয়ে গিয়েছে
এবং এই বইকে দেশের সর্বাধিক
প্রচারিত দৈনিকে পরিণত করেছে

দৈনযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টু-র

তোমার ফাঁসি চাই

বাংলাদেশের সবকালের
সর্বাধিক প্রকাশিত বই

রাজকন্যা কেন একটির বদলে দশটা খাসি চান? কেন খাসি পছন্দ তিনি বেশি খেতে চান? কেন তিনি টিপি গুলি ৫ ভিভিআইপি-তে [illegible]
[illegible]
তিন 'ন' (N) বাদের, বাবাস ও নবীর রাজকন্যাকে তাদের ভূমিকায় কত কেনেছে? কিভাবে রাজকন্যা ক্রমশ নারীতে কেটি যোকা ঢুকিয়ে তার একবার প্রতিমূর্তিতে বদলে তাকে বেধেছিলেন?

ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার রাজনীতির এক অসাধারণ উপন্যাস। রকমারি লেখকের হাতে ২৭০ পৃষ্ঠার এই বইতে আছে রাজকন্যা ও তার পরিবারের অসংখ্য রঙিন ছবি। প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, হিংসা ও রহস্য রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সরকারের ভেতর এখনও এটিকে থামাতে পারেনি
সরকারি ঘোষণাতে পড়ার আগেই কিনুন

তোমার ফাঁসি চাই

শীতের ঘরে গরম থাকার সহজ উপায়
শোভন সংস্করণ ১২৫ টাকা মাত্র
চয়ন পাবলিশার্স, বনি রোড, ঢাকা

২৫ ডিসেম্বর ২০০০

যায়যায়দিন

মতিউর রহমান রেন্টু

মে মাসের শেষ দিকে *আমার ফাঁসি চাই* বইটি প্রকাশিত হবার কয়দিন পরেই লেখক মতিউর রহমান রেন্টু তিনজন অজ্ঞাত আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত ও গুলিবিদ্ধ হলেও প্রাণে বেঁচে যান। তিনি আত্মগোপন করেন। সরকারি ঘোষণায় তার বইটি নিষিদ্ধ হয়। এসব ঘটনার পর পরই দেশে ও বিদেশে মতিউর রহমান রেন্টু হন বহুল আলোচিত ব্যক্তি এবং *আমার ফাঁসি চাই* বইটি হয় বহুল পঠিত বই।

নিষিদ্ধ হলেও ১২৫ টাকা দামের বইটির ফটোকপি সর্বত্র চড়া দামে বিক্রি হয়। লন্ডনে বইটির ফটোকপি বিক্রি হয় ৩০ পাউন্ডে (২৪০০ টাকা)। নিউ ইয়র্কে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বইটির সম্পাদিত কিছু নিরাপদ অংশ প্রকাশ করে। ঢাকায় দৈনিক দিনকাল বইটির নিরাপদ প্রথমাংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু লন্ডন, নিউ ইয়র্ক অথবা ঢাকায় কোথাও কেউ বইটি পূর্ণভাবে প্রকাশ করার সাহস পাননি।

কারণ এই বইটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবার সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য ফাস করা হয়েছে যা তার ও তার সরকারের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। লেখক মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ১৯৮১-তে শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত তার খুব কাছের লোক ছিলেন। লেখকের স্ত্রী ময়না ছিলেন শেখ হাসিনার অবৈতনিক হাউস সেক্রেটারি। এরপর গভীর মতবিরোধের কারণে একটি সরকারি আদেশে রেন্টু ও ময়নাকে নিষিদ্ধ ব্যক্তিরূপে ঘোষণা করা হয়। রেন্টু এই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং আরো প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে লেখেন *আমার ফাঁসি চাই* বইটি।

ময়না এখন তার দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে পুলিশ ও আততায়ীদের ভয়ে বাড়িতে সার্বক্ষণিক থাকছেন। রেন্টু এখন ফেরারি। কিন্তু যতোক্ষণ তার লেখা বইটি নিষিদ্ধ থাকছে ততোক্ষণ তিনি আলোচিত হতে থাকবেন।

২৬ ডিসেম্বর ২০০০

যায়যায়দিন

জন্য কারুক—রশীদের মতো একজন কিলার বিরোধী নেত্রীর দরকার। বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া এর প্রতিবাদ করেন। বিবিসি-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে খালেদা জিয়া প্রকাশিত এক বইয়ের সূত্র ধরে বলেন, তাকে হত্যার জন্য শেখ হাসিনা পুরস্কারের ঘোষণা দেন।

আমার ফাঁসি চাই নামের বই লিখে আলোচনায় আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টু। তার বইয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য থাকার কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং মতিউর রহমান রেন্টু আততায়ীর গুলিতে আহত হন। রেন্টুকে বইটি লেখার অনেক আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।

ঢাকার আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর অভিযোগে রেন্টুর সঙ্গে অবাঞ্ছিত ঘোষিত বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা আওরঙ্গ, লিয়াকত ও হান্নানকে

www.pathagar.com

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রেন্টু সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিযুক্ত করে বিবৃতি দেয়। সরকার প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা এই অভিযোগের কোন তদন্ত না করায় অভিযোগের সততা প্রমাণিত হয়।

এবং এই অভিযোগের কোন প্রতিবাদ না করে মৌনতা প্রদর্শন করাই প্রমাণ করে শেখ হাসিনা অভিযুক্ত এবং তিনি অভিযোগ স্বীকার করেছেন বা মেনে নিয়েছেন।

গণভবনের ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, হত্যা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে যে নীলনক্সা প্রণীত হয়েছিল, সেই নীলনক্সা বাস্তবায়িত করার জন্য, আসামীগণ তাদের সঙ্গীয় বেআইনি, অবৈধ সশস্ত্র সাথীদের নিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে গুলি করে আহত করে।

রেন্টুর লাশ নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে অবৈধ অস্ত্রধারী আসামীগণ মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী, নাবালিকা কন্যাদের অপহরণ করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু অপহরণ করতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর তাহারা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী, কন্যা, পরিবারকে ২০০০ সালের ২০ শে জুন থেকে ২০০১ সালের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত জিম্মি/আটক করে রাখে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধী নাটের গুরুদের যখন বিচার হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তিছিল যে, তারা চান, না চান প্রাণ দিতে হয়েছিল সাধারণ নিরপরাধীকে। তাই তারাও প্রত্যক্ষ হত্যাকারীর চাইতে কোন অংশেই কম অপরাধী নন।

হত্যার হুকুম দেয়ার জন্যই শুধু শেখ হাসিনার বিচার হবে না। তার বিচার হবে একাধারে (১) হত্যার হুকুম দেয়া (২) হত্যার চেষ্টা করা (৩) প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাগরিক হত্যার চেষ্টা করা (৪) শপথ ভঙ্গ করে হত্যার চেষ্টা করা। এই সকল অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার হতে হবে।

গুলিতে আহত অবস্থায় রেন্টুর সাংবাদিকদের কাছে দেয়া বয়ানের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন আপত্তি করেননি, কোন প্রতিবাদ করেননি, বিবৃতি দেননি। সরকার প্রধান হিসেবে তিনি (শেখ হাসিনা) রেন্টুর দেয়া অভিযোগ এবং গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার কোন পুলিশী তদন্ত করাননি। একারণেই ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি রেন্টুর দেয়া অভিযোগ মেনে নিয়েছেন।

"আমার ফাঁসি চাই" বইটি লেখার কারণে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করার সাথে সরকারের সম্পর্ক রয়েছে" বলে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে বিভিন্ন সাংবাদিক কলামিস্ট এবং লেখক অভিমত ব্যক্ত করার পরও, সরকার

www.pathagar.com

প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিশ্চুপ থাকায় এবং কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রমাণ হয়েছে, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত।

মানুষ মিথ্যা বললেও ঘটনাপ্রবাহ মিথ্যা বলতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেন্টুকে হত্যার চেষ্টা করলেনএবং হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে রেন্টুর স্ত্রী কন্যাদের জিম্মি করলেন। রেন্টু পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকারকেই এজাহার হিসেবে গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামীকরে মামলা নেয়ার আবেদন করে এবং জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পত্রিকার মাধ্যমে আবেদন করে। রেন্টুর বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে পরিবারের লোকদের পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়ে দিনকালে "আমার ফাঁসী চাই" বইয়ের প্রকাশনা বন্ধ করা এবং বই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা। শেখ হাসিনা রেন্টুকে না চেনার ভান এবং আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সংসদের উপনেতা শেখ হাসিনা সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমানকে দিয়ে তিনি (শেখ হাসিনা) রেন্টুকে চেনেন না মর্মে বিবৃতি দেওয়ানো। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে "এটা ফরমায়েসি বই এই বই লিখাতে কত টাকা দিয়েছেন এবং কত কপি কিনে বিতরণ করা হচ্ছে তা আমাদের জানা আছে।"

অবশেষে তিনি আবারো তিনি "এটা বানোয়াট বই তা নিয়ে এতো হই চই। তারপর বললেন রেন্টু একটা দলের এজেন্ট হয়ে কাজ করছিল। এজন্য তাকে বের করে দেয়া হয়েছে। আমাদের স্বভাব চরিত্র কি তা দেশের মানুষ জানে।"

মাননীয় আদালত এবং জুরী (Jury) মন্ডলী

উল্লিখিত সকল ঘটনা একই সূত্রে গাথা এবং একই ধারাবাহিকতায় সংগঠিত এবং একই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বারা সংগঠিত।

অতএব, এই অপরাধীদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত, যাতে করে অপরাধের শিকার বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের মনে ন্যায় বিচারের প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসে, এবং আগামী সম্ভাব্য অপরাধী প্রধানমন্ত্রীও যেন মনে করতে না পারে যে, অপরাধ করে শাস্তি এড়ানো সম্ভব।

www.pathagar.com

শ্রদ্ধেয় সিরাজুর রহমান

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জনাব সিরাজুর রহমান বিবিসির বাংলা বিভাগের সাংবাদিক ছিলেন। সত্যি বলতে কি সিরাজুর রহমানের কারণেই বিবিসি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলো।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সাহায্য আদায় করার যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন সিরাজুর রহমান।

তিনি তাঁর প্রচুর পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা সংবাদ মাধ্যম ও রাজনৈতিক এবং শিক্ষাব্রতী মহলে প্রচারের জন্য দেড় শতাধিক ফ্যাকটশীট লিখে ছিলেন। এই ফ্যাকটশীটের হাজার হাজার কপি ইউরোপ, আমেরিকায় বিলি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এ এক ইতিহাস হয়ে আছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিবিসির যে সংবাদ বিশ্লেষণ হতো, এগুলো লিখতেন প্রধানত এভান চার্লটন, মার্কটালি, উইলিয়াম ক্রলি এবং সিরাজুর রহমান।

লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সিরাজুর রহমান, 'যায়যায়দিন' পত্রিকার সম্পাদক শফিক রেহমান এবং মরহুম আবিদ হুসেইনদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মনোবল, বুদ্ধিমত্তা সর্বোপরি দেশপ্রেম-এর ফলে ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন আশাতীত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনপন লড়াই এবং অন্যদিকে এই ব্যক্তিবর্গের বিদেশে কুটনৈতিক সাফল্য আমাদের স্বাধীনতার সময়সূচীকে খুবই তরান্বিত করেছিল।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, সিরাজুর রহমান, শফিক রেহমান, মরহুম আবিদ হুসাইনদের ভূমিকা কোন মতেই কলিকাতার অস্থায়ী সরকারের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না।

সিরাজুর রহমানের সৌভাগ্য হয়েছিল একটি ইতিহাস সৃষ্টির। সেই ইতিহাসটি হলো, ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ গ্রীনিচমান সময় সকাল দশটা এবং ঢাকার সময় বিকেল চারটায় বিবিসির একটি বিশেষ বাংলা সংবাদ বুলেটিনে **সিরাজুর রহমানই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন মাতৃভূমির জন্মের সুখবরটি শোনান।**

শ্রদ্ধাভাজন এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিটি আমার ও আমার পরিবারের জীবন বাঁচানোর জন্য সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, দৈনিক ইনকিলাব সহ বিভিন্নপত্র পত্রিকায় বহু লেখালেখি করেন।

এই মহান ব্যক্তির "ঋণ" শোধ করার সামর্থ্য যে আমার কোন দিন হবে না,

www.pathagar.com

তা বলা বাহুল্য।

ডায়েরী

৯০-এর স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী ছাত্রগণ আন্দোলনের রূপকার এবং মূল নেতৃত্ব দানকারী দৃঢ়ব্যাক্তিত্ব আপোষহীন সংগ্রামী নেতা আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, এতো মহৎ ব্যক্তি তা আমি জানতাম না। সেই ভয়াল কঠিন দুঃসময়ে আমার মোবাইল ফোন দরকার, শোনা মাত্রই তিনি তাঁর নিজের ০১৭৮১৬৮০৫ এবং ০১৭১৩৩৭৪৭৩ মোবাইল দুইটি আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। তার একটি আজও ফেরত নেননি। এতো বড় উপকার কোনদিন ভুলবার নয়। এই 'ঋণ' শোধ হবার নয়।

শ্রদ্ধেয় শফিক রেহমান

দুঃসময়ের আপনজন বিপদের বন্ধু, সাহসী বরেন পুরুষ, শ্রদ্ধাভাজন শফিক রেহমান তার বিখ্যাত কলাম, 'দিনের পর দিন'-এ "আমার ফাঁসি চাই" বই নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়, আমার পরিবারের নিরাপত্তার বিষয় এবং আমার জীবন রক্ষার বিষয় নিয়ে লেখেন।

আমার এই চরম দুঃসময়ে, বিপদের দিনে, বাংলাদেশের কেউ-ই যখন আমার ৭০/৭৫ বছর বয়স্ক, পরম স্নেহময়ী 'মাকে', (বর্তমানে পরলোক বাসি ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে রাত ৯টায় আমাদের সকলকে ছেড়ে এ জগৎ ত্যাগ করে পরলোগ গমন করেছেন।) আমার স্ত্রী কন্যাদেরকে এতোটুকু সহানুভূতি, এতোটুকু সান্ত্বনা দিতে সাহস করলনা। এমনকি মোবাইল ফোনের নিরাপদ যোগাযোগ রাখতে পর্যন্ত কেউ কেউ সাহস করলনা।

তখন বিরল এক নির্লোভ, সৎ, আপোষহীন, সাহসী পুরুষ বর্তমানের হলুদ সাংবাদিকতার মাঝে সবুজ পতাকা উড়িয়ে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সিংহ ব্যক্তিত্ব আমার সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমার সাথে সাক্ষাত করা তাঁর জন্য ভয়ানক বিপদজনক জেনেও তিনি স্নেহভরে আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে রাজি হলাম এবং যারপর নাই আনন্দিত হলাম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতকেরা আমাকে হত্যার জন্য গুলি করেছে, এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন করে আমার স্ত্রী ময়নাকে যিনি বলেছিলেন "এর পর আমি আর ফোন করে আমার নাম বলবোনা। আমি বলবো বন্ধু। বন্ধু বললেই তুমি বুঝবে আমি ফোন করেছি। আর তুমিও ফোন করলে

www.pathagar.com

কখনও তোমার নাম বলবেনা। শুধু বলবে বন্ধু, তাতেই আমি বুঝবো তুমি।"

আমাদের সেই অতি আপনজন, বিপদের বন্ধুর সাথে আমার দেখা হবে।

নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে আমি উত্তরা রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্সের সামনে এসে, কাছাকাছি মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ে, বন্ধুর অপেক্ষায় রইলাম। বন্ধু এলেন। তার রকি জীপে করে পশ্চিম দিকের গলির রাস্তায় কিছু দূর নিয়ে গেলেন। সেখানে জীপের ভিতরে বসেই বন্ধুর সাথে কথা হলো। বন্ধু তার গাড়ী করে আমাকে ক্যান্টনমেন্ট স্টাফ রোড-এ নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

অন্য একদিন। আমাদের দুঃসময়ের সবচাইতে আপনজন। মহা বিপদের মহান বন্ধু, শুভাকাঙ্খি। আমি ও আমার স্ত্রী কন্যাদের জীবন রক্ষার্থে যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে যারপর নাই চেষ্টা করেছেন। কাউকে বিশ্বাস না করলেও যাকে বিশ্বাস করতেই হবে, সেই শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার গোপন কর্মসূচী ছিল।

উত্তরা রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্স-এর উত্তরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার খানিকটা দূরে থাকতেই হালকা আলো, আবছা অন্ধকারে দেখলাম শ্রদ্ধেয় বন্ধু তার গাড়ি নিয়ে আমার অপেক্ষায় আছেন। এই স্থানে আমি ও বন্ধু আগেও মিলিত হয়েছি। তখন গাড়ি চালক ছাড়া তিনি একাই ছিলেন। কিন্তু আজকে শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পাশে অন্য এক ভদ্রলোক বসে আছেন। অথচ অন্যকারো থাকার কথা নয়। মনটা ভারী হয়ে গেল। মাথা আর চোখ চঞ্চল হলো। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সজাগ, সজাগ ধ্বনি তুললো। স্নায়ুর উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি পেলো। মন বলে উঠলো, তাহলে কি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতকেরা ফাঁদে (ট্রাপ) ফেলেছে? তবুও আমি গাড়ির কাছে এগিয়ে যাচ্ছি। এই সময়ে আমার কাউকে বিশ্বাস করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণই শুধু নয়, আত্মহত্যারও সামিল। পলাতক জীবন বিধির পরিপন্থী। নীতিমালার পরিপন্থী। পলাতক জীবন প্রণালীর সূত্র বলে 'কাউকেই বিশ্বাস না করা।' তারপরও কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হবে।

এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে যদি বিশ্বাস না করি তাহলে অবিশ্বাসী হয়েই আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

গাড়ির কাছে গিয়ে আস্তে করে সালাম দিতেই, তিনি ইশারায় গাড়িতে উঠতে বললেন। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। চালক উঠে গাড়ি স্টার্ট দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করলো।

www.pathagar.com

অন্যান্য দিন সামান্য দূরে যেয়েই চালককে ছেড়ে দিয়ে, আমি আর বন্ধু প্রয়োজনীয় কথা এবং কাজ সেরে নেই। কিন্তু আজ গাড়িটা বেশ কিছুক্ষণ চলছে। সবাই চুপ করে বসে আছি। কেউ কারো সাথে কথা বলছি না। শুধু অনাকাঙ্খিত ভদ্রলোক চালককে ডানে যান, বায়ে যান, সোজা যান বলে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন।

সুঠাম দেহের লম্বা চড়া এই ব্যক্তির নির্দেশেই নিঃশব্দে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। কারো মুখেই কোন শব্দ নেই। এই মুহূর্তে এই অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব যে চলছে, তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

সামনের সিটে চালকের পাশে আমি। পিছনের সিটে বন্ধু এবং এই মুহূর্তে যার কব্জায় আমরা, সেই অনাকাঙ্খীত অপ্রত্যাশিত ব্যক্তি।

তবে কি বন্ধু ফাঁদে পড়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন! বৈশাখের কাল বৈশাখী ঝড়ের মতো মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দর একটা বাড়িতে গাড়িসহ প্রবেশ করলাম। সম্পূর্ণ লাল সিরামিকের ইট দিয়ে তৈরি করা। বাড়ির ভিতরে ফ্লোর, সিড়ি সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে করা। আমরা তিনজন মার্বেল পাথরের সিড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। প্রথমে যে রুমে ঢুকলাম, সাদা ফ্রেঞ্চ কার্ট দাড়ি ওয়ালা এক ভদ্রলোক এবং কমপিউটার আছে এই রুমে। পরে তিন দিক খোলা বারান্দায় এসে আমরা বসলাম। এই ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

আগামী ১লা অক্টোবর বিএনপির নির্বাচনী কৌশল কি হবে তা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করলাম।

আল্লাহ পাক ঘাতকের হাত থেকে কীভাবে আমাকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ পাক যদি বাঁচান, তাহলে কেউ-ই হত্যা করতে পারবে না। আল্লাহ পাক যাকে বাঁচান তাকে আমার মতোই বাঁচান।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাস্তবাদি হয়েও আল্লাহ পাক কিভাবে আমাকে বাঁচালেন, তা চুপ করে ধ্যান দিয়ে শুনলেন। কোন কথা বললেন না। আমাদের বন্ধু খুব সম্ভবত জীবনে এই প্রথম আল্লাহ পাকের রহমত, বরকত ও কুদরতের কথা শুনলেন এবং নীরব থেকে মানলেন, গ্রহণ করলেন।

আমাদের দুঃসময়ের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুটি হলেন *সপ্তাহিক যায়যায় দিন-এর সম্পাদক, সময়ের বরেণ্য পুরুষ, নির্ভীক ও বলিষ্ঠ আপোষহীন ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধাভাজন শফিক রেহমান*।

আর ভদ্রলোক ব্যক্তি হলেন যায়যায় দিনে বিভিন্ন ছদ্মনামে কলাম লেখক **নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া ছোটন**।

মানুষ মানুষের জন্য। একথা তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ভাড়াটিয়া খুনিরা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে আমাদের বাড়ি ঘিরে রাখে। বাড়ির কেউ বাইরে এলে, অথবা বাড়ির ভিতরে ঢুকে খুনির দল, যে কোন সময়ে আমার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করবে। ভয়ে এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমার বাড়ির লোকেরা কেউ-ই বাড়ির বাইরে তো আসতোই না। বরং বাড়ির মেইন গেইট, কেচি গেইট, গ্রীল গেইট এবং দরজা জানালা সব সময় বন্ধ করে রাখতো।

এমনি সময়ে ২৩জুন, ২০০০ থেকে ''দৈনিক দিনকাল'' ধারাবাহিক ভাবে "আমার ফাঁসি চাই" বইটি ছাপতে শুরু করলে, অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা দিনকাল পত্রিকায় "আমার ফাঁসি চাই" মুদ্রণ বন্ধ না করলে, আমাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ও পরিবারের সদস্যদের পুড়িয়ে হত্যা করার হুমকি দেয়।

আমার মাতা এবং আমার স্ত্রী এই পরিস্থিতিতে টেলিফোনে ''দৈনিক দিনকাল''কে "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি আর মুদ্রণ না করার সবিশেষ অনুরোধ করে।

''দৈনিক দিনকাল'' অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, বাস্তবতার আলোকে, সুবিবেচনা করে গ্রন্থটির প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত করে।

ফলে আমার পরিবারের লোকদের নিশ্চিত মৃত্যু, সাময়িকভাবে স্থগিত হয়।

"আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি দিনকালে ছাপানো স্থগিত হলে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষকসহ হাজার হাজার পাঠক গ্রন্থটির অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করার জন্য দৈনিক দিনকালকে অনুরোধ করতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার "আমার ফাঁসি চাই" বইটি নিষিদ্ধ করবে, না, ''দৈনিক দিনকাল'' নিষিদ্ধ করবে, এ নিয়ে বিপাকে পড়ে যায়।

অবশেষে ৩০ জুন, ২০০০ শুক্রবার শেখ হাসিনা সরকার "আমার ফাঁসি চাই" বইটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করে।

আমার মাতা ও স্ত্রীর অনুরোধ বিবেচনায় নিয়ে। ''আমার ফাঁসি চাই'' চাই গ্রন্থটি ছাপানো স্থগিত করে আমার পরিবারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করার জন্য ''দিনকাল'' পত্রিকার সম্পাদক কাজী সিরাজকে কৃতজ্ঞতার সাথে অভিনন্দন।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত রাজনৈতিক ও প্রাবন্ধিক বদরুদ্দীন ওমর লিখেন "আমার ফাঁসি চাই" বইটি জনগণ পড়তে চান এবং ***বইটির লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে হত্যার জন্য গুলিবিদ্ধ করা ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বইটি বাজেয়াপ্ত করার সাথে ঐ খুনিদের সম্পর্ক আছে।*** শ্রদ্ধেয় বদরুদ্দীন ওমরই আমার হত্যা প্রচেষ্টা এবং "আমার ফাঁসি চাই" বই বাজেয়াপ্ত ঘটনার সাথে সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জড়িত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

সাহস করে সত্যি কথা লেখার জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধেয় বদরুদ্দীন ওমরকে হাজারো সালাম, উষ্ণ অভিনন্দন, রক্তিম শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৫ই আগষ্ট, ২০০০ সংখ্যা ৪৪-এ যায়যায় দিন-এর ৯নং পাতায় প্রাবন্ধিক সিরাজুর রহমান লিখেছেন, "আমার ফাঁসি চাই" বইয়ের লেখক মতিয়ুর রহমান রেন্টু শতাধিক আলোকচিত্র এবং অন্যান্য দলিলের সাহায্যে তার বক্তব্য এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সেসব বক্তব্যের সত্যতার সম্বন্ধে সন্দেহ করা কঠিন।

সবচেয়ে বড় কথা শেখ হাসিনা সরকার বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো সাত তাড়াতাড়ি বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটির বদলে দশটি লাশ ফেলার হুমকি দিয়ে মতিয়ুর রহমান রেন্টুর বক্তব্য এবং মূল্যায়নের নির্ভুলতাই প্রমাণ করলেন।

আমেরিকাতে "সাপ্তাহিক বাংলাদেশ" নামক একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা "আমার ফাঁসি চাই" বইটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ শুরু করলে, পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা (সার্কুলেশন) বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এই অপ্রত্যাশিত চাহিদার কারণে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠকের চাহিদা পূরণে হিমশিম খেয়ে যায়। ফলে পাঠকগণ উচ্চ মূল্যে পত্রিকাটি ক্রয় করে ফটো কপি করে নিতে থাকে।

www.pathagar.com

২০ সেপ্টেম্বর, ২০০০ নিউইয়র্ক থেকে প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক হাসান ফেরদৌস 'আমার ফাঁসি চাই' বইয়ের বিষয়ে লেখেন। যা দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার উপসম্পাদকীয় পাতায় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ শুক্রবার "সামইজদাত" শিরোনামে ছাপা হয়।

প্রবাসী হাসান তার সামইজদাত শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন, "সামইজদাত" শব্দটি রুশ। ইংরেজি অর্থ দাড়ায় সেলফ পাবলিশিং।

অনেক কথার মাঝে তিনি যা লিখেছেন তার কিছু অংশ হলো, বই কোনো বোমা বা বন্দুক নয়। কিন্তু বইতে যে ভাবনা, বিশ্বাস বা তথ্যের আভাস থাকে তা কখনো কখনো বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ঢাকা থেকে সম্প্রতি আমি একটি 'সামইজদাত' বই পেয়েছি। নিউইর্য়কে আসা কোন ব্যক্তি ঢাকা থেকে বইটি হাতে করে নিয়ে এসেছিল। আরো পাঁচ হাত ঘুরে বইটি আমার হাতে এসেছে। বইটির নাম 'আমার ফাঁসি চাই'। লিখেছেন মতিয়ুর রহমান রেন্টু। আমার হাতে এসেছে মুদ্রিত বইটি নয়, তার একটি ফটো কপি। লিগাল সাইজ কাগজে বহু যত্ন করে ২৭০ পাতার বইটি কপি করা হয়েছে। তারপর একরঙ্গা কাগজে অত্যন্ত পেশাদারিভাবে বাধাই করা হয়েছে। বইটি সরকারী ভাবে নিষিদ্ধ বলে শুনেছি। না, নিষিদ্ধ বই নিয়ে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া আলোচনার মতো তেমন কোন বইও নয় এটি। অশুদ্ধ ও দুর্বল বাংলায় একজন নবিস লেখক বাংলাদেশের রাজনীতির অজ্ঞাত সব কাহিনী লিখেছেন। নিষিদ্ধতার বার্তাবরন থাকায় সামইজদাতের মিথিক্যাল মর্যাদা সে ইতিমধ্যে অর্জন করে নিয়েছে।

কোন বইকেই কখনো নিষিদ্ধ করা উচিত নয়, সরকারী বা বেসরকারী যেভাবেই হোক না কেন, কোন বইয়ের ভালমন্দ সরকারী আমলারা বিচার না করে যদি পাঠককূলের হাতে সেভার দেওয়া হয়, তাহলে সবার জন্যই মঙ্গল। ঢাকনা ফেলে কোনো কিছু ঢেকে রাখা এখন আর সম্ভব নয়। আর তেমন কোন চেষ্টার অর্থ দাড়ায় ঢাকনার ভিতরে লুকানো যা কিছু, তার প্রতি আগ্রহ চাঙ্গা করা। তার চেয়ে বড় কথা যা ঢাকা হলো তা যে 'ক্রেডিবল' সে কথা প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া। রাজনীতি যারা করেন, এই সহজ রাজনৈতিক সত্যটি তাদের বোঝা উচিত।

হাসান ফেরদৌস তার প্রবন্ধের ৩য় অধ্যায়ে লিখেছেন "প্রথমেই বলেছি বইটি নিয়ে আলোচনা করবো না। কিন্তু তাতে অন্তর্ভুক্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না"।

এই কথা বলে হাসান ফেরদৌস "আমার ফাঁসি চাই" বইয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করে লিখলেন।

www.pathagar.com

কি জানি কেন এই ঘটনাটি পড়ে আমার ইরিনা রাতুশিন স্কয়ার একটি কবিতার কথা মনে পড়ল। ইরিনা নামজাদা রুশ ভিন্নমতাবলম্বী। তার সামইজদাত বই এক সময় হাতে হাতে ঘুরেছে।'নো আই অ্যাম নট অ্যাফ্রেইড' এই নামে তার একটি কবিতা গ্রন্থে রয়েছে। এই গ্রন্থের একটি কবিতার নাম 'মাই হেইট ফুল কান্ট্রি'। সে কবিতার প্রথম কটি লাইন :

How good you were at spawning loyal subjects.
How zealously you destroyed.
All those who could not be bought or sold.
But who were condemned to love you.

কি জানি এই লাইন কটি কেন মনে পড়ল।

হাসান ফেরদৌসকে ধন্যবাদ। গ্রন্থটি নিয়ে কোন আলোচনা করবেন না বলেও তিনি গ্রন্থটির অন্তত একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ জন্য ধন্যবাদ।

আমার বিশ্বাস কোন লেখকের একটি কাহিনী, একটি ঘটনা, কিম্বা একটি পংতি মালাও যদি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে, কোন কবির কবিতার একটি শব্দও যদি পাঠক শ্রোতার মনে স্থান পায়।

তাহলে কুহু কুহু ডাকে মানুষকে আনমনা করে তোলা বসন্তের কোকিলের ন্যায় সেই লেখক, সেই কবি ধন্য হয়ে যায়, সার্থক হয়ে যায়।

ধন্য আমি ! ধন্য "আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থ।

হাসান ফেরদৌস বইটি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ বলে শুনেছেন। কিন্তু তিনি কি শোনেননি "আমার ফাঁসি চাই" বইটি লেখার দায়ে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে হত্যা করার জন্য ভাড়াটিয়া খুনিদের দিয়ে গুলি করিয়েছেন?

ঘাতকের চারটি বুলেট আমার দেহে বিদ্ধ হলেও পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অশেষ দয়ায় আমি আহত অবস্থায় প্রাণনিয়ে পালিয়ে যেয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিযুক্ত করেছি।

না শোনার কোন বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহনযোগ্য কারণ থাকার কথা নয়।

বই নিষিদ্ধ করলে বইয়ের "ক্রেডিবল" প্রকাশ পায়। আর বইয়ের লেখককে হত্যা করলে বা হত্যার চেষ্টা করলে বইয়ের সততা প্রকাশ পায় তা জেনে, শুনে, বুঝেই কি হাসান ফেরদৌস তার লেখায় হত্যা চেষ্টার বিষয়ে টু শব্দটি করেননি?

জয় হোক, সত্যের জয় হোক।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ!

দেশের মাহামান্য রাষ্ট্রপতি। তিনিও আজ আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। মিথ্যা মরীচিকা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

গত ২২শে জুন ২০০০, দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় টেলিফোন সাক্ষাৎকারের

www.pathagar.com

এবং ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে *মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ এর কাছে আমার ও আমার পরিবারের জীবনের নিরাপত্তার আবেদন করি*।

জীবন বিপন্ন অবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিক রাষ্ট্রের প্রধান, মহামান্য, রাষ্ট্রপতির কাছে জীবনের নিরাপত্তা চাইবে। নিরাপত্তার আবেদন করবে। এটা কি অন্যায় অযৌক্তিক?

গত ২২ শে জুন ২০০০, রাষ্ট্রপতির বরাবরে এক চিঠিতে আমি লিখি ঃ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতির সাহাবুদ্দিন আহমদ। আজ আমার ও আমার পরিবারের জীবন বিপন্ন।

আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য আপনার কাছে বিনীত আবেদন করছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনি যদি আমাদের আবেদন সাড়া না দেন, তাহলে এই দুনিয়াতে আর কার কাছে আমাদের জীবন রক্ষার আবেদন করবো?

শুধু একটি বই লেখার কারণে যে দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী আমাদের হত্যা করছে, একজন বিচারপতি সেই দেশেরই রাষ্ট্রপতি! এটা সংগতিপূর্ণ নয়।

আপনার কাছে আকুল মিনতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে দয়া করে আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য একটু সক্রিয় হোন, আপনি যদি দয়া করে আমাদের জীবন রক্ষার জন্য সক্রিয় না হন, তাহলে আমাদেরকে নিমিষে হত্যা করা হবে এবং রোজ কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমি আপনার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আদালতের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত, মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীও আপনার কাছে দণ্ড মওফুক চাইতে পারে, প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারে এবং আপনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে অপরাধীর সকল শাস্তি ক্ষমা করতে পারেন।

আর আমাকে আমার পরিবারকে বিনা বিচারে হত্যা করা হবে, এটা আপনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং একজন বিচারপতি হিসাবে চোখ বন্ধ করে, মুখ বুজে মেনে নেবেন, এটা কিছুতেই হতে পারেনা।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ এর কাছে ২২জুন ২০০০ ''দৈনিক দিনকাল'' পত্রিকার মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে আমাদের জীবন রক্ষার যে আবেদন করেছিলাম, তাতে তিনি কোন সাড়া দেননি।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ আমাদের প্রান বাঁচানোর চেষ্টা করার নৈতিক আদর্শ দেখাননি। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ আমাদের প্রাণ রক্ষার আবেদন বিবেচনায় নেননি।

তিনি আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য একটুখানি মুখ খুললে অথবা সামান্য নড়েচড়ে বসলেই, আমাদের প্রতিনিয়ত মৃত্যুর বিভীষিকাময় গৃহবন্দি ও পলাতক জীবন অতিবাহিত করতে হয়তো হতো না।

www.pathagar.com

সাবেক প্রধান বিচারপতি এমন একব্যক্তি "রাষ্ট্রপতির" কি আমাদের জন্য এতোটুকু মায়া হলো না? এতোটুকু দয়া হলো না? আমাদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদলো না?

বই লেখা কারো কাছে হয়তো অপরাধ মনে হতে পারে। আর সেই অপরাধে আইনানুযায়ী বিচার না করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাড়াটিয়া খুনিদের দিয়ে লেখককে, তার পরিবারকে বেআইনিভাবে হত্যা করাবেন। এটা নীরবে নিঃশব্দে অম্লান বদনে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মেনে নেবেন এটা প্রকৃত ন্যায় ও যুক্তিসংগত নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কেন নীরব থাকলেন? কেন নাগরিকের জীবন বাঁচাতে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিলেন না?

তিনি যদি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি হন, আমি কি বাংলাদেশের নাগরিক নই?

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, আমি মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু সেই বাংলাদেশের নির্মাতা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে, জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে আমরা এই বাংলাদেশ নির্মাণ করেছি। প্রতিষ্ঠা করেছি। আমার জীবন বাজি রেখে স্বাধীন করা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ আমার জীবন রক্ষার আবেদনে সাড়া দিলেন না! কিন্তু কেন দিলেন না?

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন কি ভীতির মুখে পড়েছিলেন? ভয় পেয়েছিলেন?

আমার জীবন বাঁচানোর আবেদনে সাড়া দিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরাগ ভাজন হবেন, এই আশঙ্কায় কি তিনি নীরব রইলেন? আর যাই হোক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তো রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার সামর্থ ছিল না। রাষ্ট্রপতিকে (ইমপ্রিচ) সরিয়ে দেয়ার মত পার্লামেন্টে শেখ হাসিনার দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। তাহলে কী কারণে রাষ্ট্রপতি নাগরিকের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে এলেন না?

না হয় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতির পদ হারিয়ে ফেলতেন। একজন মুক্তিযোদ্ধার, একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর চাইতেও রাষ্ট্রপতি থাকাটাই বড় মনে হলো?

রাষ্ট্রপতি থাকলে রাষ্ট্রের পয়সায় আরাম আয়েশে থাকা যায়। নানা ধরনের রং বেরংয়ের সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যায়। নানা ধরনের ভোগ বিলাস করা যায়। বঙ্গভবনের বিশাল দূর্গে বাস করা যায়। রাস্তা বন্ধ করে সায়রেন বাজিয়ে যাওয়া আসা করা যায়।

কিন্তু জনগণের জীবন রক্ষা করা যায় না। তাহলে এই রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন কী? এই রাষ্ট্রপতি না থাকলে কী হয়?

www.pathagar.com

৭১-এ কিশোর বয়সে যখন মুক্তিযুদ্ধ করি, তখন মনে হয়েছিল যদি একটি মানুষকেও বাঁচাতে পারি। যদি একটি শিশুকেও বাঁচাতে পারি। তবে ধন্য হবে। ধন্য এ জীবন।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি, সাহাবুদ্দিন আহমদ হয়তো সংবিধানের কথা বলবেন। তিনি বলবেন সংবিধান আমাকে (রাষ্ট্রপতিকে) কারো জীবনের নিরাপত্তা দেওয়ার সুযোগ দেয় নাই ।

যে সংবিধান মানুষের জীবন রক্ষা করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যে সংবিধান মানুষের প্রাণ বাঁচাতে রাষ্ট্রপতিকে বাধা দেয়, সেই সংবিধানটা পুড়িয়ে ফেললে কী হয়? বিচারপতি সেটা পুড়িয়ে ফেলুন।

সংবিধান মানুষের জন্য, মানুষ সংবিধানের জন্য নয়। যে আইন, যে বিধান মানুষের প্রাণ বাঁচায় না; মানুষের কল্যাণ করে না। তা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়াই মঙ্গল।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আসল বিষয়টি হলো, মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদে কি না? মানুষের জন্য মমত্ব আছে কি না? মানুষকে ভালোবাসেন কি না? ন্যায়ের প্রতি অবিচল কি না?

৭১-এ আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করি, তখন কোন সংবিধানে বলাছিল না "মুক্তিযোদ্ধা হও। মুক্তিযুদ্ধ কর। দেশ স্বাধীন করো। দেশের মানুষকে বাঁচাও।"

বরং পাকিস্তানের আইন, আদালত, সংবিধান এর দৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া, মুক্তিযুদ্ধ করা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সেই অপরাধটি করেছি। পাকিস্তানের আইন আদালত, বিধান সব কিছুই ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ আপনি তখন কি করেছিলেন? পাকিস্তানের আইন এবং সংবিধানের প্রতি আনুগত করেছিলেন? অথবা স্বার্থবাজ কাপুরুষের মতো পাকিস্তানের অধীনে চাকুরী করেছিলেন?

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, আসলে কোন বিধানই শেষ কথা নয়। বিপদে মানুষের পাশে দাড়ানোটাই বড় কথা। মানুষের প্রাণ বাঁচানোটাই মূল এবং শেষ কথা। হোক সে একটি মানুষ অথবা একটি পরিবার কিংবা একটি জাতি।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যতই সংকুচিত থাকুক, নাগরিকের প্রাণ বাঁচাতে রাষ্ট্রপতির নৈতিক ক্ষমতা ও কর্তব্য অবশ্যই আছে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ কি এই নৈতিক ক্ষমতা ও কর্তব্য পালন করেছেন?

নাগরিকের জীবন রক্ষার নৈতিক কর্তব্য পালন না করে স্বার্থের মোহ ও বিপদের সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পদ আঁকড়িয়ে বসে থাকা কি লজ্জাজনক নয়?

www.pathagar.com

নাগরিকের জীবন বাঁচানোর আবেদনে সাড়া না দেয়ার কারণ হিসেবে রাষ্ট্রপতি তাঁর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও সীমাবদ্ধতার কথাই বলবেন।

কিন্তু সীমাবদ্ধতা যতোই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতির মতো রাষ্ট্রের এক নাম্বার পদে বহাল থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ নাগরিকের প্রান রক্ষার্থে ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভূমিকা রাখতে পারতেনই।

আর সেটা করলে অন্তত তিনি বোঝাতে পারতেন, তিনি চেষ্টা করেছিলেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী হয়ে নাগরিককে বে-আইনি ভাবে হত্যার চেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার নৈতিক বিরোধিতার কথা জানিয়ে দিতে পারতেন।

কিন্তু নাগরিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি কিছুই করেননি, নৈতিক বিরোধিতাও করেননি।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥

সমাপ্ত

www.pathagar.com

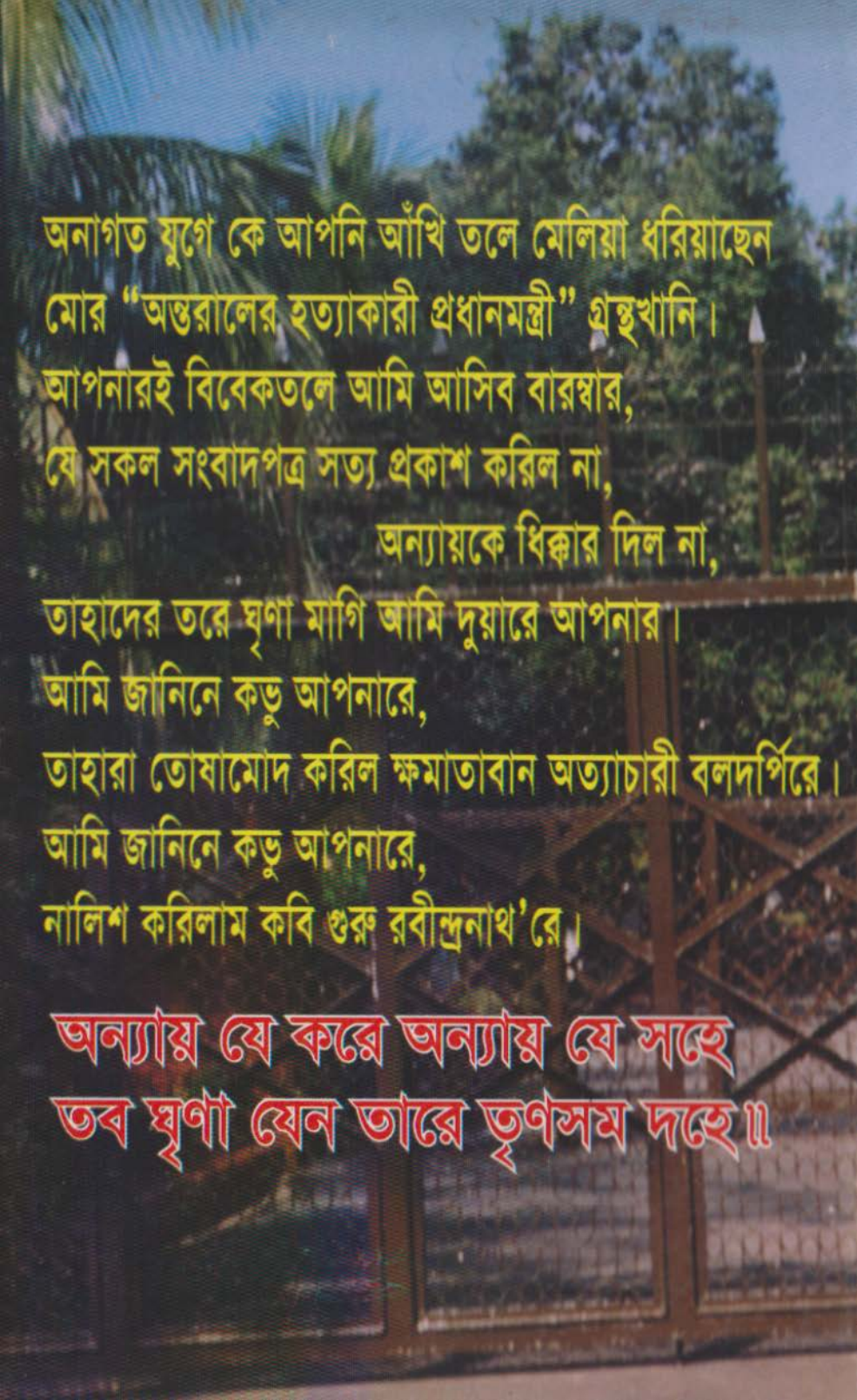

অনাগত যুগে কে আপনি আঁখি তলে মেলিয়া ধরিয়াছেন
মোর "অন্তরালের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী" গ্রন্থখানি।
আপনারই বিবেকতলে আমি আসিব বারম্বার,
যে সকল সংবাদপত্র সত্য প্রকাশ করিল না,
অন্যায়কে ধিক্কার দিল না,
তাহাদের তরে ঘৃণা মাগি আমি দুয়ারে আপনার।
আমি জানিনে কভু আপনারে,
তাহারা তোষামোদ করিল ক্ষমাতাবান অত্যাচারী বলদর্পিরে।
আমি জানিনে কভু আপনারে,
নালিশ করিলাম কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ'রে।

অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥